بسم الله الرحمن الرحيم

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি : সমীক্ষা ও সুপারিশ

(The Method of Teaching and Evaluation of Tafsirul Quranil Karim in Fazil and Kamil level: Circumspection and Recommendation)

(আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের লক্ষে)

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক :

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন

অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ

গবেষক :

হোসাইন মো: ইলিয়াস

রেজিঃ ০৯/২০১৪-২০১৫

এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর-২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

Dr. Muhmmad Ruhul Amin
Professor
Department of Arabic
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

الدكتور محمد روح الأمين
الأستاذ
قسم العربية, جامعة داكا
داكا- 1000، بنغلاديش

Ref..... Date.....

প্রত্যয়নপত্র (Certication):

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক **হোসাইন মোঃ ইলিয়াস,** রেজিঃ ০৯/২০১৪-২০১৫, কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত ***"ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি : সমীক্ষা ও সুপারিশ*** (The Method of Teaching and Evaluation of Tafsirul Quranil Karim in Fazil and Kamil level: Circumspection and Recommendation)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও উক্ত শিরোনামে এম.ফিল বা অন্য কোন ডিগ্রি লাভের জন্য কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণাটির পাণ্ডলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য দাখিল করতে অনুমোদন করছি।

২৪/১১/১৯

(ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন)
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র (Declaration)

পরম করুণাময় ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট লাখো কোটি শুকরিয়া ও সাইয়্যিদুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শানে দরুদ ও সালাম জ্ঞাপনপূর্বক আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "***ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি : সমীক্ষা ও সুপারিশ*** (The Method of Teaching and Evaluation of Tafsirul Quranil Karim in Fazil and Kamil level: Circumspection and Recommendation)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম এবং এ গবেষণাকর্মটি ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়নি। আমার এ গবেষণার বিষয়বস্তুর পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

উক্ত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

(হোসাইন মোঃ ইলিয়াস)

এম.ফিল গবেষক

রেজিঃ ০৯/২০১৪-২০১৫

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledement)

মহান রবের অমীয় বাণী: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেকে অবশ্যই অধিক দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর' (সূরা ইবরাহীম: ০৭)। মহানবী (সা.) এর ভাষায়: لا يَشكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشكُرُ النّاسَ 'যে মানুষের কৃতজ্ঞতা পোষণ করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না'(সহীহুল বুখারী)। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিশ্বজাহানের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, রিযিকদাতা, বিধানদাতা, সকল জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিপতি পরম করুণাময় ও মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি যিনি আমাকে ***"ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি : সমীক্ষা ও সুপারিশ*** (The Method of Teaching and Evaluation of Tafsirul Quranil Karim in Fazil and Kamil level: Circumspection and Recommendation)" শীর্ষক আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করার তাওফীক দান করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামীন, বিশ্বজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, সর্বশেষ নবী ও রাসূল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি, যাঁর আনুগত্য ও ভালোবাসাকে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁর মাধ্যমে আমরা মহান স্রষ্টার পরিচয়, তাঁর ওপর নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআন, ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি সুন্নাহ, সর্বোপরি চিরশান্তির ধর্ম ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং শাশ্বত এ ধর্মের একজন অনুসারী হবার গৌরবলাভে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

এ মুহূর্তে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মো: আব্দুল মজিদের প্রতি যিনি আমাকে ইলমে অহী শিখাবার জন্য চরম কষ্ট, ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতার সাথে নেক হায়াত দান করুন। পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মমতাময়ী মা মরহুম মাইমুনা খাতুনকে, যিনি তাঁর জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণের মাধ্যমে আমাকে এ দুনিয়ার আলো-বাতাস দেখা ও অনুভবের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং তাঁর পরম মায়া-মমতা,আদর-স্নেহ ও অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে এবং অবর্ণনীয় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে আমাকে লালন পালন করেছেন। মহান মনিব তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং তাঁদের দু'জনকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا 'বলুন, হে রব! আপনি আমার পিতামাতার প্রতি তেমনি দয়া করুন যেমনিভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবকালে প্রতিপালন করেছেন' (সূরা আল ইসরা:২৪)। গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদী মরহুম বদরেন্নেসা কে, আমার বয়স যখন মাত্র দু'বছর তখন আমার মমতাময়ী মা মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যান। সেই থেকে তিনি পরম মায়া-মমতা,আদর-ভালবাসা ও মাতৃস্নেহে আমাকে লালন-পালন করেন এবং ১৯৯৮ সালে তিনিও মহান রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন এ প্রার্থনা করছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন স্যারের প্রতি যিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অফুরন্ত সময়, প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও তথ্যাবলীর সরবরাহ, পরামর্শ, দিকনির্দেশনাসহ সার্বিক তত্বাবধানের মাধ্যমে আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন। গবেষণাকালীন তাঁকে যেমনি একজন ভালো তত্বাবধানকারী শিক্ষক হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি একজন অতি ভালো মানুষ হিসেবে। মহান আল্লাহ আল কুরআনুল কারিমের জন্য নিবেদিত তাঁর এ খেদমতকে কবুল করুন এবং এর বিনিময়ে তাঁকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন । কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি যিনি আমাকে ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্নভাবে স্নেহ-মমতা ও নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে জীবন গঠনে পাথেয় জোগিয়েছেন। আমার এম.ফিল গবেষণায় সার্বিকভাবে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ স্যারের প্রতি যিনি ছাত্রজীবন থেকে আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং আমার এ গষেণাকার্যে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আব্দুল কাদের স্যার, অধ্যাপক ড. যোবায়ের মুহাম্মদ এহছানুল হক স্যার, অধ্যাপক ড. মো: শহীদুল ইসলাম স্যার, অধ্যাপক ড. মো: মিজানুর রহমান স্যার ও সহযোগী অধাপক ড. মো: রফিকুল ইসলাম স্যারসহ আরবী বিভাগের সম্মানিত অন্যান্য শিক্ষগণের প্রতি যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে আমার উক্ত গবেষণাকর্ম সম্পাদনে খোঁজখবর নিয়েছেন, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি ড. মো. নূরুল্লাহ স্যারের প্রতি যিনি আমার সমীক্ষাকার্য পরিচালনায় বড় ধরনের সহযোগিতাসহ গবেষণাকেন্দ্রিক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক হুজুরেরর প্রতি যিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে উদার মনে গবেষণাকার্যে আমাকে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে ধন্য করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার প্রধান মুফাসসির ড. মো: কামরুল হাসান ভাইয়ের প্রতি যিনি আন্তরিকতার সাথে অনেক মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আমার এ গবেষণাকার্যে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি যারা অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজে আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার প্রিয় সহধর্মীনী সুফিয়া আক্তারের প্রতি যিনি বিভিন্নভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা জোগিয়েছেন ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। গবেষণাকেন্দ্রিক ব্যস্ততার কারণে সন্তানদের লেখাপড়াসহ সাংসারিক আমার অনেক দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়েছে। তার প্রাপ্য সময় হতে বঞ্চিত হতে হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময়ের নিকট তার উত্তম প্রতিদান কামনা করি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার কলিজার টুকরো সন্তান নাবিল হোসাইন, নাবিহা হোসাইন ও মাইমুনা হোসাইন নূহার প্রতি যারা আমাকে তাদের প্রাপ্য সময়টুকু ত্যাগ করে গবেষণাকর্মে ব্যয় করতে সহযোগিতা ও উৎসাহ জোগিয়েছে। মাঝে মাঝে আমার গবেষণাকর্মের অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজখবর নিত এবং সময়সীমার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিত। ছোট্র কচিকাঁচাদের এ সচেতনতা, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রমের জন্য আমি যারপর নাই খুশী এবং সন্তুষ্ট হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার তাওফিক দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও কল্যাণ নসীব করুন। **رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا** 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে করুন মুত্তাকীকের জন্য অনুসরণযোগ্য' (সূরা ফুরকান: ৭৪)। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বাশুরী ফাতেমা বেগম, শ্যালক মো: আল আমিন পাটওয়ারী এবং বন্ধুবর মো: খোরশেদ আলম পাটওয়ারীর প্রতি যারা দু'আসহ বিভিন্নভাবে আমাকে উক্ত কাজে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা জোগিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি জনাব শাহ মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ, জনাব মুহাম্মদ মু'তাসিম বিল্লাহ মাক্কী, জনাব মোহাম্মদ মুব্বিল্লাহ আযাদ, জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ তা'রীফ, জনাব মাজহারুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, জনাব আশরাফুল আলম ও জনাব মীর মাহবুব হাসানের প্রতি যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে আমার উক্ত গবেষণাকর্মে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা জোগিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিভিন্ন মাদরাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানকারী সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি, যাঁরা তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে আমার এ গবেষণাকার্য সম্পাদনে মূল্যবান সহযোগিতা করেছেন। আমার সমীক্ষাকার্য পরিচালনায় মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জনাব মো. মুহসিন উদ্দিন, জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, জনাব হোসনে ফারজানা আক্তার, মো. সিরাজুল ইসলাম, মো. মোতালেব হোসেন, মো.অহিদুল ইসলাম, অনিকুজ্জমান ও ছোটভাই আহনাফ কাউসারের প্রতি যারা আমাকে তথ্যউপাত্ত সংগ্রহসহ গবেষণাবিষয়ক বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আরো যাঁরা আমাকে এ গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় মতামত,পরামর্শ প্রদান করেছেন, সাহস ও উৎসাহ জোগিয়েছেন এবং তথ্যউপাত্ত সংগ্রহে সহায়তাসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে সর্বোত্তম প্রতিদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করুন। আমীন!

বিনীত:

(হোসাইন মো: ইলিয়াস)
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ ৯/২০১৪-২০১৫
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয় (Hints)

অনু.	অনুবাদক
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
হি.	হিজরি সন
বাং	বাংলা সন
খ্রিঃ	খ্রিস্টাব্দ
খ্রিঃ পূ.	খৃস্টপূর্ব
তা.বি.	তারিখ বিহীন
পৃ.	পৃষ্ঠা
জ.	জন্ম
মৃ.	মৃত্যু
রাঃ	রাদিআল্লাহ ‘আনহু/’আনহা
রহঃ	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
র.	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
সাঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
স.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আঃ	আলাইহিসসালাম/আলাইহি ওয়া সাল্লাম
সং.	সংস্করণ
Ed.	Edited by.
Edi.	Edition.
Pub.	Publication
A.D.	After Death of Chirist
No.	Number
Vol.	Volume
P.	Page.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ)

ا - অ	س - স/ছ	ل - ল	و - ওয়া
ب - ব	ش - শ/স	م - ম	بي- و - বী, য়ী
ت - ত	ص - ছ/স	ن - ন	و - উ
ث - ছ/স	ض - দ	و - ও/উ/ব	يو - ইউ
ج - জ	ط - ত/ত্ব	ه - হ	عا - 'আ
ح - হ	ظ - য/জ	ء - অ	ع - 'ই
خ - খ	ع 'অ (উল্টোকমা)	ي - য়/ই	عي - 'ঈ
د - দ	غ - গ	ا - আ	عو - 'উ
ذ - য/জ	ف - ফ	ا - ই	ي - ইয়ু
ر - র	ق - ক্ব/ক	او - উ	يا - ইয়া
ز - য/জ	ك - ক	وا - ওয়া	ي - য়ি

১. উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। কোন কোন বানান অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লেখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

২. যে সব আরবি শব্দ দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে, সেগুলোকে বানানে প্রচলিত নিয়ম সম্ভব অনুযায়ী রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ (Abstract)

তাফসির হলো পরম করুণাময়ের পক্ষ হতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর নাযিলকৃত কুরআনুল মাজীদের ব্যাখ্যা। এ তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের সূচনা রাসূল (সা.) এর ওপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিলের শুরু হতেই । যে কুরআনুল কারিমের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাকারক স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। এ জন্য কুরআনুল মাজীদের তাফসিরের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধাপ হলো কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর ভাষা আরবী হওয়ায় কুরআন বুঝা তাঁদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল; তারপরও ইহার কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা তাঁদের নিকট দূর্বোধ্য মনে হলে তাঁরা সরাসরি রাসূল (সা.) কে তা জিজ্ঞেস করতেন। তিনি তখন তার ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। সে ধারাবাহিককতায় সাহাবায়ে কিরাম (রা.), তাবেয়ীন ও তাবে'তাবে'য়ীন (রহ.) তাফসিরুল কুআনের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং তৎপরবর্তী সময়েও এ ধারা চলমান থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরে এ বিষয়ের পাঠদান কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু প্রচলিত পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে কিছু সমস্যা বিদ্যমান থাকায় তার কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই বাংলাদেশের ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়নকেন্দ্রিক সমস্যাসমূহ সমাধানের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনের লক্ষে ***"ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি : সমীক্ষা ও সুপারিশ*** (The Method of Teaching and Evaluation of Tafsirul Quranil Karim in Fazil and Kamil level: Circumspection and Recommendation)" শীর্ষক আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। এ অভিসন্দর্ভটিকে ৮টি অধ্যায়ে, ২৯টি পরিচ্ছদে এবং ১টি উপসংহারে নিম্নরূপভাবে সন্নিবেসিত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে আল-কুরআনুল কারিম এবং তাফসিরের পরিচয়,তাফসিরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান পদ্ধতি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে নবী (সা:) এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা:) তাফসিরের বৈশিষ্ট্য, তাবি'ঈ (রহ.) তাফসির, তাবিঈ (রহ.) গণের মাদরাসাকেন্দ্রিক পদ্ধতিগত তাফসিরের বৈশিষ্ট্য, তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের উদ্দেশ্য, তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান পদ্ধতি বা মৌলিক নীতিমালা এবং তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের নমুনা পাঠপরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ফাযিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠ্যসূচি, তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান চিত্র এবং তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত ও সিলেবাসগত সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠ্যসূচি, তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান চিত্র এবং কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত ও সিলেবাসগত সমস্যাসমূহ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

ফাযিল ও কামিল স্তরে বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি, তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের আদর্শ মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যাবলী সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফাযিল ও কামিল স্তরের বিভিন্ন মাদরাসাসায় তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর পরিচালিত সমীক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত সমীক্ষাকে দু'টি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা: ক. ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানবিষয়ক সমীক্ষা। খ. ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম মূল্যায়ন বিষয়কসমীক্ষা। আর এ সমীক্ষাকার্য বাংলাদেশের ফাযিল ও কামিল স্তরের খ্যাতনামা মাদরাসাসমূহের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষগণের মতামত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের প্রশিক্ষকের মতামত, পরামর্শ এবং বিভিন্ন মাদরাসায় তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানকারী মুফাসসির ও প্রভাষকদের অভিপ্রায় গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত দু'টি শিরোনামে যথাক্রমে ৩৩ ও ২০ মোট ৫৩টি বিষয়ে ৫২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৫জন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের নিকট হতে তাঁদের প্রত্যক্ষ মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রদত্ত এ মতামতকে বুঝার সুবিধার্থে শতকরা হিসেব করে ছকাকারে বর্ণনা করে দেখানো হয়েছে। তাছাড়াও এ গবেষণাকার্যকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বেশ কিছু মাদরাসা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানগত সমস্যাসমূহ সমাধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও শিক্ষকগণের নিকট সুপারিশ এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যাসমূহ সমাধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও শিক্ষকগণের নিকট সুপারিশ এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে।

যে মহান অধিপতি আমার এ গবেষণাকার্যটি সম্পন্ন করার তাওফিক দান করেছেন তাঁর নিকট মস্তকাবনতচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বলিষ্ট তথ্যউপাত্ত ও মাঠপর্যায়ের সমীক্ষার ভিত্তিতে এ থিসিসটি সম্পাদিত হয়েছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় আমি এ অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করি। এ গষেণায় বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান এবং মূল্যায়নবিষয়ক সমস্যাবলী নির্ণীত করত তার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে আমার সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ও প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। সিলেবাস বা পাঠ্যতালিকা পর্যালোচনাত্তর ইহাকে আরো সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করার লক্ষে আমার নিজস্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাষ্টার্সে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা থেকে সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংযোজনের মাধ্যমে ফাযিল ও কামিল স্তরের প্রচলিত পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসারে পরিচালনা করা হয়েছে।

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি এ অভিসন্দর্ভে সুনির্দিষ্ট যে পরামর্শ এবং প্রস্তাবনাগুলো পেশ করেছি, আমার গবেষণালব্ধ যে মতামত, অভিক্ষা তুলে ধরেছি, ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান এবং মূল্যায়ন কার্যক্রমে সেটির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে, উক্ত পাঠদান এবং মূল্যায়ন কার্যক্রমে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে ইনশা আল্লাহ। আর এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী আশানুরূপ সুফল লাভ করবে এবং দেশ ও জাতি অপেক্ষাকৃত অধিক উপকৃত হবে। পরম করুণাময় তাঁর ঐশীগ্রন্থ কুরআনুল কারিমের জন্য নিবেদিত অধমের এ চেষ্টাকে সার্থকতায় রূপান্তরিত করুন এবং আমাদেরকে তার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নসীব করুন। আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা (Introduction)

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، بالعدل قائماً وللإيمان ناصراً وداعماً، وللكفر محارباً وداحرا، فيه خبرُ الأولين ونبأُ الآخرين وحكمةُ النبيين وهدايات المرسلين، فالحمد لمن أكرمنا به وجعلنا من حملته والمنضوين تحت لوائه، حمداً يليق بجلال الله تعالى في كل وقتٍ وحين. وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا و نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيراً.

কুরআনুল কারিম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ যা সকল মানুষের পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা দানকারী বা সংবিধান হিসেবে মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ করেন। আর এটি দুনিয়ার একমাত্র বিশুদ্ধ গ্রন্থ যে গ্রন্থে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মহান রবের ভাষায়:[১] **الم . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ** 'আলিফ্-লাম মীম, ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ'।[২] এ মহাগ্রন্থ লাওহে মাহফুজ থেকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তাঁর প্রিয় হাবীবের ওপর নাযিল করেন হুবহু সেভাবেই আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঠিক সেভাবেই থাকবে। কোন মানুষ শত চেষ্টা করেও তার সামান্যতম পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন কিংবা বিয়োজন করতে সক্ষম হবে না। রাব্বুল আলামীনের ভাষায়: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** 'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই ইহার সংরক্ষক'।[৩] তিনি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেন: **وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ** 'আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই করতে পারবে না, তবে সে আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন,কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে'।[৪] আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধু মানবজাতি নয়, বরং মানুষ ও জ্বিনজাতির সম্মিলিত শক্তির অক্ষমতার কথাও তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন: **قل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.**[৫] 'বল, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং যদিও তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না'।[৬]

আর এ কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো ইহকালীন কল্যাণ, পরকালীন শান্তি ও মুক্তি লাভ করা এবং যার আলোচ্য বিষয় সমগ্র মানবজাতি । তাই তার অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝা মানব জাতির জন্য অতি

---

১ আল কুরআনুল কারীম, সূরা বাকারা:১-২

২ সূরা বাকারা:১-২, অনুবাদক: ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ),ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪২৮

৩ আল কুরআনুল কারীম, সূরা হিজর: ০৯

৪ আল কুরআনুল কারীম, সূরা বাকারা: ২৩-২৪

৫ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল ইসরা: ৮৮

৬ সূরা আল ইসরা: ৮৮, অনুবাদক: ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ),ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪৫১

আবশ্যক । কেননা কুরআন মাজীদ বুঝা ব্যাতীত নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করা শুধু কঠিনই বরং অসম্ভব। আর উসূলের কায়দা হলো: **ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب** "যে পরিমাণ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত কোন আবশ্যক কাজ সম্পন্ন করা যায় না, সে পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ"।[৭] অতএব যে কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির সংবিধান হিসেবে ও জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তা আমাদের বেশী বেশী পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী স্বীয় জীবন ও সমাজ পরিচালনা করতে হবে। আর এ কুরআন সঠিকভাবে বুঝার জন্য তার অর্থের পাশাপাশি তাফসির বুঝার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা অনেক ক্ষেত্রে শুধু অর্থ বুঝার মাধ্যমে কুরআনের সঠিক মর্মবাণী বুঝা সম্ভব হয়না; বরং তার জন্য সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসির বা ব্যাখ্যা বুঝার আবশ্যকতা থাকে। আর এ জন্যই কুরআনুল কারীমের তাফসির স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করেছেন, তাঁর হাবীব রাসূল (সা.) করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবেয়ীগণ (রহ.) এ রীতি বজায় রেখেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে । কুরআনের ভাষায়: **وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا**.[৮] 'উহারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না, যাহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি না'।[৯] কুরআনুল কারিমের তাফসির করা ও বুঝার বিষয়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন: **أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا** 'তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না ? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'।[১০]

তাই তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময় থেকে শুরু হয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবেয়ীনদের যুগেও সে ধারা অব্যাহত থাকে এবং সাড়া দুনিয়ায় এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে পরিচালিত হয়ে আসছে। কুরআন মাজীদকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা, সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে এবং পরকালীন শান্তি ও মুক্তি লাভের জন্য যার কোন বিকল্প নেই। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদান কার্যক্রম যতবেশী সফল ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হবে, কুরআনুল কারিম নাযিলের আবশ্যকতা ততবেশী প্রতীয়মান হবে এবং ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে তার সুফল ততবেশী প্রতিফলিত হবে, সর্বোপরি ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন শান্তি এবং মুক্তি নিশ্চিত হবে। আর সফল ও কার্যকর পাঠদান কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষে ***"ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি : সমীক্ষা ও সুপারিশ"*** (The Method of Teaching and Evaluation of Tafsirul Quranil Karim in Fazil and Kamil level: Circumspection and Recommendation)" শীর্ষক আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। যে অভিসন্দর্ভটিকে ৮টি অধ্যায়ে, ২৯টি পরিচ্ছদ এবং ১টি উপসংহারে সন্নিবেসিত করা হয়েছে। যেখানে সফল ও কার্যকর পাঠদান এবং মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষাকার্য পরিচালনার মাধ্যমে মৌলিক সমস্যাসমূহ নির্ণীত

---

৭ ড. আবদুর রহীম ইয়াকুব, তাইসিরুল উসূল ইল ইলমিল উসূল, প্রকাশনায়: মাকতাবাতুল উবাইকান, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ: ২০০৩ খ্রিঃ

৮ আল কুরআনুল কারীম, সূরা ফুরকান: ৩৩

৯ সূরা ফুরকান:৩৩,অনু: ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৫৭৯

১০ সূরা মুহাম্মদ: ২৪,অনু: ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৮৩৭

করত তার সমাধানানের লক্ষে আমার নিজস্ব সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। পাঠদানের অন্যতম শর্ত মডেল পাঠপরিকল্পনার নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি উল্লেখিত বিভিন্ন পর্যায়ে আমার প্রদত্ত প্রস্তাবনাগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর সুফল পাওয়া যাবে। পরম করুণাময় অধমের এ সামান্য চেষ্টাকে সফলতায় রূপান্তরিত করে কুরআনুল কারিমের একজন খাদেম হিসেবে কবুল করুন এবং সমাজ ও জাতিকে এ গবেষণার সুফল নসীব করে কুরআনুল মাজীদ নাযিলের সার্থকতা আমাদের সকলের জীবনে প্রতিফলন করুন। আমীন!

উদ্দেশ্য (Objective)

“ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি : সমীক্ষা ও সুপারিশ (The Method of Teaching and Evaluation of Tafsirul Quranil Karim in Fazil and Kamil level: Circumspection and Recommendation)” শীর্ষক আমার এ গবেষণাকর্মটি বেশ ক’টি মৌলিক উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়েছে। যেমন- ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের সঠিক ও কার্যকর পাঠদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করা। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কার্যক্রম আরো শক্তিশালী ও কার্যকররূপ লাভ করা। ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের কারিকুলাম ও সিলেবাসকে আরো সমৃদ্ধ এবং যুগোপযোগীরূপ দান করা। শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী করা এবং নিয়মিত মাদরাসায় উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করা। সর্বোপরি কুরআনুল কারিমের একজন নগণ্য খাদেম হিসেবে নিজেকে অংশগ্রহণ করানোর মাধমে ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন শান্তি ও মুক্তি লাভ করা।

পদ্ধতি (Methodology)

আমার এ গবেষণাকর্মটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসারে পরিচালনা করা হয়েছে। প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎসগুলো সাধ্যানুযায়ী অধ্যয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফাযিল ও কামিল স্তরে প্রচলিত পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা ফাযিল ও কামিল মাদরাসায় প্রচলিত পাঠদান এবং মূল্যায়ন কার্যক্রমের ওপর সমীক্ষা চালানো হয়েছে। অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফাসসিরুল কুরআন, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের প্রশিক্ষক ও বিভিন্ন মাদরাসার আরবী প্রভাষকদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ফাযিল ও কামিল স্তরে প্রচলিত কারিকুলাম ও সিলেবাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাঠদান ও মূল্যায়নকেন্দ্রিক সমস্যাসমূহ নির্ণীত করত তার সঠিক সমাধানের লক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটিতে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশী মানুষের প্রয়োজন ও অধিক সুবিধার বিষয়টি চিন্তা করে বাংলা ভাষায় গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। তবে গবেষণার সুবিধার্থে বাংলা ছাড়াও আরবী এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত ও অনূদিত বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র যথানিয়মে পরিবেশন করা হয়েছে।

সূচিপত্র (Content)

প্রথম অধ্যায়ঃ আল-কুরআনুল কারিম ও তাফসিরের পরিচয়ঃ (১৮-৫২)

১.১ আল-কুরআনুল কারিমের পরিচয় ১৮

১.২ তাফসিরের পরিচয় ২২

১.৩ তাফসিরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান পদ্ধতি ও ক্রমবিকাশ : (৫৩-৮৫)

২.১ নবী (সা:) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা:) এর তাফসিরের পদ্ধতি ৫৩

২.২ নবী (সা:) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা:) এর তাফসিরের বৈশিষ্ট্য ৫৭

২.৩ তাবি'ঈগণের (র.) তাফসির ৫৯

২.৪ তাবিঈগণের (রহ.) মাদরাসাকেন্দ্রিক পদ্ধতিগত তাফসিরের বৈশিষ্ট্য ৬৯

২.৫ তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের উদ্দেশ্য ৭১

২.৬ তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান পদ্ধতি বা মৌলিক নীতিমালা ৭৩

২.৭ তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের নমুনা পাঠপরিকল্পনা ৭৭

তৃতীয় অধ্যায় : ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান অবস্থা : (৮৬-১০৩)

৩.১ ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠ্যসূচি ৮৬

৩.২ ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান চিত্র ৮৯

৩.৩ ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত ও সিলেবাসগত সমস্যা -৯৪

চতুর্থ অধ্যায় : কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান অবস্থা : (১০৪-১৩৬)

৪.১ কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠ্যসূচি ১০৪

৪.২ কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান চিত্র ১১৮

৪.৩ কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত ও সিলেবাসগত সমস্যা- ১২৪

পঞ্চম অধ্যায় : তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং বর্তমানে ফাযিল ও কামিল স্তরে প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থা : (১৩৭-১৪৮)

৫.১ ফাযিল ও কামিল **স্তরের** মাদরাসাসমূহে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি ১৩৭

৫.২ তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের আদর্শ মূল্যায়ন পদ্ধতি ১৪০

৫.৩ ফাযিল ও কামিল **স্তরে** তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যা - ১৪৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর পরিচালিত সমীক্ষার প্রতিবেদন : (১৪৯-১৫৭)

৬.১ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানবিষয়ক সমীক্ষা ১৪৯

৬.২ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম মূল্যায়নবিষয়ক সমীক্ষা ১৫৫

সপ্তম অধ্যায় : ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানগত সমস্যাসমূহ সমাধানে কতিপয় সুপারিশ ও পরামর্শ : (১৫৮-১৯১)

৭.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট সুপারিশ ১৫৮

৭.২ শিক্ষকগণের নিকট সুপারিশ ১৭০

৭.৩ অভিভাবকগণের প্রতি পরামর্শ ১৮০

৭.৪ শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ ১৮৫

অষ্টম অধ্যায় : ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যাসমূহ সমাধানে কতিপয় সুপারিশ ও পরামর্শ : (১৯২-২০৮)

৮.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট সুপারিশ ১৯২

৮.২ শিক্ষকগণের নিকট সুপারিশ ১৯৭

৮.৩ অভিভাবকগণের প্রতি পরামর্শ ২০০

৮.৪ শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ ২০৪

উপসংহার : ২০৯

প্রথম অধ্যায়

আল-কুরআনুল কারিম ও তাফসিরের পরিচয় ঃ

বিশ্ব-জাহানের একমাত্র বিশুদ্ধ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিম যা সমগ্র মানবজাতির জীবন পরিচালনার দিকনির্দেনা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর অবতীর্ণ করেন। যে মহাগ্রন্থে ব্যক্তি এবং সমাজ পরিচালনার সকল দিক ও বিভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশনা রয়েছে। ইহা ইসলামী শরী'য়ার মূল উৎস। তাই সকলের উচিৎ এ গ্রন্থের আদিষ্ট বিষয়গুলোর পরিপূর্ণ প্রতিপালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর বর্জন। এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে পরম করুণাময় বলেন: وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ.[১১] 'যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি এইরূপ সৎকর্মপরায়নদের শ্রমফল নষ্ট করি না'।[১২] রাসূল (সা.) বলেন: تركتُ فيكم أمرين لن تضلُّوا ما تمسَّكتم بهما: كتاب الله، وسُنَّة رسوله. 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে ন, তাহলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ'।[১৩] এ কুরআন অনুযায়ী পরিচালিত হবার জন্য তা বুঝা অতি আবশ্যক। তাই কুরআনের অর্থ ও ব্যাখা জানার জন্য তাফসিরের প্রয়োজনয়ীতা অনস্বীকার্য। নিম্নে কুরআনুল কারিম ও তাফসিরের পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১.১ আল-কুরআনুল কারিমের পরিচয়:

মহান রাব্বুল আলামীন মানবজাতির দিকনির্দেশনার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের ওপর বিভিন্ন আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন, যে গ্রন্থে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন- আল্লাহ তা'আলা সকল কাফির মুশরিককে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেন: "আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও (তোমাদের দাবিতে) তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই করিতে পারিবে

---

১১ *আল কুরআনুল কারীম,* সূরা-আ'রাফ: ১৭০

১২ সূরা আ'রাফ:১৭০, *কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ),ইসলামিক ফাউন্ডেশন*,৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-২৫৭

১৩ মু'আত্তায়ে ইমাম মালেক

না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে"।[১৪] যে গ্রন্থে হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ, করণীয়-বর্জনীয়সহ সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার ভাষায়:[১৫] **مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ** 'কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই'।[১৬] মানবজাতির সংবিধান এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(১) কুরআনের পরিচয় (تعريف القران):

কুরআনুল কারিমের আভিধানিক অর্থের ক্ষেত্রে আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন-

- কেহ কেহ বলেন : **قرآن** শব্দটি **اسم جامد** যা কুরআনুল কারিমের জন্যই খাস। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও কতিপয় আলেম এ মতের প্রবক্তা।
- আবার কেহ কেহ বলেন:

القرآن শব্দটির মূল **القرء**, **قرأ** মাসদার হতে নির্গত যার আভিধানিক অর্থ :

একত্রিত করা, মিলানো, সংযুক্ত করা ইত্যাদি।[১৭]যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.[১৫] 'তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সঙ্গে সঞ্চালন করিওনা। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবাার দায়িত্ব আমারই"।[১৮] আর **قرآن** কে এ নামে অভিহিত করার কারণ এটি সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন: **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.**[১৯] 'আমি অত্মসমর্পনকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরুপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।[২০]

---

১৪ সূরা বাকারা: ২৩-২৪, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ),ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃ: ৭-৮

১৫ ***আল কুরআনুল কারীম,*** সূরা-আন'আম: ৩৮

১৬ সূরা আন'আম:৩৮, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ),ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪২৮

১৭ মান্না খলীল আল কাত্তান, মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন , ৩৫তম মুদ্রণ, প্রকাশনায়: মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৯

১৮সূরা কিয়ামা : ১৬-১৭, ***কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা- ৯৭২

১৯ ***আল কুরআনুল কারীম,*** সূরা নাহল: ৮৯

২০ সূরা আন-নাহল :৮৯,***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ),ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪২৮

পরিভাষায় :

কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা আলেমগণ বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ক'টি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

১. আল্লামা যারকানী (রহ.) বলেন:

"القرآن هو الكتاب المنزل على النبي –صلى الله عليه وسلم- المنقول عنه المتواتر المتعبد بتلاوته".[২১]

"কুরআন মাজীদ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নবী মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর নাযিলকৃত গ্রন্থ যা তাঁরনিকট হতে মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত এবং যার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে গন্য"।[২২]

২. আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (রহ.), বলেন :

القرآن هو الكتاب المنزل على محمد -صلى الله عليهوسلم- .

"কুরআন হলো এমন গ্রন্থ যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নবী মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর নাযিলকৃত"। [২৩]

৩.মুসায়ীদ ইবনে সুলাইমান আত্তাইয়ার বলেন:

القرآن هو بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد –صلى الله عليه وسلم.[২৪]

"কুরআন হলো এমন গ্রন্থ যা মুজিজাপূর্ণ আল্লাহ তা'আলার বাণী নবী মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর নাযিলকৃত"।

৪. আল্লামা মান্না খলীল আল-কাত্তান বলেন :

القران هو كلام الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم- المتعبد بتلاوته .

"আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মুহাম্মদ (সা) এর উপর অবতীর্ণ বাণী যার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে পরিগণিত তাকে কুরআন বলে"।[২৫]

৫- Muslim Scholars define the Quran as this: The Arabic speech of Allah that was revealed to the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) both in word and in meaning. It is collected between the two covers of the mushaaf, was narrated in mutawaatir chains, and is a challenge to humankind.[২৬]

---

২১ মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, ***কুরআন সংকলনের ইতিহাস,*** পৃ: ৩২, ২য় সংস্ককরণ, প্রকাশনা: দারুল কিতাব

২২ মুতাওয়াতির হলো যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রত্যেক স্তরে এত অধিক যার বিশুদ্ধতার বিষয়ে কোন রুপ সন্দেহ করা যায় না।

২৩ আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (র.), ***আল-মানার***

২৪ মুসায়ীদ ইবনে সুলাইমান আত্তাইয়ার,*ফুসুলুন ফী উসূলিস তাফসীর*, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৪৩৮ হি., দারু ইবনুল জাওযী, দাম্মাম, পৃষ্ঠা-২১

২৫ মান্না খলীল আল- কাত্বান, ***মাবাহিছ ফি উলুমিল কুরআন,*** পৃ: ২০, সংস্করণ-৩৫তম, প্রকাশক: মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ

২৬Yasir Qadhi. Lecture. AlMaghrib. Route 114: Quranic Sciences. University of Toronto, Scarborough Campus, March 2008.

৬- কুরআনের ভাষায় কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন নাম :

১- **القرآن: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.**[২৭]

"নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে যাহা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রহিয়াছে মহাপুরষ্কার" ।[২৮]

২- **الكتاب: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.**[২৯]

''ইহা সেই কিতাব,ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ'' ।[৩০]

৩- **الفرقان: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.**[৩১]

"কত মহান তিনি যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি ফুরকান (সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী) অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারেন" ।[৩২]

৪- **الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.**[৩৩]

''আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক'' ।[৩৪]

৫- **التنزيل: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ**[৩৫]

''নিশ্চয়ই আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ'' ।[৩৬]

অতএব উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার বাণী, যা মানবজাতির পথ নির্দেশনা হিসেবে জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর প্রয়োজনানুযায়ী অবতীর্ণ হয় আর এর তিলাওয়াতও ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। মানব জাতির দিকনির্দেশনার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে আসমানী কিতাবসহ অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন যেন তাঁরা মানব জাতিকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারেন। আর তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর এ মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ হয়, যার আলোচ্যবিষয় মানবজাতি এবং উদ্দেশ্য তাদের ইহকলীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি সাধন।

---

২৭ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-ইসরা: ৯

২৮ সূরা আল-ইসরা: ০৯, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭,ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃষ্টা-৪৩৮

২৯ ***আল কুরআনুল কারীম***, সূরা আল-বাকারা : ২

৩০ সূরা আল-বাকারা: ০২, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন,***৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭,ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-০৪

৩১ ***আল কুরআনুল কারীম***, সূরা আল-ফুরকান: ০১

৩২ সূরা আল-ফুরকান: ০১, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃষ্টা-৫৭৪

৩৩ ***আল কুরআনুল কারীম***, সূরা আল-হিজর: ৯

৩৪ সূরা আল- হিজর: ০৯, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪০০

৩৫ ***আল কুরআনুল কারীম***, সূরা আশশু'আরা: ১৯২

৩৬ সূরা আশশু'আরা: ১৯২,***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন,***৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃষ্টা-৬০৪

১.২ তাফসিরের পরিচয় :

(২) তাফসিরের পরিচয় (تعريف التفسير):

কুরআনুল কারিম যেহেতু মানবকুলের দিকনির্দেশনাকারী হিসেবে মহান রবের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝা জরুরী। কুরআনের কিছু অর্থ সহজে বুঝা যায়, আর কিছু অর্থ বুঝার জন্য তার ব্যাখ্যা বা তাফসির বুঝার প্রয়োজন হয়। তাই কুরআনুল কারিমের তাফসির সম্পর্কিত সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।নিম্নে সংক্ষেপে তাফসিরের পরিচয় পেশ করা হলো।

আভিধানিকভাবে তাফসির শব্দটি "**فسر**" মূল ধাতু হতে নির্গত যার অর্থ :

কোন কিছু প্রকাশ করা, বর্ণনা করা, অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করা ইত্যাদি।[৩৭] শাব্দিক ভাবে তাফসির (**تفسير**) শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন-

ক. কেহ কেহ বলেন: তাফসির শব্দটি বাবে **تفعيل** "**الفسر**"মূল ধাতু হতে নির্গত,যার অর্থ: স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.**[৩৮]

'উহারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনা,যাহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখা আমি তোমাকে দান করিনা'।[৩৯]

খ. লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন: **الفسر** অর্থ বয়ান করা, স্পষ্ট করা বা ব্যাখ্যা করা।[৪০]

গ. আত-তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন গ্রন্থকার বলেন: التفسير هو الإيضاح والتبيين

অর্থাৎ: স্পষ্ট করা বা বর্ণনা করা।[৪১]

তাফসিরের পারিভাষিক সংজ্ঞা (التفسير في الاصطلاح) :

তাফসিরের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করার ক্ষেত্রে আলিমগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ক'টি সংজ্ঞা পেশ করা হলো:

ক.আল্লামা যারকানী (রহ:) বলেন:

التفسير علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمته.

---

৩৭ মুসায়ীদ ইবনে সুলাইমান আত্তাইয়ার, ***ফুসুলুন ফী উসূলিস তাফসীর,***দ্বিতীয় সংস্করণ-১৪৩৮ হি., দারু ইবনুল জাওযী, দাম্মাম

৩৮ ***আল কুরআনুল কারীম,*** সূরা ফুরকান: ৩৩

৩৯ সূরা আল-ফুরকান: ৩৩, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৫৭৯

৪০ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী,***তাফসীরুল কুরআনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,*** , প্রথম প্রকাশ-২০০২, প্রকাশনায়-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,পৃ: ১৯

৪১ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী,***আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন,*** পৃ: ১২, ১ম খণ্ড, ৮ম সংস্করণ ২০০৩ খ্রী., মাকতাবা ওয়াহাবা, কায়রো।

"তাফসির হলো এমন এক বিজ্ঞান যা দ্বারা মুহাম্মদ (সা:) এর ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন করা, অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং রহস্য জানা যায়"।

খ.আল্লামা আবুল হাইয়ান আল-আনদুলুসী (রহ:) বলেন:

التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك.

" তাফসির হলো এমন জ্ঞান যাতে কুরআনের শব্দ সমূহের উচ্চারণ পদ্ধতি, তার অর্থ, শাব্দিক ও বাক্য গঠনগত নিয়মাবলী, বাক্য গঠনাবস্থায় তার ভাবার্থসমূহ এবং এসব কিছুর পরিপূরক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে"।[৪২]

গ. কেউ কেউ বলেন:

التفسير علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد اللهتعالى بقدر الطاقة البشرية.

"তাফসির হলো এমন এক বিজ্ঞান, যা আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মানুষের সাধ্যানুযায়ী কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে"।[৪৩]

ঘ.ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী বলেন:

يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف له حد، لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن له أن تشبه العلوم العقلية' ويكفي في إيضاح التفسير: بأنه بيان كلام الله، أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها .

''কোন কোন আলিমের মতে তাফসির এমন কোন বিদ্যা নয় যার সংজ্ঞায়নে কেউ অতি কষ্ট সাধনায় মগ্ন হবে। কেননা ইহা এমন কোন নিয়ম-নীতি বা যোগ্যতা নয়, যা বিশেষ কিছু নিয়ম চর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন আকলী চর্চার মাধ্যমে অনেক জ্ঞানের প্রসার ঘটে থাকে, বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ঘটে। আর তাই তাফসিরের ব্যাখ্যায় ইহা বলাই যথেষ্ট যে-"আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা, অথবা এটা আল-কুরআনের শব্দ ও ভাবসমূহের স্পষ্টকারী বা বর্ণনাকারী"।[৪৪]

ঙ-The word *tafsir* is derived from the Arabic word *fasara*, which literally means to lift the curtain, to make clear, to show the objective, and hence by analogy *tafsir* is the body of knowledge which aims to make clear the true meaning of the Qur'an, its injunctions and the occasions of its revelation. This research is based upon the traditional transmitted material about the Qur'an. Although *tafsir* is an Arabic word the process

৪২ ড. ফাহাদ বিন আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আররুমী, ***উসুলুস তাফসীর ও মানহিজুহু***, পৃ: ৮ ১ম সংসকরণ ২০১৩

৪৩ ড. হুসাইন যাহাবী,***আততাফসিরু ওয়াল মুফাসসিরুল***, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩ ৮ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রী মাকতাবা ওহাবিয়া, কায়রো।

৪৪ ড. হুসাইয়ন যাহাবী,***আত-তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন***, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২ ৮ম সংস্করণ ২০০৩ খ্রী ওহবা প্রকাশনী, কায়রো, মিশর।

was known before the age of Islam. Jews and Christians used the term in various ways for their translations and commentaries on the Bible in the past.[৪৫]

অতএব আমরা বলতে পারি যে, তাফসির হলো এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে কুরআনুল কারিমের অর্থ, ব্যাখ্যা ও বিধি-বিধান জানা যায় এবং অস্পষ্ট ও দূর্বোধ্য বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা বা ব্যাখ্য কুরআন,সন্নাহ, সাহাবীগণের বর্ণনা বা তাফসিরের অন্যান্য মাধ্যমে পাওয়া যায়।

(২) তা'বিলের পরিচয়ঃ

কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যার আরেকটি পরিভাষা হলো তা'বিল যা তাফসিরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাফসির হলো আল-কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট অর্থ বা অকাট্য ব্যাখ্যা, আর তা'বিল হলো আয়াতের নিগুঢ় ও অস্পষ্ট ব্যাখ্যা যা উৎঘাটনে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার প্রয়োজন হয় এবং যা তাফসিরের ন্যায় অকাট্য হুকম প্রদান করে না।

সলফে সালেহীনগণ তা'বিলেরবিষয়ে দুটি মত ব্যক্ত করেন। যথা-

ক. তাফসির ও তা'বিল সমার্থবোধক শব্দ।[৪৬]তাঁদের দলীল হলো:

وَمَايَعْلَم تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُون فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ منْ عِندِ رَبِّنَا وَمَايَذَّكّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ"[৪৭]

أى تفسيره.[৪৮]

''আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যাখ্যা জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, ' আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত; এবং বোধশক্তি সম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না"।[৪৯]

অনুরুপভাবে রাসূল (সা:) এর বাণী: **اللَّهُمّ فَقّهْهُ فِي الدّينِ وَعَلّمْهُ التّأْوِيلَ"[৫০] أي علمه التفسير.**

" হে আল্লাহ আপনি তাকে জ্ঞানের বুৎপত্তি দান করুন এবং তা'বিল শিক্ষ দিন"।[৫১]এখানে রাসূল (সা:) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর ক্ষেত্রেতা'বিল তথা তাফসিরের শিক্ষা লাভের জন্য দু'আ করেছেন।

খ. আবার কেউ কেউ এদু'টি ভিন্নার্থে সংজ্ঞায়িতকরে বলেন।[৫২]

التفسير هو المعنى اللفظية ، والتاويل هو نفس المراد بالكلام، أي تحققه وخروجه إلى الواقع المحسوس.

---

৪৫ Robert Britton, *The Last of the Prophets*, p. 109, (Worthing: Churchman Publishing, 1990).

৪৬ ড. ফাহাদ বিন আব্দুর হরমান বিন সুলাইমান আররুমী, ***উসুলুত তাফসীর ও মানাহিযুহু***, পৃ: ৯ ১ম সংস্করণ ২০১৩

৪৭ .***আল কুরআনুল কারীম,*** সূরা আল-ইমরান: ০৭

৪৮ .সূরা আল-ইমরান: ০৭

৪৯ .সূরা আল-ইমরান: ০৭, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৬

৫০.***সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম***

৫১ ***সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম***

৫২ প্রাগুক্ত

গ.আল্লামা মাতুরিদী (রহ:) বলেন- তাফসির হলো অকাট্য, পক্ষান্তরে তা'বিল হলো সম্ভাব্য একাধিক অর্থ হতে একটিকে প্রাধান্য দেয়া।[৫৩]

ঘ. عند السلف جميعا :

التاويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به.[৫৪]

"তা'বিল হলো দলীলের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অর্থ হতে তার বিপরীত বা অগ্রাধিকারহীন অর্থের দিকে স্থানান্তরিত করা"।

ঙ. কেউ কেউ আম-খাসের ভিত্তিতে এ দুয়ের মধ্যে বৈপরিত্য লক্ষ্য করেন। অর্থাৎ তাফসির তা'বিল থেকে আম বা ব্যাপক অর্থবোধক। ব্যবহারগত দিক থেকে তাফসির সাধারণ শব্দ ও শাব্দিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। আবার তা'বিল শব্দটি ঐশী গ্রন্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় পক্ষান্তরে তাফসির ঐশী গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

চ. ড. শারবাসীসহ অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ মতকে উত্তম হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে আল্লামা সাবুনী (র.) এর মতে এ দুয়ের মধ্যকার বৈপরিত্য সম্পর্কই অধিক শক্তিশালী। তিনি বলেন: তাফসির হলো আল- কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট অর্থ, আর তা'বিল হলো আয়াতের নিগুঢ় ও গোপনীয় অর্থ যা উৎঘাটনে চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন হয়।[৫৫]

ছ. *Ta'wil* has been also used to denote the interpretation or reclamation of meanings of the Qur'an text. Some scholars believe that *ta'wil* is synonymous with *tafsir,* othershave denied and suggest that *tafsir* refers to the illumination of the external meaning of the Qur'an while *ta'wil* is the extraction of the hidden meanings.[৫৬]

(২) তাফসিরের হুকুম (حكم التفسير):

কুরআন হলো মানব জাতির সংবিধান। এর মাধ্যমেই মানব জাতি দুনিয়াতে পরিচালিত হয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভে সক্ষম হবে। আর এ জন্য কুরআন বুঝা সকলের জন্য আবশ্যক। কেননা উসুলে ফিকহের বিধান হলো:."**ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب**"অর্থাৎ: যে পরিমাণ জ্ঞান অর্জননা করলে কোন ফরজ/ ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন করা যায় না, সে পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ"। অতএব আমরা

---

৫৩ ড. আব্দুর রহমান আনওয়াবী, ***তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ***, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,পৃ: ২৪
৫৪ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আযযাহাবী,***আততাফসিরু ওয়াল মুফাসসিরুল***, পৃ: ৫৬, খ. ১ম, ৮ম সংস্করণ ২০০৩ খ্রী মাকতাবা ওহাবিয়া
৫৫ মুহাম্মদ আলী সাবুনী, ***আত তিবিয়ান ফী উলুমিল কুরআন***, দামেস্ক, মাকতাবাতুল গাজ্জালী, ১৪০, হি/১৯৮১ খ্রী, পৃ: ৬০
৫৬ Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an,* chapter 77, pp. 424-430.

বলতে পারি তাফসির সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন/ তাফসির করা মুসলিম জাতির উপর ওয়াজিব।[৫৭]যেমন- মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ.[৫৮]''এক কল্যাণময় কিতাব,ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াত সমূহ অনুধাবন করে '' ।[৫৯]অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.[৬০]''তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশচিন্তা করে না? না উহাদেরঅন্তর সমূহ তালাবদ্ধ?" ।[৬১]

(৩) তাফসিরের প্রকারভেদ :

আমরা জানি তাফসির বেশ কটি ভাগে বিভক্ত। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো -

أقسام التفسير باعتبار الحكم:

আমরা জানি তাফসির বেশ ক'টি ভাবে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকার আবার এক একটি দিক/ বিভাগের উপর নির্ভরশীল। যেমন-

১- **باعتبار معرفة الناس له.**

২- **باعتبار طريق الوصول إليه.**

৩- **باعتبار أساليبه.**

৪- **باعتبار اتجهات المفسرين فيه.**

৫- **باعتبار معرفة الناس له.**

প্রথমত:. **باعتبار معرفة الناس له** (মানুষের জানার দিক হিসেবে):

হিবরুল উম্মাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) ইহাকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। [৬২] যথা-

১- **وجه تعرفه العرب من كلامها (حكمه فرض كفاية)**

২- **وتفسير لا يعذر أحد بجهله (حكمه واجب)**

৩- **وتفسير يعلمه العلماء (حكمه فرض كفاية)**

৪- **وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن أدعى علمه فقد كذب (حكمه غير واجب، بل يجب التجنب عنه).**

হুকুম (**الحكم**):

---

৫৭ ড. মুসায়িদ বিন সুলায়মান আত তাইয়ার, ***ফুছুলুম ফী উসুলিত তাফসীর***, পৃ: ২৮, ৩য় সংস্করণ-১৪৩৮ হি. প্রকাশক দারু ইবনুল জাওজী

৫৮ ***আল কুরআনুল কারীম***, সূরা সোয়াদ: ২৯

৫৯ সূরা: সোয়দ: ২৯, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তমসংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭,ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৪৩

৬০ ***আল কুরআনুল কারীম***, সূরামোহাম্মদ: ২৪

৬১ সূরা মোহাম্মদ: ২৪, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৮৩৬

৬২ পৃ: ২৯ প্রাগুক্ত।

এ জাতীয় তাফসির/ তাফসির সম্পর্কীয় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ১ম ও ২য় প্রকারের হুকুম ফরজে কিফায়াহ, ৩য় প্রকারের হুকুম ওয়াজিব এবং ৪র্থ প্রকারের হুকুম হারাম যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। [৬৩]

طرق التفسير (তাফসিরের প্রকারভেদ) :

তাফসির ৬ ভাগে বিভক্ত।[৬৪] যথা:

১- **تفسير القرآن بالقرآن** (কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির) : যেমন-আল্লাহ তা'ালার বাণী **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ.**[৬৫] "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত"।[৬৬] রাসূল (সা.) ইহার তাফসির কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা করেন- **وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.** "স্মরণ কর যখন লুকমান উপদেশস্থলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করিওনা। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম"।[৬৭]

২- **تفسير القرآن بالسنة** (সুন্নাহ তথা হাদিসদ্বারা কুরআনের তাফসির): যেমন-আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.[৬৮] "প্রেরণ করিয়াছিলাম স্পষ্টভাবে প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে"।[৬৯]

وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا.[৭০]

" যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় অবশ্যই তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালবাসা"।[৭১]

ইহার তাফসিরে মহা নবী (সা.) বলেন-

وقول الرسول –صلى الله عليه وسلم- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه

---

৬৩ পৃ: ৩২ প্রাগুক্ত
৬৪ পৃ. ৩৬, প্রাগুক্ত
৬৫ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরা আনআম: ৮২

৬৬ সূরা আনআম: ৮২, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭,ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-২০৪

৬৭ সূরা লোকমান:১৩, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৬৬৫

৬৮ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরা নাহল : ৪৪
৬৯ সূরা নাহল: ৪৪, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন,*** ৫৭তম মুদ্রণ-(উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪১৯

৭০ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরা মরিয়ম: ৯৬
৭১ সূরা মরিয়ম: ৯৬,***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন,*** ৫৭তম মুদ্রণ-(উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪৭৭

وسلم- قال: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحببت فلانا فاحبه.

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি ডেকে বলেন, হে জিবরাঈল! আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস'।[৭২] অনুরুপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ[৭৩]

"তোমরা তাহাদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসম্ভব শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখিবে- এতদদ্বারা তোমারা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্বতীত অন্যদেরকে যাহাদেরকে তোমরা জান না,আল্লাহ তাহাদেরকে জানেন....."।[৭৪] ইহার তাফসির নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা করা হয়েছে-

وقول الرسول –صلى الله عليه وسلم- عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر-رضى الله عنه- يقول القوة ، ألا إن القوة الرمي،ألا إن القوة الرمي، الا إن القوة الرمي.[৭৫]

৩.تفسير القرآن بأقوال الصحابة (رضوان الله عليهم) (সাহাবাগণের কথা/বাণীর মাধ্যমে তাফসির) **:**

নবী-রাসূলগণের পরই সাহাবীগণ দুনিয়ার শ্রেষ্ট ও উত্তম মানুষ। যেমন মহানবী (সা:) বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ).[৭৬]

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের (সাহাবীগণ), অত:পর তাবেয়ীগণের যুগ, অতপর তাবয়ুত তাবেয়ীনদের যুগ"।

উলামাগণ সাহাবা গণের (রা.) মতামতকে তাফসির হিসেবে গ্রহণের নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখ করেন:[৭৭]

১. তাঁরা কুরআনুল কারিম অবতরণ হওয়া প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার অবস্থা সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল।

২. যে ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে ভাষা সম্পর্কে তাঁরা অধিক জ্ঞানী এবং তাঁরা أهل اللسان।

৩. আরব ও ইয়াহুদ যাদেরকে উদ্দেশ্য করে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদের অবস্থা সম্পর্কেও তাঁরা অধিক অবহিত।

৪. তাঁরা নিরাপদ ও নিরপেক্ষ উদ্দেশ্য সম্পন্ন খাঁটি মানুষ ছিলেন।

৫. তাঁদের বুঝ দুনিয়ার অপরাপর সকল মানুষের বুঝের চেয়ে অতি উত্তম, নিরাপদ ও নির্ভুল।

---

৭২ সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩২০৯

৭৩ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরা আনফাল: ৬০

৭৪ সূরা আনফাল: ৬০, *কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ৫৭তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-২৭৬

৭৫ পৃ: ৪৪, প্রাগুক্ত

৭৬ *সহীহুল বুখারী*: ২৬৫২, *সহীহ মুসলিম*: ২৫৩৩

৭৭ পৃ: ৪৬, প্রাগুক্ত

সাহাবাগণের তাফসিরের উৎস :

১- القرآن الكريم

২- السنة النبوية

৩- اللغة العربية

৪- أهل الكتاب

৫- الفهم والاجتهاد

যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাফসিরে বলেন :

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.[৭৮]

قال سمعت لربها.অর্থাৎ আমি উহার মালিকের নিকট শুনেছি। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ.[৭৯]আলী (রা:) এর তাফসিরে বলেন: السقف المرفوع هو السماء অর্থ - আকাশ। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী: [৮০] وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا.

৪. تفسير القرآن بأقوال التابعي (رح.) (তাবেয়ীগণের কথা/বাণীর মাধ্যমে তাফসির) :

তাবেয়ীগণের মতামতের মাধ্যমে তাফসির: তাবেয়ীগণ রাসূল (সা:) স্বীকৃত উত্তম মানুষের অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা সরাসরি ঐ সাহাবাগণের সান্নিধ্য লাভ করেছেন যে সাহাবাগণ সরাসরি রাসূল (সা:) এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। তাই কুরআনুল কারিমে তাঁদের তাফসিরের বিষয়টি অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য এবং এর বিকাশে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়।

مصادرهم في التفسير (তাবেয়ীগণের তাফসিরের উৎস) :

তাঁদের তাফসিরের উৎস সাহাবাগণের তাফসিরের উৎসের মতই। তবে তাঁরা উৎস হিসেবে সাহাবাগণকে (রা.) যোগ করেছেন। যেমন-

১- القرآن الكريم

২- السنة النبوية

৩- أقوال الصحابة (رضوان الله عليهم)

৪- اللغة العربية

৫- أهل الكتاب

৬- الفهم والاجتهاد

---

৭৮ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরা ইনশিকাক: ০২

৭৯ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরাআত্তুর: ০৫

৮০ *আততাফসীর আত-তাবারী* (২৭/১৮)

যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী- "وقد أنزل الله إليكم ذكرا" এখানে ذكرى এর তাফসির করেছেন القرآن দ্বারা।

৫. تفسير القرآن باللغة: (আরবি কবিতা/সাহিত্যের মাধ্যমে তাফসির) : তথা আরবি ভাষার মাধ্যমে তাফসির করা, কেননা কুরআনুল কারিম আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবদের ব্যবহাররীতি ও পদ্ধতি এতে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন: সাহাবা ও তাবেয়ীগণ তাফসিরের ক্ষেত্রে আরবি কবিতাকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

৬. تفسير القرآن بالاجتهاد والراي (ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে তাফসির):

তাফসিরুর 'রায়' বলতে বুঝায় মুফাসসিরগণের নিজস্ব মতামত, চিন্তা-চেতনা ভিত্তিক কুরআনের ব্যাখ্যা। অতএব আমরা বলতে পারি জ্ঞানী লোকের মস্তিস্ক প্রসূত গবেষণাধর্মী সম্ভাব্য সঠিক মতামতের ভিত্তিতে কুরআনের কোন দূর্বোধ্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশিত মতামতকে তাফসির বির রায় বলা যায়।

<u>হুকুম:</u>

তাফসির বির রায় এর হুকুম হলো এর যতটুকু প্রশংসনীয় ও যথাযথ পদ্ধতিতে সম্পাদিত ততটুকু গ্রহণযোগ্য,

আর যেটুকু নিন্দিত বা বাতিল উদ্দেশ্যে সম্পাদিত তা পরিত্যাজ্য। [৮১]

(৩) فضائل التفسير (তাফসিরের মর্যাদা) :

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে তাফসির বলা হয়। এ তাফসিরুল কুরআনের ফযিলত ও মর্যাদা অপরিসীম। কুরআনুল মাজীদ ও রাসূল (সা.) এর হাদীসে তাফসরিুল কুরআনের বিশেষ ফযিলত ও মর্যাদার বিষয় বিবৃত হয়েছে। যেমন: তাফসিরের প্রতি অনুপ্রেরণা দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولوا الألباب. [৮২]

''এক কল্যাণময় কিতাব,ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াত সমূহ অনুধাবন করে ''। [৮৩]অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. [৮৪]

---

৮১ ড. আব্দুর রহমান আনওয়াবী, *তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ: ২৪, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, ইফাবা বাংলাদেশ

৮২ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরা সোয়াদ: ২৯

৮৩ সূরা: সোয়দ: ২৯, *কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন*,৫২তম সংস্করণ,৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭,ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৪৩

৮৪ *আল কুরআনুল কারীম*,সূরাতুল ক্বামার: ১৭

" কুরআন আমি বুঝার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কী?"[৮৫] কুরআনুল কারিম নিয়ে গবেষণা বা তাফসির না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.[৮৬] "তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা (তাফসির) করেন না? না, তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[৮৭]

তাফসির করা নবুয়তী দায়িত্ব:

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.[৮৮]

" তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ; তাহাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় আয়াত, কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" ।[৮৯]অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.[৯০]

" আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেন তা আপনি মানুষের জন্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আশা করা যায় তারা (তাতে) চিন্তার খোরাক পাবে" ।[৯১]

মহানবী (সা:) বলেন:[৯২] **اقروا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.** "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কেননা ইহা কিয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে" ।[৯৩]অনুরূপভাবে মহানবী (সা:) অন্যত্র বলেন [৯৪] **خيركم من تعلم القرآن وعلمه.** "তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়" ।[৯৫]তিনি আরো বলেন: **من أراد علما فليوثر القرآن فإن فيه علم الأولين والاخرين**

---

৮৫ সূরা ক্বামার: ১৭, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করণ,৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭,ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-

৮৬ ***আল কুরআনুল কারীম***,সূরা মুহাম্মদ: ২৪

৮৭ ***আল কুরআনুল কারীম***, সূরা নিসা : ৮২

৮৮ ***আল কুরআনুল কারীম***,সূরা জুমু'আ: ০২

৮৯ সূরা জুমুআ: ০২, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করণ,৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-

৯০ ***আল কুরআনুল কারীম***,সূরা নাহল: ৪৪

৯১ সূরা নাহল : ৪৪, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন,***৫২তম সংস্করণ ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-

৯২ ***সহীহ মুসলিম***, কিতাবু সালাতিল মুসাফির, বাবু ফাদলি আল আতবাআতুল মিসরী

৯৩ ***সহীহ মুসলিম***

৯৪ ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হযরত উসবান (রা:) হতে বর্ণিত কিতাবু ফাদায়িলিল কুরআন।

৯৫ ***সহীহুল বুখারী***

"যে জ্ঞান অন্বেষণ করতে চায় সে যেন আল কুরআনকেই প্রাধান্য দেয়। কেননা এর মধ্যে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল জ্ঞান নিহিত রয়েছে।[৯৬]

অতএব আমরা দ্ব্যর্তহীনভাবে বলতে পারি যে, কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা বা তাফসির বিষয়ক জ্ঞানার্জন করা ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন শান্তি ও মুক্তি লাভের জন্য অতি আবশ্যক। যে বিষয়ের জ্ঞানার্জনের প্রতি মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূল (সা.) বিশেষভাবে তাকিদ প্রদান করেন এবং অশেষ ফজিলত ও মর্যাদার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তাই আমাদের সকলের উচিৎ তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত অতিআশ্যক বিষয়ের যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক ইহার াবস্তারে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।

৯৬ আবুলায়স সমরকান্দী, ***বাহরুল উলুম,*** বৈরুত কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৩ হি/১৯৯৯ খ্রী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭১

১.৩ তাফসিরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের দিক নির্দেশনার জন্য যুগে যুগে আসমানী কিতাবসহ অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেন। আর এ কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালিত করার পূর্বশর্ত হলো তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝা কিংবা না বুঝলে যিনি বুঝেন তাঁর কাছ থেকে বুঝে নেওয়া। তাই সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দের কুরআনের কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝতে অসুবিধা হলে তাঁরা সরাসরি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতেন। নিম্নে তাফসিরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

ক.তাফসিরের উৎপত্তিঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যেগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং উম্মতের দিক নির্দেশনার জন্য ঐ জাতির ভাষায় আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী:

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.....[৯৭]

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদরে নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখা করিবার জন্য,আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[৯৮]তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা:) কে আরব জাহানে পাঠিয়ে তাঁর ওপর আরবি ভাষায় কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ করেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إنا أنزلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون.[৯৯]

"ইহা আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার"।[১০০]

আরবদের ভাষা আরবি হওয়ার সুবাদে তাদের জন্য কুরআন বুঝা সহজ ছিল। কিন্তু শব্দ চয়ন, অলংকরণ, অর্থগত দিকসহ বিভিন্ন কারণে কুরআনের ভাষা ছিল শ্রেষ্ঠ ও উচ্চাঙ্গের ভাষা। তাছাড়া কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে আরবদের মাঝে বিভিন্ন স্তর ছিল। তাই তারা যখন কুরআনের কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারতেন না তখন তাঁরা নবী মুহাম্মদ (সা:) এর নিকট জিজ্ঞাসা করতেন, আর তিনি তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং এখান থেকেই কুরআনুল কারিমের তাফসিরের উৎপত্তি।[১০১] মহান আল্লাহর বাণী:

---

৯৭ *আল কুরআনুল কারীম*,সূরা ইবরাহীম: ৪

৯৮ সূরা ইবরাহীম: ০৪, *কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন*,৫২তম সংস্করণ ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৩৯০

৯৯ *আল কুরআনুল কারীম*,সূরা ইউসুফ: ২

১০০ সূরা ইউসুফ: ০২, *কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন*,৫২তম সংস্করণ ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৩৫৭

১০১ ফাহাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে সুলাইমান আররুমী, *উসুলুত তাফসীর ওয়া মানাহিজুহ*, পৃ: ২১, ১ম সংস্করণ

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مأنزل إليكم ولعلكم يتفكرون.[১০২]

"এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুসকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার জন্যযাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে"।[১০৩]

কাজেই আমরা বলতে পারি তাফসিরের উৎপত্তি হয় রাসূল (সা:) যুগে তাঁর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার সময় হতেই।

-কোন কোন প্রাচ্যবিদের মতে তাফসিরের উৎপত্তি দ্বিতীয় হিজরীতে।

- ড.সুবহি সালিহ (রহ) বলেন: "তাফসিরের সূচনা ও বিকাশ ঘটে নবী করিম (সা:) এর নবুয়তের প্রাথমিক অবস্থায়, যিনি ছিলেন কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকারী।[১০৪]

- আর কেউ কেউ বলেন: মহান আল্লাহ তা'আলাই কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকারী। যেমন- তিনি বলেন: **ثم إن علينا بيانه.**'অত:পর এ কুরআন বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই'।[১০৫]অতএব বুঝা যাচ্ছে কুরআন নাযিলের সাথে সাথেই তার তাফসিরের উৎপত্তি লাভ করে।

খ. তাফসিরের বিকাশ:

মানব জাতির সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য তাফসিরুর কুরআনিল কারিমের উৎপত্তির আবশ্যকতা যেমনি ছিল ঠিক একই ধারাবাহিকতায় তার বিকাশেরও প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর যুগ হতেই তাফসিরুল কুরআনের বিকাশ লাভ করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১ম স্তর রাসূল (সা:) এর যুগ:

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী কুরআনুল কারিম যেমনিভাবে তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করেন, তেমনিভাবে তিনি স্বয়ং ইহা সংরক্ষণের দায়িত্বভারগ্রহণ করেছেন। যেমন- তিনি বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.[১০৬]''আমিই এই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক"।[১০৭] অনুরূপভাবে তিনি এ কুরআনকেনবী (সা:) এর সিনায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। যেমন-আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: **لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرءانه.**[১০৮]''তাড়াতাড়ি ওহী

---

১০২ *আল কুরআনুল কারীম,* সূরা নাহল:৪৪

১০৩ সূরা নাহল:৪৪*কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ৫২তম সংস্করণ৫৭তম মুদ্রণ-(উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭,ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা- ৪১৯

১০৪ ড. সুবহি আসসালিহ, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন*, দারুল ইলমি লিল মালায়ান, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬৫, বৈরুত

১০৫ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরাতুল হিজর: ৯

১০৬ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরাতুল আল-ক্বিয়ামাহ: ১৯

১০৭ সূরা হিজর : ০৯, *কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন*, ৫২তম সংস্করণ৫৭তম মুদ্রণ-(উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭,ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪০০১

আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সঙ্গে সঞ্চালন করিওনা। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করইবাার দায়িত্ব আমারই''।[১০৯]

অত:পর আল্লাহ তা'আলা নবী (সা:) কে তাঁর উম্মতের জন্য কুরআনের তাফসিরের দায়িত্ব প্রদান করে বলেন: [১১০] **وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون.**

"প্রেরণ করিয়াছিলাম স্পষ্টভাবে প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে''।[১১১]

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দের যখন কুরানের কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝতে অসুবিধা হতো তখন তাঁরা রাসূল (সা:) এর সরনাপন্ন হতেন। তখন তিনি তাঁদের জন্য তার অর্থ বা তাফসির পেশ করতেন।

গ. রাসূল (সা:) এর তাফসিরের পরিমাণ:

নবী (সা:) কুরআনের কী পরিমাণ তাফসির করেছেন এ বিষয়ে উলামাগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন।

১. কতিপয় আলেমের মতে-

নবী (সা:) সাহাবাগণের জন্য কুরআনের সকল অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

যেমনিভাবে কুরআনের সকল শব্দসমূহ বর্ণনা করেছেন।[১১২] এ মতালম্বীদের প্রধান হলেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:)। তাঁদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مأنزل إليهم ولعلهم يتفكرون.[১১৩]

"প্রেরণ করিয়াছিলাম স্পষ্টভাবে প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে''।[১১৪]

অনুরূপভাবে রাসূল (সা:) এর বাণী:

حدثني أبي عبد الرحمن السلمي "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم كانوا يستقرئون من النبي فكانوا إذا تعلموا عشرايات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا.[১১৫]

---

১০৮ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরা কিয়ামাহ: ১৬-১৭

১০৯ সূরা কিয়ামা: ১৬-১৭, ***কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃ.- ৯৭২

১১০ *আল কুরআনুল কারীম,* সূরা নাহল: ৪৪

১১১ *আল কুরআনুল কারীম,*সূরা নাহল: ৪৪, ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করণ,৫৭তম মুদ্রণ-(উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪১৯

১১২ ইবনে তাইমিয়া, ***মুকাদ্দামাতু ফী উসূলীত তাফসীর***, তাহকীক আদানান, পৃ: ৩৫

১১৩ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরা নাহল: ৪৪

১১৪ সূরা নাহল: ৪৪, কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ***ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫৭তম মুদ্রণ-(উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪১৯

২. অপর কিছু সংখ্যক আলেমের মতে-

নবী করি (সা:) তাঁর সাহাবাগণের জন্য কুরআনের সকল অর্থ বর্ণনা করেননি; বরং অল্প কিছু অর্থ বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

এ মতের অন্যতম হলেন আল্লামা সূয়তী ও খুযাইরী (রহ:)।[১১৬] তাঁদের দলীল:

عن عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: لم يكن النبي –صلى الله عليه وسم- يفسر شيئا من القرآن إلا إيا بعدد، علمه إياه جبريل عليه السلام. [১১৭]

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন: "রাসূল (সা.) কুরআনের কতক আয়াতের তাফসির করেন যেগুলোর শিক্ষা জিবরাঈল (আ.) তাঁকে দিয়েছেন"।

-আরবগণ আরবি ভাষাভাষি হওয়ায় কুরআন বুঝা তাঁদের জন্য সহজ ছিল। তাই কুরআনের সকল আয়াতের তাফসিরের প্রয়োজন হয়নি বিধায় রাসূল (সা:) কুরআনের সকল অর্থ/ব্যখ্যা করেননি।

- রাসূল (সা:) যদি সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসির করতেন তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জন্য নিম্নোক্ত এ দু'আকরতেন না।

ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيّ أَوْ قَالَ عَلَى مَنْكِبَيّ فَقَالاللَّهُمّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهالتَّأْوِيل.[১১৮] ''হে আল্লাহ! আপনি তাকে (আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে) দ্বীনের বুৎপত্তি দান করুন এবং তা'বীল বা কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন"।[১১৯]

ঘ. তাফসিরের মৌখিক বর্ণনার যুগ:

ইসলামের প্রথম দিকে তাফসিরুল কুরআনের লিখিত রূপ ছিল না। বরং মৌখিকভাবেই তাফসিরুল কুরআনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। নবী মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কুরআনের কোন ব্যাখ্যা বুঝতে অসুধিা হলে তাঁরা রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতেন। কিন্তু তখনো তাফসিরের লিখিত কোনরূপ চালু ছিল না। নিম্নেতাফসিরের মৌখিক বর্ণনার যুগ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

১. মহানবী (সা:) এর জীবদ্দশায় তাফসির:

এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ লুইস লামায় বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগে কুরআনের তাফসির করার সাহস কেউ পায়নি, বরং প্রয়োজনের তাগিদে তিনিই ইহার ব্যাখ্যা করতেন"। [১২০]

---

১১৫ *আততাফসীরুত তাবারী*- ১/৮০

১১৬ সূয়তী, ***আল ইতকান,*** ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৮

১১৭ ***আততাফসীরুত তাবারী*** ১/৮৮

১১৮ ***মুসনাদে ইমাম আহমাদ***, ১/২৬৬, শাইখ আলবানী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

১১৯ ***মুসনাদে ইমাম আহমাদ***, ১/২৬৬

উপরোক্ত কথা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবীজীর জীবদ্দশায় কেউ তাফসির করতে সাহস পাননি। কিন্তু একথা সঠিক নয়; কেননা সাহাবীগণ (রা:) যখন নবী করীম (সা:) এর কাছ থেকে কোন তাফসির জানতে সক্ষম হননি, তখন তাঁরা তাতে গবেষণা করে তাফসির করতেন। যেমন মুয়ায ইবন জাবাল (সা:) কে ইয়েমেন প্রেরণের ঘটনা দ্বারাও জানা যায়যে, তিনি শেষে রাসূলুল্লাহ (সা: এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "আমি আমার বুদ্ধি, বিবেচনা দ্বারা গবেষণা করব" এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এ কথা বলার জন্য তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।[১২১]এছাড়া আরেক তথ্যে জানা যায়, সূরা আন-নাসর নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) ইহার তাফসিরে বলেছিলেন, ঐ সূরার মর্মার্থ ও ইশারা হল, মহানবী (সা:) এর ওফাত অতি সন্নিকটে।

২. মহানবী (সা:) এর ইনতিকালের পর সাহাবাগণের তাফসির :

মহনিবী (সা) এর ইনতিকালের পর সাহাবাগণের মধ্যে অনেকেই তাফসির করছেন। তাঁরা তাঁদের তাফসিরে বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করেছেন।

সাহাবা (রা.) গণের তাফসিরের উৎসসমূহ:

প্রথমত, কুরআনুল কারিম: কেননা ইহার একটি আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, সুন্নাতে রাসূল (সা:) : সাহাবাগণ যখন কুরআনুল কারিমের কোন ব্যাখ্যা পেতেন না, তখন তাঁরা নবী করীম (সা:) এর বাণী দ্বারা তাফসির করতেন। কেননা তাঁরা সর্বদা নবীজীর কাছে থাকতেন, উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন। আর নবীজীর চরিত্রই ছিল গোটা কুরআন মজীদের ফলিত দিক। হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত **وكان خلقه القرآن** "তাঁর জীবনচরিত আল কুরআন"।[১২২]

তৃতীয়ত: তাদের ইজতিহাদ তথা গবেষণা: সাহাবাগণ যখন কুরাআন ও সুন্নাহ দ্বারা কোন তাফসীর করতে সক্ষম হতেন না, তখন তাঁরা ইজতিহাদ দ্বারা তফসীর করেন। তাঁদের গবেষণা পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:

- **আরবি ভাষাগত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য:**

ভাষার বুৎপত্তিগত ও বাগধারাগত রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া তথা আরবি ভাষায় গভীর জ্ঞান লাভ ও তার অনুধাবন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে।

---

১২০ Luis Lamya, ***The cultural Atlas of Islam***, London, p.243

১২১ *ইবন কাসীর,* প্রাগুক্ত, ১খণ্ড, পৃ: ৩

১২২ নাসাঈ- ৬/৫৮, আহমদ- ৬/৯১

- **জাহেলী যুগের আরবি কবিতা:**

কখনো আবার ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের কবিতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে। যেমন হযরত উমর ও ইবন আব্বাস (রা:) করেছেন।

আরববাসীদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি:

আরববাসীদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি তথা স্বভাব প্রকৃতি, আচার আচরণ ও প্রথা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার মাধ্যমে । যেমন আল্লাহর বাণী: [১২৩] **وليس البربأن تأتوا البيوت من ظهورها.** "পশ্চাৎদিক দিয়া তোমাদের গৃহেপ্রবেশ করতে কোন পুণ্য নাই;কিন্তু পুণ্য আছে কেহ তাকওয়া অবলম্বন করিলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার"।[১২৪]এই আয়াতের উদ্দেশ্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে না, যদি তিনি ঐ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরবদের প্রথা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না হন।

- কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরব উপদ্বীপে বসবাসরত ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে যথাযথ অবগতির মাধ্যমে:

এজন্য দেখা যায়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা: সহ অনেকেই হযরত কা'ব আল আহবাব, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা:) প্রমূখের নিকট থেকে আরব উপদ্বীপে বসবাসরত ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে যথাযথ অবগতির জন্য উপস্থিত হতেন। তাছাড়া, সাহাবীগণ (রা:) মদীনায় হিজরত করার পর ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সংস্পর্শে আসেন। তাদের সাথে উঠা বসার মাধ্যমেও সাহাবীগণের অনেক জ্ঞান ও ধারণা সৃষ্টি হয়।

- শানে নুযূল তথা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে:

* আল্লামা ওয়াহিদী (র.) বলেন, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ জানতে না পারলে কারো জন্য আয়াতের তাফসির করা সম্ভব নয়। [১২৫]

* ইবন দাকীক আল ঈদ (র:) বলেন, শানে নুযূল হলো কুরআনের অর্থ উপলব্ধি করার শক্তিশালী মাধ্যম।

---

১২৩ *আল কুরআনুল কারীম*,সূরা বাকারা: ১৮৯

১২৪ সূরা বাকারা : ১৮৯, কুরআনুল ***কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪৬

১২৫ আবুল হাসান আল ওয়াহিদী , ***আসবাবুন নুযূল***, (কায়রো: শারিকাতু মুস্তফা আল বারী আল হালাবী, ১৩৮৭ হি./১৯৬৮ খৃ.) পৃ: ৪

* শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (র:) বলেন, শানে নুযূল জানা থাকলে তা কুরআনের আয়াত অনুধাবনে সহায়ক হবে। কেননা কোন বিষয়ের উপলক্ষ্য জানা থাকলে, সে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন সহজতর। এজন্য সাহাবীগণ (রা:) তাফসিরের ক্ষেত্রে শানে নুযূলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন এর এর ওপর নির্ভর করতেন। আর তাঁরা তো ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী, আল কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের জীবন যাত্রার ধরন পরিবর্তন করেছিলেন।

- **বোধশক্তি ও গভীর উপলব্ধি ক্ষমতার মাধ্যমে:**[১২৬]

যেমন হযরত আলী (রা:) কে যখন প্রশ্ন করা হলো, "কিতাবুল্লাহে যা আছে তাছাড়া আপনার কাছে মহানবী (সা:) এর কাছে আসা কোন ওহী আছে কি? তখন তিনি বললেন, না, যিনি শস্য দানা সৃষ্টি করেন ও মানুষ তৈরি করেন তাঁর শপথ! কুরআন কারীমে নিবিড় মনোনিবেশকারীকে আল্লাহ তা'আলা যে বোধশক্তি দান করেন, তা ছাড়া আর কিছুই নেই আমার কাছে"। [১২৭] আর সাহাবাগণের মধ্যে বোধশক্তিতে ও উপলব্ধি ক্ষমতায় ব্যবধান ছিল। এ কারণে-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.[১২৮] "আর আমি তোমাদের জন্যতোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গতা দান করলাম"।[১২৯]যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,তখন সাহাবীগণ (রা:) দের মধ্যে অনেকে আনন্দ প্রকাশ করলেন পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা:) কাঁদতে লাগলেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এটা রাসূল (সা.) এর পরলোক গমনের সংকেত, তখন তিনি বলেছিলেন,**لا يكمل شئ إلا ونقص** "প্রত্যেক জিনিস পুরো হলেই তা হ্রাস পেতে থাকে"। [১৩০] আর এই আয়াত নাযিলের ৮০/৮১ দিন পরেই রাসূল (সা:) পরলোক গমন করেন।

- **আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদের বর্ণনার মাধ্যমে:**

কুরআনুল কারিমের তাফসির করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ (রা:) কিছু কিছু জায়গায় আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদের থেকে বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ করতেন, যদি তা শরীয়তের কোন মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হতো। তাঁরা এ জন্য গ্রহণ করতেন যে, পবিত্র কুরআনের কিছু কিছু ঘটনার বর্ণনা তাওরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে নবী রাসূলগণের ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে।

---

১২৬ ড. হুসাইন আয-যাহাবী, ***আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*** ,প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ: ৬৩

১২৭ ***সহীহুল বুখারী***, কিতাবুল জিহাদ, ২খ, পৃ. ৬৯

১২৮ ***আল-কুরআনুল কারিম,*** সূরা মায়িদা: ০৩

১২৯***তাফসিরে ইবন কাসীর***, ২খ. ১৩

১৩০ ***তাফসিরে ইবন কাসীর***, ২খ. ১৩

কুরআনুল কারিমে ঐ সব ঘটনায় বিভিন্ন স্থানের নাম, ব্যক্তির নাম ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি, আর সেগুলো তাওরাত ও ইঞ্জীলে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে বা আহলে কিতাবের পণ্ডিতদের জানা ছিল। কাজেই সাহাবাগণ কুরআনের যে সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে আহলে কিতাবের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদ কতক স্থানে এমন কিছু বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করেছে যা ইঞ্জীলে বর্ণিত হয়েছে। উপমা স্বরূপ মরিয়ম (আ.) এর পুত্র হযরত ঈসা (আ:) এর জন্ম ও তাঁর মুজিযা সংক্রান্ত ঘটনাবলী।[১৩১]

কুরআনের বর্ণনার ধারা, পন্থা ও পদ্ধতি তাওরাত ও ইঞ্জীলের রীতি-নীতি থেকে পৃথক। শিক্ষা ও উপদেশ দানের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকুই কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু মানব মনের স্বভাব হলো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ঘটনা পছন্দ করা। তাই কোন কোন সাহাবী (রা:) এ সকল ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আহলে কিতাবের মধ্যে থেকে যাঁরা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, কা'বা আল আহবার এবং অন্যান্য ইয়াহূদী ও নাসারা আলিমদের নিকট থেকে বর্ণনা করতেন। [১৩২] তাছাড়া, নবী করীম (সা:)ও এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, **حدثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج** "তোমরাবনি ইসরাইল হতে বর্ণনা করো, তাতে কোন দোষ নেই"।[১৩৩]

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আহলে কিতাবদের বর্ণনাকে গ্রহণ করলেও উপরোল্লেখিত তিনটির উৎস যথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদের মত ওটাকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেননি। কেননা আহলে কিতাবের ধর্মীয় উৎসগুলোতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। কাজেই তাঁরা শুধু ঐ সকল কথা গ্রহণ করতেন, যা তাঁদের আকীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আল কুরআনের মূলনীতি ও শারীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আল কুরআনের সাথে যার বৈপরিত্য দেখা দিলেতাঁরা তা প্রত্যাখান করতেন ও তা বিশ্বাস করতেন না।

৩. প্রসিদ্ধ সাহাবী মুফাসসিরগণ (রা:):

সাহাবাগণ (রা.) রাসূল (সা.) এর মহামূল্যবান সান্নিধ্যের সুবাধে তাফসির বিষয়ে তাঁরা অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হলেও উপলব্দির ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান ছিল। তাই সকলে মুফাসসির হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। বরং কেউ মুফাসসির হিসেবে, কেউ মুহাদ্দিস হিসেবে আবার কেউ ফকীহ হিসেবে

---

১৩১ *সহীহুল বুখারী,* প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১

১৩২ প্রাগুক্ত

১৩৩ *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৬খ, পৃ: ৪৯৬

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল্লামা সুয়ুতী (র:) বলেন, সাহাবীদের (রা:) মধ্যে প্রসিদ্ধ মুফাসসির হলেন দশ জন। যথা-

খুলাফায়ে রাশেদীন ৪ জন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (৩২ হি), আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (৬৮ হি), উবাই ইবন কা'ব (২০ হি), যায়েদ ইবন সাবিত (৪৫ হি), আবু মূসা আশ'আরী (৪৪ হি), আব্দুল্লাহ ইবন জুবায়ের (রা:)। আর চার খলিফার মধ্যে হযরত আলী (রা:) হতে অন্যান্যদের তুলনায় তাফসির বিষয়ক বেশি বর্ণনা এসেছে। তাফসিরসম্পর্কে বাকি তিন জনের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত কম। কারণ হযরত আলী (রা:) থেকে তাঁরা আরো অনেক পূর্বেই ইনতিকাল করেছিলেন।[১৩৪] তাছাড়া, তাঁরা রাষ্ট্রীয় দায়িতেঅপেক্ষাকৃত্ব অধিক ব্যস্ত ছিলেন।

এছাড়া, তাঁদের আশেপাশে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে যাঁরা উচ্চ শিক্ষিত ও কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন, তাঁরাই উঠা-বসা করতেন। এ জন্য তাফসিরের প্রয়োজনীয়তাও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা:) এর সময়ে সে ধরণের সাহাবী থাকলেও মুসলমানদের মাঝে ইখতিলাফ ও ইসলামী ভূখণ্ডের বিশালতা,[১৩৫] তার কেন্দ্রভূমি মদীনার বাইরে তথা কূফায় থাকায় সে ধরনের প্রেক্ষাপটে ভিন্নতা ছিল।

ড. সিবাগ তাঁর "লামহাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তাফসির শাস্ত্রে সাহাবীগণ (রা:) এর মধ্যে বেশী ভূমিকা পালন করেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) [১৩৬] । তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আলী ইবন আবি তালিব এবং উবাই ইবন কা'ব (রা:)। [১৩৭]তাছাড়া, হাজ্জী খলীফা স্বীয় "কাশফুয যুনুন" নামক গ্রন্থে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আ'স (রা:) (ওফাত ৬৩ হি.) এর নাম উল্লেখ করেছেন। [১৩৮]

খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্য হতে হযরত আবু বকর (রা:) থেকে স্বল্প পরিমাণ তাফসিরের বর্ণনা পাওয়া যায়। কেননা রাসূল (সা.) এর ওফাতের তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। রাসূল (সা:) এর ওফাতের

---

১৩৪ সুয়ূতী, ***আল ইতকান***, ২য় খ, র্প ৫২৯

১৩৫ শায়খ যারকানী, প্রাগুক্ত, ২য় পৃ: ১৪

১৩৬ ড. মুহাম্মদ সিবাগ, ***লামহাত ফি উলুমিল কুরআন,*** বৈরুত: আল মাকতাবাতুল ইসলাম, পৃ: ১২৩

১৩৭ শায়খ যারকানী, প্রাগুক্ত

১৩৮ হাজ্জী খলীফা,***কাশফুয যুনুন***, ১খ, পৃ: ৪২৯

মাত্র দু বছর পর তিনিওইন্তেকাল করেন। এক তথ্যে জানা যায়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) এর নিকট থেকে তাফসির সংক্রান্ত প্রায় দশটির বেশি বর্ণনা পাওয়া যায় না। [১৩৯]

হযরত উমর (রা:) (ওফাত ২৩ হিজরী) এবং হযরত উসমান (রা:) (ওফাত ৩৫ হিজরী) থেকে তাফসিরে অল্প সংখ্যক বর্ণনা পাওয়া যায়। কারণ তাঁরা খিলাফত ও রাজ্য বিজয়ের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অধিক তাফসির বর্ণনার সময় পাননি।

খলীফাগণের মধ্যে হযরত আলী (রা:) (ওফাত ৪০ হিজরী) থেকেই কুরআনের তাফসির বিষয়ক বর্ণনা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।[১৪০] হযরত আলীসহ সাহাবায়ে কিরাম (রা:) গণের মাঝে যাঁদের নিকট থেকে বেশি রিওয়ায়েত পাওয়া যায়, তাঁদের ওপর কিছু আলোকপাত করা হলো:

- **হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা:):**

হযরত আলী (রা:) শৈশবকাল থেকেই মহানবী (সা:) এর গৃহে ও তাঁরই সুহবতে লালিত পালিত হন এবং তাঁরই কন্যা ফাতিমা (রা:) এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে স্বীয় নবী (সা.) এর সান্নিধ্য, মেধা, মনন, জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নিতা ও মহিমা সব দিক দিয়ে বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা দান করেন। এমনকি মা আয়েশা (রা:) পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে বলেন, "সুন্নাহ বিষয়ে আলীই সবার চেয়ে বেশি জ্ঞাত"।[১৪১]

মহানবী (সা:) এর ইনতিকালের পর অন্য খলীফাগণের তুলনায় হযরত আলী (রা:) দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। তাঁর সময়ে রাজ্যের বিস্তৃতিতে অনারবদের প্রবেশের কারণে বিভিন্ন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, তাই ঐ সকল সমস্যা সমাধানে আল কুরআনের তাফসিরের প্রয়োজনীয়তা অধিকভাবে দেখা দেয়। তাছাড়া, তিনি কুরআনের প্রতি আয়াত অবতীর্ণের স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছিলেন বরং অন্য সাহাবীগণের তুলনায় বেশি জ্ঞাত ছিলেন।[১৪২] যে জন্য তিনি নিজেই বলেন: **والله مانزل آية الا وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت وأن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤلا.** "আল্লাহর শপথ, যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হত তখন আমি জানতাম উহা কি উদ্দেশ্য ও কোন স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। নিশ্চয় আমার

---

১৩৯ *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, ১খ, পৃ: ৬৮, আরো দৃ. হাজ্জী খলীফাত কাশফুয যুনুন, ১খ, পৃ: ৪২৯

১৪০ সুয়ুতী, আল ইতকান, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ: ৫২৯

১৪১ ইবনে হাজার আসকালানী, *আল ইসতিয়াব*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৫ হি. /১৯৯৫ খৃ. ৩খ পৃ: ২০৬, আরো দ্র. ইবনুল আসীর উসুলুল গাবা, ৪খ, পৃ: ২৯

১৪২ ড. যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরন*, প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ: ৯৬

প্রতিপালক আমাকে দান করেছেন জ্ঞানদীপ্ত হৃদয় এবং প্রশস্ত যবান।[১৪৩]হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন হযরত আবু তুফায়েল (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন আলী (রা:) এর দরবারে উপস্থিত হলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, " তোমরা আমাকে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহর কসম, কোন আয়াত রাতে অথবা দিনে এবং কোন আয়াত সমতল ও কোন আয়াত পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি জানি।[১৪৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে প্রতি হরফেরই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিক রয়েছে। হযরত আলী (রা:) উভয় দিক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।"[১৪৫] এছাড়া, তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ছিলেন মুফাসসিরকূল শিরোমণি।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ হযরত আলী (রা:) কে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) এর ওপর স্থান দিয়েছেন। কেননা ইবন আব্বাস (রা:) তাঁর তাফসিরের অনেক বিষয়ই হযরত আলী (রা:) থেকেই গ্রহণ করেছেন।[১৪৬]

- **হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা:):**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা:) (ওফাত ৩২ হিজরী) থেকে হযরত আলী (রা:) এর চেয়ে অধিক তাফসির বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ সাহাবাগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি পবিত্র কুরআনের মুহকাম, মুতাশাবিহ, হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের একজন প্রখ্যাত ক্বারী ও হাফিয ছিলেন। রাসূল (সা:) তাঁর থেকে কুরআন পাঠ শুনতে খুবই পছন্দ করতেন। একটি ঘটনা, যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা:) আমাকে সূরা নিসা পড়তে বললেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল ! আপনিই পড়ুন। তিনি বললেন, "আমি নিজে ছাড়া অন্যের কাছ থেকে কুরআন পাঠ শুনতে ভালোবাসি।" তখন আমি পড়া শুরু করলাম- **فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا** "আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি ডেকে আনবো প্রতিটি উম্মাতের মধ্য থেকে সাক্ষী এবং আপনাকে ডাকবো তাদের উপর সাক্ষীরূপে। [১৪৭] আমি এ আয়াত

---

১৪৩ সুয়ূতী, *আল ইতকান*, প্রাগুক্ত ২খ, পৃ: ৫২৯

১৪৪ প্রাগুক্ত

১৪৫ প্রাগুক্ত

১৪৬ *যারকানী*, প্রাগুক্ত, ২খ পৃ: ১৭৪

১৪৭ *আল কুরআনুল কারীম*, সূরা আন নিসা: ৪১

পাঠ করি তখন তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলো।এসময় মহানবী (সা:) বললেন, " যে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কুরআন পড়ে আত্মতৃপ্তি পেতে চায়, সে যেন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের তথা**ابن أم عبد** এর ন্যায় কুরআন পড়ে" ।[১৪৮]

হযরত ইবন জারীর আত-তাবারী (র:) এক সূত্রে হযরত ইবন মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে একজন পবিত্র কুরআনের দশখানা আয়াত পাঠ করার পর তার অর্থ জানা এবং উহার ওপর আমল করা ছাড়া অন্য আয়াত পাঠ করতেন না।" এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, তিনি কুরআনের মর্ম অনুধাবনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।[১৪৯] বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা:) এর ন্যায় তিনিও বলতেন:

والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت ولوأعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته- "ঐ আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এমন কোন আয়াত নাযিল হয়নি, যা কোন প্রেক্ষাপটে কখন নাযিল হয় সে সম্পর্কে আমি জানি না। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানে এমন কোন ব্যক্তির বাড়ি সম্পর্কে যদি আমি জ্ঞাত হই, আর সেখানে পরিবহন নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই আমি তার নিকট হাজির হব।"[১৫০]এ উক্তি দ্বারা আল-কুরআন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও সে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু মন সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবী ও ক'জন তাবিঈর মন্তব্য তুলে ধরে ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী এ মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছান যে, হযরত ইবন মাসউদ (রা:) সাহাবায়ে কিরামের মাঝে আল কুরআন সম্পর্কে সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। আল কুরআনের মুহকাম, মুতাশাবিহ, হালাল, হারাম, কিস্সা-কাহিনী, উপমা, উদাহরণ ও অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে তিনিই বেশি জানতেন।[১৫১] আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদকে কেন্দ্র করে ইরাকে এক তাফসিরশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

- **উবাই বিন কা'ব আল আনসারী (রা:):**

হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা:) (ওফাত ২০ হিজরী) সে সকল আনসার সাহাবীগণের অন্যতম যাঁরা বাইয়াতুল আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। বদর, ওহুদ, খন্দকসহবিভিন্ন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। আল কুরআনের হাফিযগণের মাঝে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহাবী। হযরত উমর (রা:) বলতেন , "উবাই

১৪৮ ড.হুসাইন আযযাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন,* প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ: ৯০

১৪৯ *আততাফসিরুত তাবারী*, ১খ, পৃ: ২৮

১৫০ প্রাগুক্ত

১৫১ প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কিরাআত বিশেষজ্ঞ।" তাঁকে 'সায়্যিদুল কুররা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।[১৫২] তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) এর উস্তাদদের অন্যতম। আল কুরআন সম্পর্কে যে সকল সাহাবী অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। আর সেটা কয়েকটি কারণে-

প্রথমত: তিনি ওহীর লেখক ছিলেন।

দ্বিতীয়ত: ইয়াহুদীদের মাঝে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। যিনি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।

মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর ইনতিকাল হওয়ার কারণে মূলত তাফসির সংক্রান্ত রিওয়াতের পরিমান কম হলেও তাঁর ব্যাখ্যাগুলো হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) এর মাধ্যমে পাওয়া যায়। এছাড়া, এক তথ্যে জানা যায় যে, তাঁর একটি বিশাল পাণ্ডুলিপি ছিল, যার রিওয়ায়েত সূত্র হলো আবু জাফর আর রাযী, তিনি রাবী আনাস (র.) হতে, তিনি আবুল আলিয়্যাহ (রা:) হতে তিনি উবাই ইবন কা'ব (রা:) হতে বর্ণনা করেন, এ সূত্রটি সহীহ। এ পাণ্ডলিপির সমালোচনায় বলা হয়, উবাই ইবন কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত এগুলো মূলত কুরআনের শাব্দিক বিশ্লেষণ বা তাফসির, কিংবা নাযিল হওয়ার কারণ, নতুবা নাসিখ ও মানসূখ সংক্রান্ত। তিনি বলতেন যে, আল কুরআন সম্পর্কে মহানবীর পক্ষ থেকে যাই শুনব কোন কিছুই বাদ দিব না। [১৫৩] উবাই ইবন কা'ব (রা:) কে কেন্দ্র করে মদীনায় এক তাফসির শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

- **হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.):**

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) (ওফাত ৬৮ হিজরী) অন্যান্য সাহাবীগণ (রা:) এর ন্যায় তাফসির বিষয়ক জ্ঞানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহানবী (সা.) এর ওয়াতের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩ মতান্তরে ১৫ বছর । কিন্তু বাল্যকাল থেকেই মহানবী (সা.) এর সান্নিধ্যে থাকতেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর বড় বড় সাহাবীগণের সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করেন। কুরআনের অর্থ বুঝার জন্য তিনি তাঁদের কাছে যেতেন, সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হতেন যাঁরা রাসূল (সা:) এর নিকট থেকে সরাসরি কুরআন শুনেছেন ও বুঝেছেন। [১৫৪]

---

১৫২ ইবন হাজার আসকালানী, ***তাহযীবুত তাহযীব***, বৈরুত: দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.) ১খ, পৃ: ১৮৭-৮

১৫৩ তাফসীরে সমরকান্দী, ***মুকাদ্দামাতুত তাহকীক***, পৃ: ২৪

১৫৪ ড.হুসাইন আয্ যাহাবী, ***আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন***, ১খ, পৃ: ৭০

তাফসির বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তি লাভ সর্বজনবিদিত। তিনি কুরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এত বেশি তাফসির করেছেন যা অতুলনীয়। বস্তুত সকল সাহাবী (রা:) থেকে যত বর্ণনা পাওয়া যায় একা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তার অধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। এ কারণেই তিনি 'তরজমানুল কুরআন' বা কুরআনের মুখ্যভাষ্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইবন মাসউদ (রা:) বলেন, কতই না উত্তম তরজমানুল কুরআন হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:)। [১৫৫]তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূল (সা:) ইবন আব্বাস (রা:) এর জন্য দুআ করে বলেছিলেন: **اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل**"হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দাও এবং তাকে তা'বীল বা ব্যাখ্যার পদ্ধতি শেখাও।" [১৫৬]রাসূল (সা.) এর এ দু'আর বরকতে তিনি কুরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে বিশেষ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি রাঈসুল মুফাসসিরীন বা মুফাসসিরগণের সরদার, তরজমানুল কুরআন ও হিবরুল উম্মাহ' বা মুসলিম জাতির মহা পণ্ডিত হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। [১৫৭]নিকলসন বলেন, "The real founic exegessis was Abdullah bin Abbas, the Prophet's cousin".[১৫৮]ড. গোল্ড যিহর এক মন্তব্যে হযরত ইবন আব্বাস (রা:) কে ইলমে তাফসিরের মূল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে ইনিই তাফসিরের পথ অবলম্বন করেন এবং উসূল বা মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করেন। [১৫৯]ইবন আব্বাস (রা:) সাত বছর বয়স থেকেই রাসূল (রা:) এর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ওযুর প্রয়োজন হলে তিনি পানির ব্যবস্থা করতেন, নামাযে দাঁড়ালে তাঁর ইকতিদা করতেন, সফরে তাঁর বাহনের পেছনে বসতেন। এক কথায় ছায়ার ন্যায় তিনি রাসূল (সা:) এর পাশে থাকতেন। রাসূল (সা:) আকাশের দিকে দুহাত তুলে দু'আ করলেন, **اللهم اته الحكمة** "আল্লাহ তাকে হিকমাত বা গভীর জ্ঞান দান করুন।"[১৬০]তাফসিরের ক্ষেত্রে ইবন আব্বাস (রা:) এর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর করা কয়েকটি আয়াতের তাফসির থেকে সহজেই তা অনুধাবন করা যায়। যেমন-

ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) সাঈদ ইবন যুবাইর (রা:) এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ইবন (আব্বাস রা.) বলেন, একদা হযরত উমর (রা:) আমাকে

---

১৫৫ *আততাফসীরুত তাবারী*, ১খ. পৃ: ৩১

১৫৬ ***সহীহুল বুখারী,*** কিতাবুল ফাদাইলিল সাহাবা, বাবু যিকরি ইবন আব্বাস, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ: ১০০, শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ার আলম আন নুবালা, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১০৪৬হি, ৩খ. পৃ: ৩৩৭, কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ: ৩৩

১৫৭ মান্না খলীল আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন* পৃ: ৩৯২

১৫৮ R.A NICHOLSON, *LITTERARY HISTORY OF THE ARABS* (CAMBRIDGE: THE UNIVERSITY PRESS, 1962) P.50

১৫৯ ড. গোল্ড যিহর, ***আল মাযাহিবুল ইসলামিয়া ফী তাফসীরিল কুরআানিল কারীম***, (কায়রো, ১৯৪৪ইং) ১খ, পৃ: ৮৩

১৬০ সুয়ূতী,***আল- ইতকান***, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ: ৫৩০

বদরী সাহাবীগণের (রা:) সাথে বসালেন। এতে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন এ যুবককে আমাদের মাঝে বসান? হযরত উমর (রা:) তখন তাঁর তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে গভীরতা তাঁদের সম্মুখে প্রকাশ করার জন্য ইবনে আব্বাসের উপস্থিতিতে বললেন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়"[১৬১] দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? উত্তরে কেউ কেউ বললেন, সাহায্য ও বিজয়ের জন্য প্রশংসা করতে বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ চুপ থাকলেন, কিছুই বললেন না। অত:পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?ইবন আব্বাস (রা:) বলেন, তখন আমি বললাম এ আয়াতে রাসূল (সা:) এর ওফাতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তখন হযরত উমর (রা:) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি যা বললেন, আমিও তাই জানি।[১৬২]তাঁর শিষ্য হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, "একবার হযরত ইবন আব্বাস (রা:) সূরাতুন নূর এর তাফসির করে বলেন- আল্লাহর কসম! রূমবাসী যদি শুনত, (অন্য বর্ণনায়) পারস্যবাসী যদি শুনত তবে তারা অবশ্যই ইসলাম কবুল করত।[১৬৩]এই হলো হযরত ইবন আব্বাস (রা:) এর পাণ্ডিত্য এবং তাফসিরে তাঁর গভীরতা। তিনি আল কুরআনের আয়াতকে এতই বাস্তবধর্মী আকারে ব্যাখ্যা করতেন, যাতে হৃদয় স্পর্শ করত। তাই তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের অনেকেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ইজতিহাদভিত্তিক বা 'তাফসিরবিররায়' শীর্ষক সাহাবা কিরামগণের (রা.) তাফসিরের নমুনা:

হযরত উমর (রা:) ও ইবন আব্বাস (রা:) তাফসিরের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতেন খুব বেশি। এ ক্ষেত্রে উভয়ের অতি মূল্যবান মতামত পাওয়া যায় । তাঁদের কিছু তাফসির বিল ইজতিহাদ ও রায় এর নমুনা পেশ করছি:

- ইমাম কুরতুবী (র.) তাঁর গ্রন্থে يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء এর قروء নিয়ে কয়েকটি বর্ণনা পেশকরেন, যা নিম্নরূপ:

সাহাবাগণ এর অর্থ নিয়ে মতানৈক্য পোষণ করেন। যেমন- উমর, আলী, ইবন মাসউদ ও আবু মূসা আশ'আরী (রা:) বলেন, قروء(কুরু) শব্দের অর্থ হলো হায়েয। হযরত আয়েশা ও ইবন সাবিত (রা:) বলেন, قروء (কুরু) শব্দের অর্থ "তুহুর" বা হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। আর এ মতানৈক্যের কারণ হলো قروء শব্দটি مشترك(একাধিকার্থবোধক), যার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। আবু উমর ইবনুল

১৬১ *কুরআনুল কারীম*, সূরাতুন নাসর:০১

১৬২ সুয়ূতী, *আল- ইতকান*, প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ: ৫৩১, ড. যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ: ৭৫

১৬৩ *তাফসীরুত তাবারী*, ১খ, পৃ: ২৮

ওলা বলেন, আরবদের কেউ হায়িযকে বলেন **قروء** আবার কেউ **طهور** কে বলেন **قروء** আবার কেউ উভয়টিকে **قروء** বলেন।[১৬৪]

- ইমাম বুখারী (রহ.) হতে বর্ণিত আল্লাহর বাণী:

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون.[১৬৫]

"তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। আর এতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌছাবে, তার দূর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ূ আসবে। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা ভাবনা কর। "[১৬৬]

হযরত উবাইদ ইবন উমাইর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উমর (রা:) সাহাবীগণ (রা:) কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ আয়াত সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কি? তাঁরা বললেন আল্লাহ তা'আলাই এ বিষয়ে ভাল জানেন। তখন হযরত উমর (রা:) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আপনারা জানি অথবা কিছু জানি না এরূপ বলেন। তখন হযরত ইবন আব্বাস (রা:) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি একটি বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছি। হযরত উমর (রা:) বললেন, হে ভাতিজা! তুমি নির্দ্ধিধায় বল। তখন তিনি বললেন, এটা দ্বারা "আমল" বুঝানো হয়েছে। হযরত উমর (রা:) বললেন, এটা কোন আমল? তিনি বললেন যে, এক ধনী ব্যক্তি সৎকাজ দ্বারা নিজের পুঁজি সঞ্চয় করেছিল, অত:পর আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করার জন্য শয়তান প্রেরণ করেন, অত:পর সে অপকর্মে লিপ্ত হয়, আর এভাবে তার সকল আমল নষ্ট হয়ে যায়।[১৬৭]

ইমাম বুখারী (র.) একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেন যার সারসংক্ষেপ হলো:

একদা হযরত উমর (রা:) উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যখন বিজয় আসবে তখন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাহ মাফের জন্য দু'আ করতে বলেছেন।

---

১৬৪ *তাফসীরুল কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ: ১১৩

১৬৫. *আল-কুরআনুল কারীম*,সূরা বাকারা: ২০০

১৬৬ সূরা বাকারা : ২০০, *কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,*৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-

১৬৭ বদরুদ্দীন আল আয়নী, *উমদাতুল কারী বি শারহি সহীহিল বুখারী,* কিতাবুত তাফফসীর ১৮খ, পৃ: ১২৯

- হযরত উমর (রা:) হযরত ইবন আব্বাস (রা:) কে বললেন, হে ইবন আব্বাস আপনিও কি এই মত পোষণ করেন? ইবন আব্বাস (রা:) বললেন, না, বরং এটাতে নবীজীর হায়াত শেষ হওয়া বুঝাচ্ছে, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত উমর (রা:) বলেন, আমিও অনুরূপ ধারণা পোষণ করি।[১৬৮]

উপরোক্ত বর্ণনা গুলো সাহাবীগণ (রা:) এর 'তাফসির বির রায় এর দৃষ্টান্ত, যা আরবীয় বাচনীয় রীতি অনুসারে বিবৃত। এ তিনটি উদাহরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে-

প্রথম উদাহরণ: কুরআনে বর্ণিত قروء শব্দটি مشترك (একাধিকার্থবোধক), যার একাধিক অর্থ জানা যাবে না, যদি না এর নিদর্শন জানা যাবে। আর এর নিদর্শন জানা যাবে না রায় বা চিন্তা ভাবনা করে নিজস্ব মতামত পেশ করা ব্যতীত।

দ্বিতীয় উদাহরণ: استعارة تمثيلية (রূপকার্থক বাক্য) হযরত উমর ও ইবন আব্বাস (রা:) আল্লাহর দৃষ্টান্তের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে পারেন। ঐ আয়াতের অর্থে ভাষালংকারবিদদের দ্বারা এত সুন্দর অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া কি সম্ভব?

তৃতীয় উদাহরণ: কিনায়া كناية বা ইঙ্গিতসূচক যা সম্পর্কে বলা হয় **"الكناية أبلغ من الصراحية"**

কেননা বিজয় ও সাহায্য দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব শেষ হওয়া বুঝায়। এমনিভাবে বহু উদাহরণ তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

৪. কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যামূলক অতিরিক্ত কিরা'আত এবং এতে সাহাবীগণ (রা:) এর ভূমিকা:

নবী করীম (সা:) কতিপয় সাহাবীগণ (রা:) কে আরবি ভাষাগত বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন পঠন বা কিরা'আতের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি তিনি উবাই (রা:) কে বলেছেন- "তোমার নিকট কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আমাকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন"। তখন থেকে কুরআনুল কারিমের কিরা'আতের বিস্তৃতি ঘটে এবং কতিপয় সাহাবী (রা:) তাঁদের ক'জন ব্যক্তিগত মাসহাফ বা পাণ্ডুলিপির জন্য খ্যাতি লাভ করেন। যেমন- হযরত আলী (রা:) এর মাসহাফ, ইবন মাসউদ (রা.) ও উবাই ইবন কা'ব (রা.) এর মাসহাফ। এভাবে কুরআনুল কারিমের অবতীর্ণ আয়াতের ওপর অতিরিক্ত কিরা'আত প্রচলিত হয়, যেগুলো মূলত: তাফসির স্বরূপ। আর ইবন কুতায়বাহ এবং ইবন জাহেরের মতে এগুলো হলো, আল কুরআন কয়েক হরফে নাযিল হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ।

---

১৬৮ আসকালানী, *ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী*, ৮খ, পৃ: ৫৯৮

মোট কথা এ ব্যাপারে উলামাগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, তবে সেগুলো মূলত: তাফসির স্বরূপ। এ জন্য হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন **لو كنت قرأت قرأة ابن مسعود لم احتج أن أسأل عن كثير من القرآن مماسألته** "আমি যদি ইবন মাসউদ (রা:) এর কিরা'আত পাঠ করতাম, তবে ইবন আব্বাস (রা:) কে কুরআন সম্পর্কে যত প্রশ্ন করেছি, এর অনেকগুলোই আমার করার প্রয়োজন ছিল না।"[১৬৯] ঐ সব কিরাআতের ক'টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি তিলাওয়াত করতেন: **يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا** "সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মহিলারা ঈমানদারগণকে বলবে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাও।" [১৭০]অন্য কিরা'আতে অতিরিক্ত হয়: **امهلونا أخرونا** "আমাদেরকে অবকাশ দিন, আযাবমুক্ত করুন"। [১৭১]

- হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী: **كلما أضاء لهم مشوا فيه** "যখন আলোকিত হত তখন হাঁটত"। [১৭২] এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন, **مروا به وسعوا فيه** "গমন করত, দ্রুত পদচারণা করত।"[১৭৩]

এভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী: **ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم** "তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর তাতে কোন অপরাধ নেই।"[১৭৪]এ আয়াতে ইবন আব্বাস (রা:) এর কিরাআতের মাধ্যমে অতিরিক্ত হয়, **في مواسم الحج** "(হজ্জের মৌসুমে)।[১৭৫] ঐ আয়াতে 'অনুগ্রহ' বলতে ব্যবসার কথা বলা হয়। সুতরাং এ অতিরিক্ত কিরা'আতের দ্বারা বুঝা গেল, হজ্জের মৌসুমে ব্যবসা করাতে গুণাহ নেই। এভাবে বহু কিরাআত রয়েছে, যা কুরআনুল কারিমের তাফসির হিসেবে গণ্য।

৫. সাহাবায়ে কিরামের (রা.) যুগে তাফসিরুল কুরআনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন:

সাহাবায়ে কিরামকে তাফসির বির রায় করতে নিষেধ করা হয়েছে, সে সকল ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব যে, কিছু কিছু রিওয়ায়েতে তাফসির বির রায়ের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবু বকর (রা:) **ابا** শব্দের অর্থে যা বর্ণনা করেন হযরত উমর (রা:) হতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবু বকর (রা:) কে আল্লাহর বাণী وفاكهة ও

---

১৬৯ ইবন তাইমিয়া, *মাজমু'আয়ে ফাতাওয়া*, ১৩খ, ৩৬৯

১৭০ *আল-কুরআনুল কারীম*, সুরা হাদীদ: ১৩

১৭১ সুয়ুতী, *আল ইতকান*, ১খ, পৃ: ৪৮

১৭২ *আল-কুরআনুল কারীম*, সূরা বাকারা: ২০

১৭৩ সুয়ূতী, *আল-ইতকান* ,প্রাগুক্ত

১৭৪ *আল-কুরআনুল কারীম*, সূরা বাকারা: ১৯৮

১৭৫ সুয়ুতী, আল ইতকান, ১খ, পৃ: ৮০

ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, **أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله مما لا علم** "কোন আকাশ আমাকে ছায়া দেবে, কোন জমিন আমাকে আশ্রয় দেবে, যদি আমি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে যা জানি না, তা বলা শুরু করি।"[১৭৬] আল্লামা সুয়ূতী ও হযরত উমর (রা:) থেকে এমন একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন।[১৭৭]

এমনি হযরত আলী (রা:) এর থেকে এক বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন, **لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه** " যদি ইসলাম ধর্মটা মানুষের আকল দ্বারাই রচিত হত, তাহলে পায়ের উপরের চেয়ে নীচের অংশে মাসেহ করা উত্তম হত।"[১৭৮]এধরণের আরো অনেক মন্তব্য সাহাবীগণ (রা:) এর থেকে বর্ণিত আছে। যাতে "তাফসির বির রায়" থেকে বিরত থাকা বা অন্তত:পক্ষে তা সম্পর্কে সাবধানতা গ্রহণের সুরই ফুটে উঠে।

সাহাবীগণ (রা:) এর এই সতর্কতা দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হতে পারে। যেমন-

ক. যে ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই তাতে ভুল হতে পারে, এমন ভয়ে নিজেদের সতর্ক রাখা। এ বিষয়ে নবী

করীম (সা:) নিজেও সতর্ক করেছেন। সাঈদ ইবন জুবায়ের (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন, **من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار** "যে কুরআন সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তার ব্যাখ্যা করে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থানকে নির্ধারিত করে নেয়।"[১৭৯]

খ. রায় বা চিন্তাভাবনা দ্বারা তাফসির নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো, যে দিকে কুরআন শরীফ কোন ইঙ্গিত

করেনি, বা যা তার উদ্দেশ্যে নয়, বরং কেউ প্রবৃত্তি নির্ভর ব্যক্তিগত মতামত, দলীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাফসির করার ক্ষেত্রে বা মাযহাবী গোড়ামী মনোভাব দ্বারা তাড়িত হয়ে তাফসির করার ক্ষেত্র বুঝানো। কিন্তু সাহাবাগণ তাফসিরের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) এর পর তাঁদের ওপর গোপনীয় বা অস্পষ্ট বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা দিয়ে সকলের সামনে পেশ করার যে দায়িত্ব ছিল, তার কারণে তাঁরা সাধ্যমত রায় দ্বারা তাফসির করতেন। যেমন হযরত আবু বকর (রা:) কে যখন আল

---

১৭৬ ইবনুল কায়্যিম, ***ইলামুল মু'ওয়াক্কিঈন***, ১ম. পৃ: ৬১ আরো দ্র. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ: ২১৩

১৭৭ সুয়ূতী,***আল-ইতকান,*** প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ: ২১৪

১৭৮ ইবনুল ক্যায়্যিম, প্রাগুক্ত ১খ, পৃ: ৫৮

১৭৯ ***সুনানুন তিরমিযি,*** ৮খ. পৃ: ১৪৬

কুরআনে বর্ণিত كلالة (কালালাহ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি তার তাফসির করেছিলেন আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা-

"তারা আপনার কাছে ফায়সালা চাইবে, আপনি বলুন আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্বন্ধে ফায়সালা দিয়েছেন।" [১৮০] তখন হযরত আবু বকর (রা:) বলেন, আমি এ ব্যাপারে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কথা বলব, যদি তা সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যদি তা সঠিক না হয় তবে শয়তানের পক্ষ থেকে। 'কালালাহ' হলো, এমন এমন"।[১৮১] আরেক বর্ণনায় এসছে তিনি বলেন, 'কালালাহ' হলো যার "পিতা ও মাতা কেউ নেই।[১৮২]

১৮০ *আল-কুরআনুল কারীম*, সূরা নিসা: ১৭৬

১৮১ যারকানী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ: ৫২৫

১৮২ *তাফসীরুত তাবারী*, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে, আরো দ্র. তাফসীরে ইবন আতীয়্যা, ৪খ, পৃ: ৩১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাফসিরুল কুরআনের পাঠদান পদ্ধতি ও ক্রমবিকাশঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। যেমন- তিনি বলেন: 'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'। আর কুরআনুল কারিম নাযিলের শুরু থেকে তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা.) গণকে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম এর শিক্ষাদান শুরু করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কুরআনের কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝতে অসুবিধা হলে রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে তা জেনে নিতেন। আবার রাসূল (সা.) এর পর সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর সন্তুষ্ট'। নিম্নে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর তাফসিরের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

২.১ নবী করীম (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর তাফসিরের পদ্ধতিঃ

নবী করিম (সা.) হলেন কুরআন মাজীদের একমাত্র ব্যাখ্যাকারক যাঁর উপর এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনি স্বীয় জীবনে ইহার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করে উম্মতের জন্য প্রায়োগিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। যেমন হাদীসের বাণী-

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ ".[১৮৩] "সা'দ ইবন হিশাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) কে রাসূল (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি বলেন: তাঁর চরিত্র কুরআনেরই বাস্তব রূপ"।[১৮৪] আবার তাঁর সাহাবাগণ (রা.) সরাসরি তাঁর নিকট কুরআনুল কারিমের তাফসিরের শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তাঁরা সর্বোত্তম যুগের অন্যতম। মহানবী (সা.) বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم.[১৮৫] "সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ,অত:পর তাবেঈগণের যুগ অত:পর তাবে তাবেঈগণের যুগ"। তাই তাফসিরের পাঠদানে রাসূল (সা.) এবং সাহাবাগণের পাঠদান পদ্ধতিকে মডেল

১৮৩ সহীহুল বুখারী- ১২৯
১৮৪ সহীহুল বুখারী
১৮৫ সহীহুল বুখারী- ২৬৫২, সহীহ মুসলিম- ২৫৩৩

হিসেবে গ্রহণ করা আবশ্যক। নিম্নে নবী করীম (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর তাফসিরের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

প্রথমতঃ নবী করীম (সা:) এর তাফসির বিল মাসুরঃ

নবী করীম (সা:) থেকে বর্ণিত সহীহ সনদে বর্ণনা দ্বারা তাফসিরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করার ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে কোন মতানৈক্য নেই। কেননা তিনি নিজ প্রবৃত্তির দ্বারা কখনো কোন কিছু বলতেন না, যতক্ষণ না তাঁকে ওহী দ্বারা জানানো হতো। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى.[১৮৬]

'এবং তিনি মনগড়া কথাও বলে না, ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"।[১৮৭]কাজেই নবী (সা.) এর ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যাখ্যরই নামান্তর । আল্লামা শারবাসী (র.) বলেন, "নবী করীম (সা:) নিজে কোন তাফসির করেননি ; বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আসা তথ্যেরভিত্তিতেই তাফসির করতেন। যখন হযরত জিবরাঈল (আ:) আসতেন,তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করতেন। হযরত জিবরাঈল (আ:) নিজ থেকে কোন ব্যাখ্যা দিতেন না ; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হতো।"[১৮৮]

ড. আব্দুস সাত্তার হামিদী তাঁর এক প্রবন্ধে সাহাবা (রা:) এর যুগের তাফসির বিষয়ে লিখেছেন, কুরআন কারীমের তাফসির নবী করীম (সা:) এর বর্ণনা দ্বারা শুরু হয়। সাহাবাগণ তাঁর কাছ থেকে শুনার পর তাঁরা তা বর্ণনা করেন। এবং সে বিষয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আর স্বাভাবিক কারণেই এটি বিশুদ্ধ তাফসির। কেননা সে সময়ে হয় কুরআন দ্বারা কুরআনের, নতুবা নবী করীম (সা:) হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসির করা হতো। কাজেই এ ধরনের তাফসির সর্বকালের সর্ব প্রকারের তাফসিরে মা'সুরের মধ্যে অতি বিশুদ্ধ তাফসির বলে বিবেচিত। [১৮৯]তাছাড়া মানব সমাজের মধ্যে যে, নবী (সা:) এর ওপর কুরাআন নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানবেন, বেশি জানবেন। অতএব মানবীয় সামর্থের সকল তাফসিরের মাঝে মহানবী (সা:) এর তাফসিরই নি:সন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরনীয়।

---

১৮৬. কুরআনুল কারীম, সূরা নাজম: ২-৩

১৮৭. সূরাতুল নাজম: ২-৩, ***কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা- ৮৬৯

১৮৮ ড. শারবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫

১৮৯ ***মাজিল্লাতুর রিসালাহ***, বাগদাদ, আগস্ট, ১৯৮০, পৃ: ১৯০

দ্বিতীয়ত, সাহাবায়ে কিরামের তাফসিরের হুকুমঃ

ইমাম হাকিম (র.) তাঁর 'মুস্তাদরক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যে সকল সাহাবী (রা:) নবী করিম (সা:) এর ওহী প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই সকল সাহাবী (সা:) এর তাফসিরের হুকুম হলো মারফূ। এ যেন মহানবী (সা:) থেকেই বর্ণিত। আর তিনি তাঁর এই মতটিকে শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর বলে দাবী করেছেন। কাজেই তিনি স্বীয় 'মুস্তাদরক' গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, হাদীস অন্বেষণকারীর জন্য আবশ্যক, সাহাবীগণ (রা:) যেহেতু ওহী প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তাঁদের তাফসির শায়খাইনের নিকট হাদীসে মুসনাদ ও মারফুর হুকুমের আওতাভূক্ত।[১৯০] সুতরাং এ থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাই-

১. যে সকল তাফসির আসবাবে নুযূলের বিষয়ে হয়েছে এবং যাতে চিন্তাভাবনা করার কোন অবকাশ নেই, তার হুকুম হলো মারফূ (রাসূলের নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের মত), আর যাতে চিন্তা ভাবনা করে মতামত দেয়ার অবকাশ রয়েছে, তা হলো মাওকূফ (সাহাবীগণের নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের মত), যতক্ষন পর্যন্ত না রাসূল পর্যন্ত এর সনদ পৌছায়।

২. আর যে ব্যাপারে মারফূ হুকুম প্রযোজ্য, তা প্রত্যাখান করা জায়িয নহে। বরং মুফাসসিরগণ উহা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। কোন অবস্থায়ই তার ব্যতিক্রম করা যাবে না।

৩. যে ব্যাপারে মাওকুফের হুকুম রয়েছে, সেখানে আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে সাহাবীগণ (রা:) এর মাওকূফ তাফসির গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। কেননা, হতে পারে তাঁরা তাতে ইজতিহাদ করেছেন। আর মুজতাহিদের গবেষণায় ভুল বা শুদ্ধ হতে পারে এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সাহাবী (রা:) ও অন্যান্য মুজতাহিদ সবাই সমান।

অপর পক্ষের মতে, এ ধরনের তাফসির গ্রহণ করা ও মেনে নেয়া ওয়াজিব। আর এটা এধারণায় যে, তাঁরা হয়ত সেটা নবী (সা.) এর কাছ থেকে শুনেছেন। আর তাঁদের তাফসির বির রায় অন্যদের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য। এ কারণে যে, তাঁরা আহলুল লিসান (কুরআনের ভাষার মাতৃভাষী) হিসেবে কুরআন কারীম সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত। তাছাড়া, তাঁরা ওহী অবতরনের সময়কাল প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নবী (সা.) এর পবিত্র সুহবতের বরকত ও নবী করীম (সা:) এর চরিত্র দ্বারা তাঁরা চরিত্রবান হওয়ার কারণে তাঁরা উন্নত চিন্তা চেতনা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁদের তাফসির মাহনবী (সা:) এর পরে অধিক গ্রহণযোগ্য। হাফেয ইবন কাসীর (র) তাঁর তাফসির গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, যখন কুরআনের তাফসির কুরআনে ও সুন্নাহর মধ্যে পাওয়া যাবে না, তখন আমরা সাহাবাগণের বাণীর দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

---

১৯০ *মাজিল্লাতুর রিসালাহ*, বাগদাদ, আগস্ট, ১৯৮০, পৃ: ১৯০

কেননা কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি তাঁরা ভালভাবেই জানতেন। কেননা একমাত্র তাঁরাই কুরআন নাযিল হওয়ার পারিপার্শ্বিকতা ও অবস্থাদি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।[১৯১]

আল্লামা যারকাশী (র.) বলেন, সাহাবীগণের তাফসির যদি ভাষাগত দিক দিয়ে হয়, তবে তা গ্রহণীয়। কেননা তাঁরা সে ভাষায় (আরবি) ভাষাভাষী ছিলেন। নি:সন্দেহে এর উপর নির্ভর করা যেতে পারে। আর যদি নাযিল হওয়ার কারণ ও নিদর্শন দ্বারা তাফসির করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। [১৯২]

১৯১ *তাফসীরু ইবনে কাসীর*, ১খ, পৃ: ৩

১৯২ যারকানী,*আর বুরহান ফী উলুমুল কুরআন*: ২খ, পৃ: ১৭৪

২.২ নবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর যুগের তাফসিরের বৈশিষ্ট্য ঃ

কুরআনুল কারিম হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হয়, আর তিনিই ছিলেন এ কুরআনের প্রচারক ও ব্যাখ্যাকারক। সাহাবাগণের (রা.) ইহার কোন ব্যাখ্যা বুঝতে অসুবিধা হলে তাঁরা রাসূল (সা.) এর নিকট হতে তার ব্যাখ্যা জেনে ধন্য হতেন। আর সাহাবাগণ (রা.) যেহেতু সরাসরি রাসূল (সা.) হতে তাফসিরের শিক্ষা লাভ করেছেন সেহেতু তাঁদের তাফসির সন্দেহমুক্ত। তাই এ যুগের তাফসির কতিপয় দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয়বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ -

১. এ স্তরে সমস্ত কুরআনের তাফসির করা হয়নি, বরং অংশ বিশেষের তাফসির করা হয়, তথা অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়। অত:পর নবী করীম (সা:) ও সাহাবীগণের যুগের পর দ্বীনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়, অসংখ্য অনারব ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে এবং এ অস্পষ্টতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এমনিভাবে কুরআন মাজীদের তাফসিরের পরিধিও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।আর এভাবে যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনের আলোকে পরবর্তীতে গোটা কুরআনের তাফসিরের কাজ সম্পন্ন হয়।

২. নবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর যুগেকুরআন মাজীদের আয়াতের অর্থ নিয়ে তেমন কোন মতানৈক্য ছিল না। কেননা তারা আরবি ভাষাভাষি হওয়ায় আয়াতের অর্থের ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে তেমন অস্পষ্টতা ছিল না।

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্তভাবে আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যার দ্বারা তাফসির করতেন। বিস্তারিত অর্থ বা ব্যাখ্যার প্রতি তেমন মনোনিবেশ করতেন না।

৪. আভিধানিক অর্থের ব্যাখ্যাতেই তাঁদের বক্তব্যকে সীমিত রাখতেন, যেমন-

মহান আল্লাহর বাণী **غير متجانف لإثم** এর ব্যাখ্যা **غير متعرض لمعصية** (গোনায় লিপ্ত হওয়া ছাড়া) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এর চেয়ে বেশি কিছু বললে, সেটা আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কেই বলতেন।

৫. তাফসিরে মাসূরের ক্ষেত্রের প্রশস্ততা লাভ করে। আর তা প্রসারিত হয় মাহনবী (সা:) এর বর্ণনার পাশাপাশি সাহাবাগণের (রা.) তাফসির দ্বারা।

৬. তাঁরা কুরআন থেকে ফিকহী মাসয়ালাসমূহ খুব কমই নির্গত করার চেষ্টা করতেন। আকীদার ক্ষেত্রে একতাবদ্ধ থাকার কারণে কুরআনের কোন আয়াতকে কোন দলের পক্ষে ব্যবহার করার কোন প্রচেষ্টা

লক্ষ্য করা যায়নি। দ্বীনি ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য খুবই কমছিল। তবে সাহাবাগণের(রা.) পরবর্তী সময়ে মতানৈক্য প্রকট রূপ ধারণ করে।

৭. এ পর্যায়ে সাধারণত: কোন তাফসির বা তাফসির গ্রন্থ সংকলন করা হয়নি। কেননা তাফসির সংকলন শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে। তবে কোন কোন সাহাবী (রা.) ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু কিছু বর্ণনা লিখে রাখতেন যা তাঁদের মাসহাফ নামে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়।

৮. এ পর্যায়ে তাফসিরগুলো হাদীস বর্ণনার মতই ছিল। বরং সেগুলো হাদীসেরই শাখা বিশেষ ছিল। সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত আকারে ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন আয়াতের বিচ্ছিন্ন আকারেও বিক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মূলত মৌখিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছিল।

৯. রাসূল (সা:) ও সাহাবীগণ (রা:) এর যুগে তাফসিরের ক্ষেত্রে আহলে কিতাবের সকল কথা বা বর্ণনা গ্রহণীয় ছিল না। বরং পর্যালোচনা ও সমালোচনা করা হতো এবং যেগুলো কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী ছিল সেগুলোা বর্জন করা হতো।

তাই হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এর মত কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা:) য়াঁরা আহলে কিতাবের মাঝে থেকে কিছু সংখ্যক নওমুসলিম যেমন কা'ব আল আহবাব, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম, ওহাব ইবন মুনাব্বিহ প্রমুখ এর নিকট হতে ইসরাইলী রিওয়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে শীথিল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এ ধরনের অভিযোগ করা যথাযথ ও সমীচীন নয়। যেমনিভাবে অধ্যাপক আহমদ আমীন, রশীদ রেদা ও কতিপয় প্রাচ্যবিদ ইবন আব্বাসের (রা.) ব্যাপারে সে ধরনের অভিযোগ করেছেন।

২.৩ তাবিঈগণের (রহ.) তাফসিরঃ

মহানবী (সা.) এর ঘোষণানুযায়ী তাবে'ঈগণ সর্বোত্তম যুগের অন্তর্ভূক্ত।কুরআনুল কারিমের তাফসিরের দ্বিতীয় স্তর হলো তাবি'ঈগণের যুগের তাফসির। প্রথম স্তরের তাফসির সাহাবীগণ (রা.) এর যুগে শেষ হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় স্তর তাবি'ঈগণের যুগ শুরু হয়, যাঁরা কুরআনের কিছু কিছু অস্পষ্ট স্থানের মর্মার্থ উদঘাটনে সাহাবীগণের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং অধিকাংশ বিষয় তাঁদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে কতিপয় সাহাবী (রা:) কুরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা তাফসিরের ক্ষেত্রে বক্তব্য পেশ করেন এবং সমসাময়িকদের নিকট অস্পষ্ট বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। নিম্নে তাবে'ঈযুগের তাফসির সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

তাবে'ঈযুগের তাফসিরল কুরআনিল কারিমের মূলভিত্তি ছিল-

১. তাঁরা তাফসিরের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিমের ওপর অধিকনির্ভর করতেন, অর্থাৎ কুরঅন মাজীদের তাফসির যথাসাধ্য কুরআন দ্বারা করতেন, অন্য কিছু দ্বারা করতেন না।

২. তারপর তাঁরা সাহাবায়ে কিরাম (রা:) দ্বারা বর্ণিত নবী করীম (সা:) এর হাদীসের ওপর নির্ভর করতেন, কুরআনের তাফসির কুরআন দ্বারা করতে সক্ষম না হলে সাহাবা (রা:) দ্বারা বর্ণিত নবী করীম (সা:) এর হাদীস দ্বারা করতেন।

৩. আর তাঁরা তাফসিরের ক্ষেত্রে সাহাবাগণের (রা.) নিজস্ব মতামতও গ্রহণ করতেন। কেননা রাসূল (সা.) এর সাহাবাগণ (রা.) কুরআন নাযিলের সময়কাল সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং মহানবী (সা.) এর মহামূল্যবান সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন ও তাঁর থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা জানার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

৪. কুরআন মাজীদের তাফসির করাকালীন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁরা আহলে কিতাবদের বাণী, যা তাঁদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তা গ্রহণ করতেন ।

৫. কুরআনুল কারিমের তাফসিরের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁদের জন্য প্রদত্ত মেধা-মনন, চিন্তাশক্তি ও গবেষণা করার সামর্থকে তাঁরা যথাসাধ্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন।

তাবিঈনের (র.) যুগে তাফসির কেন্দ্রঃ

নবী করীম (সা:) এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পর সাহাবাগণের যুগে আল্লাহর রহমতে বিশ্বের বহু দেশ বিজিত হয়। তখন সাহাবাগণ (রা.) শুধু একটি দেশেই অবস্থান করেননি। বরং তাঁরা পবিত্র মদীনা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। আর তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)এর কাছ থেকে যে জ্ঞান

ভাণ্ডার গ্রহণ করেছেন সেগুলো তাঁদের সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন এবং অন্যদের মাঝে তা বিতরণ করতেছিলেন ও শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এমনিভাবে বিভিন্ন শহরে বহু সংখ্যক ইসলামী মাদরাসা বা শিক্ষা নিকেতন গড়ে ওঠে। যার উস্তাদ ছিলেন কোন কোন সাহাবী (রা:) এবং ছাত্র ছিলেন তাবে'ঈগণ।

শায়খ মোস্তফা কামাল তাযেরী (র:) বলেন, "বিভিন্ন স্থানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেমন মক্কা শরীফের মাদরাসা, তার বড় উস্তাদ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)। মদীনা শরীফের মাদরাসা, তার উস্তাদ ছিলেন, আলী ইবন আবু তালিব ও উবাই ইবন কা'ব (রা:)। মাদরাসায়ে ইরাক, এর বড় উস্তাদ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা:)। মাদরাসায়ে শাম বা সিরিয়া এর শিক্ষক ছিলেন আবুদ্দারদা আল আনসারী (রা:)। মাদরাসায়ে মিসর এর শিক্ষক আমর ইবনুল আস (রা:)। আর মাদরাসায়ে ইয়েমেনের শিক্ষক ছিলেন হযরত মুয়ায ইবন জাবাল (রা:)"।[১৯৩]কিন্তু এর মধ্যে তিনটি কেন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন- মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ এবং ইরাকের কূফায় অবস্থিত মাদরাসা। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

মক্কা শরীফে প্রতিষ্ঠিত তাফসির কেন্দ্রঃ

মক্কা শরীফে তাফসির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) এর মাধ্যমে। তিনি তাঁর তাবিঈন ছাত্রদের নিয়ে এ শিক্ষাকেন্দ্রে বসতেন এবং কিতাবুল্লাহর তাফসির করতেন। আর কুরআন মাজীদের অস্পষ্ট ও দূর্বোধ্য বিষয়েরতাফসির বা ব্যাখ্যা করতেন। ইবন আব্বাস (রা:) এর প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ হলেন-

১. মুজাহিদ (রহ.), ওফাত ১০৩ হিজরী
২. সা'দ ইবন জুবাইর (রহ.), ওফাত ৯৪ হিজরী
৩. ইকরামা মাওলা ইবন আব্বাস (রহ.), ওফাত ১০৫ হিজরী
৪. তাউস ইবন কীসান ইয়ামানী (রহ.), ওফাত ১০৬ হিজরী
৫. আতা ইবন আবু রাবাহ আল মাক্কী (রহ.), ওফাত ১১৪ হিজরী

আর এ প্রতিষ্ঠানের তাবি'ঈগণ তাফসির শাস্ত্রে অধিক পারদর্শী ছিলেন। ইবন তাইমিয়া (রহ.) বলেন: "মক্কার অধিবাসীরাই তাফসির সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কেননা তাঁরা ইবন আব্বাস (রা:) এর শিষ্য ছিলেন"। [১৯৪]

---

১৯৩ *মাজাল্লাতুল হিদায়াহ*, তিউনিসিয়া, ৩য় সংখ্যা, ১৪০২হি, পৃ: ১২

১৯৪ ইবন তাইমিয়াহ, *ফাতাওয়া,* ১৩খ, পৃ: ৩৪৭

নিম্নে উপরোক্ত কয়েকজন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

১. মুজাহিদ ইবন জাবাল (রহ.):

তিনি তাবিঈ মুফাসসিরের মধ্যে অন্যতম ইমাম ছিলেন এবং কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। হযরত মুজাহিদ (রহ.) বিভিন্ন বিষয়ে ইলম অর্জনে তথা বিশেষ করে তাফসির বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে ব্যাকুল ছিলেন। ফযল ইবন মায়মুন, মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইবন আব্বাসের নিকট গোটা কুরআন তিনবার অধ্যয়ন করেছি। প্রতি আয়াতে থেকে প্রশ্ন করেছি। কখন কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, তা জেনেছি।[১৯৫]

সুফিয়ান আস-সাওরী (র.) বলেন, যখন তোমার নিকট মুজাহিদ (র.) এর কোন তাফসির পেশ করা হয়, তখন তোমার জন্য তাই যথেষ্ট, অর্থাৎ তা গ্রহণ কর। ইবন তাইমিয়া (র.) বলেন, এই জন্য ইমাম শাফিঈ (র.) ও ইমাম বুখারীসহ অনেক উলামা তাঁর তাফসিরের ওপর নির্ভর করতেন। তবে প্রখ্যাত মুফাসসির আমাশ (র.) তাঁর সমালোচনা করতেন। সম্ভবত এ জন্য সমালোচনা করেছেন যে, তিনি তাফসির সম্পর্কে আহলে কিতাবদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। আর তাঁর মাধ্যমে বুদ্ধিগত তাফসিরের প্রসার ঘটেছিল।

২. সাঈদ বিন যুবাইর (রহ.):

তিনি হাবশী বংশভূত ছিলেন। ইবন আব্বাস, ইবন মাসউদসহ অনেক সাহাবী (রা.) থেকে তাঁর তাফরি বিষয়ক রিওয়ায়েতের সংখ্যা বেশি। তিনি ইলমে কিরাআতকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। যে জন্য কুরআনে গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান রাখতেন। তবে তিনি কোন কোন তাফসিরের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে বিমূখভাব দেখাতেন। তিনি প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাবিঈগণের অন্যতম প্রধান ছিলেন। কাতাদাহ (র.) বলতেন,চার ব্যক্তি চার বিষয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। মানুষের মাঝে আতা ইবন রাবী 'হাদ্দ' (দণ্ডবিধি) সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন, সাইদ ইবন যুবাইর (র.) তাফসির সম্পর্কে, ইকরামা (র.) সীরাত সম্পর্কে এবং হাসান বাসরী (র.) হালাল-হারাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। [১৯৬]সুফিয়ান আস-সাওরী (র.) বলেন:"তোমরা চারজনের নিকট থেকে তাফসির গ্রহণ কর- সাঈদ ইবন যুবায়ের, মুজাহিদ ইবন জাবার, ইকরামা ও দাহাক (রহ.)।[১৯৭]

---

১৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৯, আরো দ্র. ইবন হাজার আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, ১মখ, পৃ: ৪৩

১৯৬ আবু শাহাবা, *আল ইসরাঈলিয়াত ও মুওদুআত*, পৃ: ৯৫

১৯৭ প্রাগুক্ত

৩. ইকরামা (রহ.) :

ইকরামা (রহ.) তিনি মরক্কোর বার্বারীয় বংশদ্ভুত ছিলেন। ইবন আব্বাস, আলী ইবন আবু তালিব, আবু হুরায়রাসহ অনেকের নিকট হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীস সমালোচকগণ তাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে ইবন আব্বাস (রা:) কে সম্পর্কিত করে বানোয়াট উদ্ধৃতি বর্ণনা করতেন বলে অভিযুক্ত করেছেন। ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) স্বীয় 'তাহযীব' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অনেক মন্তব্য তুলে ধরেছেন। তবে অন্যদিকে অনেকেই তাঁর প্রশংসাও করেছেন।[১৯৮]

শায়খ মারওয়াযী (র.) বলেন, আমি আহমাদ ইবন হাম্বল (র.) কে ইকরামা (র.) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করি, তখন তিনি বলেন যে, জী হ্যাঁ, পেশ করা যাবে । [১৯৯]ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাদের সকলেই ইকরামার বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করতাম। [২০০] শাবী (র.) বলতেন, ইকরামার চেয়ে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আর কেউ অভিজ্ঞ নেই। হাবিব ইবন আবী সাবেত (র.) বলেন, মুজাহিদ ও সাঈদ ইবন যুবাইরকে দেখেছি তাঁরা ইকরামার নিকট থেকে তাফসির জিজ্ঞাসা করতেন।[২০১]ইকরামা (র.) বলেন, নিশ্চয়ই কুরআনুল কারিমের তাফসির করছি, আর কুরআনুল কারিমের তাফসির সম্পর্কে যা কিছু তোমাদের নিকট বর্ণনা করছি, তার সব হযরত আবদল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। [২০২]

৪.তাউস (রহ.) :

তাঁর নাম তাউস ইবন কিসান আল খাওলানী (রহ.)। পারস্য বংশদ্ভূত ইয়ামেনের অধিবাসী। প্রসিদ্ধ তাবি'ঈগণের অন্যতম। ইবন আব্বাস (রা:) থেকে তাঁর বর্ণনা বেশি হলেও অনেক সাহাবী (রা.) থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন বা সাক্ষাত লাভ করেছেন। মুজাহিদ, আতা আমর ইবন দীনারসহ অনেক তাবিঈ তাঁর নিকট থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। ইবন আব্বাস (রা:) নিজেই তাঁকে অত্যন্ত মুত্তাকি ব্যক্তি হিসেবে জানতেন।[২০৩] তাঁর জ্ঞান ও সততার অনেক প্রশংসা করেছেন। তাফসির বিল মাসূরে তাঁর বর্ণনা কম। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী (পঙ্গু) ছিলেন।[২০৪] তাফসির ও হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁকে 'সাইয়্যিদুত তাবিঈন' বলা

---

১৯৮ আসকালানী প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ: ২৬৫-৬৭

১৯৯ ইবন হাজার আসকালানী, মুকাদ্দামাতু ফাতহুল বারী, পৃ: ৪২৫-২৭

২০০ প্রাগুক্ত

২০১ ইবন হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত

২০২ তাশ কুবরা যাদহ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ: ৬৫

২০৩ ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ: ৫০৯

২০৪ ইবন সা'দ, *তাবকাতুল কুবরা*, ৫খ, পৃ: ৫৬৭-৫৭০

হত। ইবন আব্বাস (রা:) সহ আব্দুল্লাহ ইবন উমর, ইবন আমর, ইবন যুবাইর, আবু হুরায়রা (রা:) প্রমূখের নিকট হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার পাশাপাশি নিজে ইজতিহাদও করতেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) বলেন, আতা (র.) এর চেয়ে উত্তম তাফসিরকারী আর কারো সাথে আমার দেখা হয়নি। [২০৫]

ইবনে আব্বাস (রা:) এর শিষ্যদের মধ্যে মতভেদঃ

মক্কা শরীফে তাফসির কেন্দ্রে ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। তাঁদের মতানৈক্য রিওয়ায়েত এবং দিরায়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর ঐ মতানৈক্যের কারণ ছিল সাধারণত দু'টি:

ক. হযরত ইবন আব্বাস (রা:) এর স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করতেন। আর এটা তাঁর ছাত্রগণও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। তখন তাঁরাও ইজতিহাদ করতে শুরু করেন। তাই তাঁর ছাত্রদের মাঝেই অনেক মতানৈক্য দেখা দেয়। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর তাফসিরের দিকে লক্ষ্য না করে নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন এবং তাঁর জীবদ্ধশাতে যেসব বিষয়ে তাঁর নিকট তাঁরা প্রশ্ন করতেন, সে সব ক্ষেত্রে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে তাঁর তাফসিরও তাঁদের তাফসিরের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দেয়।

খ. অন্যান্য কেন্দ্রের সাথে তাঁদের সম্পৃক্ত হবার কারণেও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। কেননা প্রত্যেকটা কেন্দ্রের কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল যা তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি ছিল, যার ভিত্তিতে তাঁরা গবেষণা করেছিলেন।

মদীনাবাসীদের তাফসির কেন্দ্রঃ

মদীনা শরীফে একটি তাফসির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু তাবিঈ মুফাসসির সেখানে অবস্থানকারী সাহাবী (রা:) এর হাতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর এই কেন্দ্রে প্রধান মুফাসসির ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী ও কাতেবে ওহী হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা:)। তৎকালে মদীনায় বহু প্রসিদ্ধ তাবিঈ মুফাসসির ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

১. যায়েদ ইবন আসলাম আল আদুবী আল মাদানী (রহ.), ওফাত ১৩৬ হিজরী

২. আব্দুর রহমান ইবন যায়িদ (রহ.), ওফাত ১৮২ হিজরী

২০৫ আল্লামা যারকানী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ:২০

৩. মালিক ইবন আনাস (রহ.), ওফাত ১৭৯ হিজরী

৪. আতা ইবন আবু মুসলিম আল খুরাসানী (রহ.), ওফাত ১৩৫ হিজরী

৫. মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরযা (রহ.), ওফাত ১১৮ হিজরী

৬. আবুল আলিয়া রাফী ইবন মিহরান (রহ.),ওফাত ৯০ হিজরী

৭. দিহাক ইবন মুযাহিম (রহ.), ওফাত ১০৫ হিজরী

৮. আতীয়া ইবন সাঈদ আল আওফী (রহ.), ওফাত ১১১ হিজরী

৯. রাবী ইবন আনাস (রহ.), ওফাত ১৩৯ হিজরী

১০. ইসমাঈল ইবন আব্দুর রহমান আসুদ্দী আল কাবীর (রহ.),ওফাত ১২৭ হিজরী।[২০৬]

উক্ত মুফাসসিরগণের মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের ওপর সংক্ষিপতভাবে আলোচনা করা হলো: [র]

১. আবুল আলিয়া (রহ.):

তাঁর প্রকৃত নাম রফি ইবন মিহরাব। তিনি জাহেলী ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন। তবে মহানবী (সা.) এর ওফাতের দুই বছর পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি আলী, উবাই ইবন কা'ব, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, ইবন উমর প্রমুখ সাহাবী (রা:) এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাবিঈগণের মধ্যে তাঁকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হত। সিহাহ সিত্তাহ সংকলকগণ তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তিনি সুচারুরূপে কুরআন হিফয করতেন, ইলমে কিরাআতে অভিজ্ঞ ছিলেন। এমনকি ইবন আবু দাউদ (র.) বলেন, সাহাবীগণের পর ইলমে কিরাআতে আবুল আলিয়ার চেয়ে অন্য কেউ অধিক অভিজ্ঞ লোক ছিল না।[২০৭]তিনি তাফসির বিষয়ে উবাই ইবন কা'ব (রা:) থেকে বর্ণিত বিশাল পাণ্ডলিপি রিওয়ায়েত করেছিলেন।[২০৮]

২০৬ শায়খ মুস্তফা আল মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী*, পৃ: ৮
২০৭ ড. হুসাইন যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন* , প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ: ১২৪-১২৫
২০৮ ড. হুসাইন যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন* ,১খ, পৃ: ১২৫

২. মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরযী (র.):

তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। উবাইসহ হযরত আলী, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস (রা:) প্রমুখের নিকট থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। নির্ভরযোগ্যতা, আদালত, তাকওয়া, অধিক হাদীস বর্ণনা ও আল কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইবন আউন (র.) বলতেন, কুরআনের তাবীল সম্পর্কে কুরযীর চেয়ে অভিজ্ঞ অন্য কাউকে আমি দেখিনি।

৩. যায়িদ ইবন আসলাম (র.):

তিনি মদীনাবাসী ফকীহ ও মুফাসসির হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাবিঈ ছিলেন। ইমাম আহমাদ, আবু জাররাহ, আবু হাশিম, নাসাঈসহ অনেক মুহাদ্দিসের নিকট তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন। মদীনাবাসীরা যদিও বুদ্ধিভিত্তিক তাফসির থেকে বিরত থাকতেন, তবুও যায়িদ ইবন আসলাম (র.) সে ধরনের কিছু কিছু তাফসির করেছেন। তিনি নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তাফসির করাকে জায়েয মনে করতেন। তাঁর নিকট থেকে যাঁরা তাফসির বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান ইবন যায়িদ এবং ইমাম মালিক ইবন আনাস (র.) প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। [২০৯] তাঁর একটি মৌলিক তাফসির গ্রন্থ রয়েছে।[২১০]

ইরাকের কূফায় অবস্থিত তাফসির কেন্দ্র:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা:) এর মাধ্যমে ইরাকের কুফায় তাফসির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তিনি ছাড়া আরো অনেক সাহাবী (রা:) কুফায় ছিলেন। কিন্তু তাফসিরের ক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদই বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে প্রধান ওস্তাদ হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। এ কন্দ্রে তাবিঈনের মধ্যে প্রসিদ্ধ মুফাসসির ছিলেন-

১. ইবন কায়স (রহ.),ওফাত ৬১ হিজরী

২. মাসরূক (রহ.), ওফাত ৬৩ হিজরী

৩. আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ (রহ.), ওপাত ৭৫ হিজরী

৪. ইবরাহিম নাখঈ (রহ.),ওফাত ৯৫ হিজরী

---

২০৯ প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৬-১২৭
২১০ *তাফসীরে মারাগী*, ১খ, পৃ: ৮

৫. আমির আশশাবী (রহ.), ওফাত ১০৯ হিজরী

৬. মুররাতুল হামাদানী (রহ.), ওফাত ৭৬ হিজরী

৭. হাসান বাসরী (রহ.), ওফাত ১১০ হিজরী,প্রমুখ।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো:

১. আলকামা ইবন কায়স (রহ.):

তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। হযরত উমর, উসমান, ইবন মাসউদ (রা:) প্রমূখের নিকট থেকে তাফসির ও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইবন মাসউদ (রা:) থেকে যাঁরা রিওয়ায়েত করেছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে আলকামাই বেশি জানতেন এবং ইবন মাসউদ (রা:) নিজেই এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আমানতদার, মুত্তাকী ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম আহমদ ও সিহাহ সিত্তাহ সংকলকগণ সকলেই তাঁর রিওয়ায়েতের ওপর আস্থাশীল ছিলেন।

২. মাসরূক (রহ.):

তিনি মাসরুক ইবন আসরা ইবন মালিক উমাইয়া আল হামাদানী আল কূফী (র.)। খলীফা চুতুষ্টয়, ইবন মাসউদ, উবাই ইবন কা'ব (রা:)সহ প্রমূখের নিকট থেকে তিনি রিওয়ায়েত করেছেন। ইবন মাসউদের শিষ্যগণের মধ্যে তিনি তাঁর বেশি সাহচর্য্য পেয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি বিদ্যুৎসাহী ছিলেন। হাদীসের সনদের সমালোচকগণ তাঁর সততা ও নির্ভরযোগ্যতায় কোন প্রশ্ন তোলেননি। মাসরূক (র.) বলতেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (র.) আল কুরআনের সূরাসমূহ পাঠ করতেন এবং সারা দিনই আমাদের নিকট তাফসির করতেন।[২১১]

৩. আল আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ (রহ.):

তিনি আবু আব্দুর রহমান আল আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ ইবন কায়েস আন নাখাঈ (র.)। প্রসিদ্ধ তাবিঈগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ , আবু বকর, উমর,আলী, হুযায়ফা, বিলাল (রা:)সহ প্রমূখের নিকট থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। তাবিঈনদের যুগে তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুজাহিদ, নেককার ও নির্ভরযোগ্য মুফাসসির ছিলেন। সিহাহ সিত্তাহ সংকলকগণ তাঁর সনদে রিওয়ায়েত

২১১ ড. হুসাইন যাহাবী,*আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন,* প্রাগুক্ত, ১৩০

গ্রহণ করেছেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন। তিনি দুনিয়ার ভোগবিলাস বিমূখ একজন ফকীহ ছিলেন এবং ফাতওয়া প্রদান করতেন। তিনি ৭৪ হিজরীতে কুফায় ইনতিকাল করেন। [২১২]

৪. মুররা আল হামাদানী (রহ.):

তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আবিদ ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন। আবু বকর, উমর, আলী, ইবন মাসউদ (রা:) ও প্রমূখের নিকট থেকে রিওয়ায়েত করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মাআরীসহ অনেকে তাঁর নিকট থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি প্রতিদিন ৬০০ রাকআত নফলসালাত আদায় করতেন।[২১৩]

৫. আমির আশ শা'বী (রহ.):

তিনি আবু আমর আমির ইবন শুরাবীল আশ শাবী আল কূফী (র.)। তিনি কূফার বিচারক ছিলেন। তিনি বলতেন যে, ৫০০ সাহাবীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তিনি ৪৮জন সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইবন উয়াইনা (র.) বলেন, শাবী (র.) তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি ফকীহ ও কবি ছিলেন। সিহাহ সিত্তাহ সংকলকগণ তাঁর সনদের রিওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাশীল তাবিঈ মুফাসসির ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ভয়ে তাফসিরের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করতেন। আর এ জন্য সমসাময়িক অনেক মুফাসসির এর সমালোচনা করেছেন। তবে সাধারণত তিনি তাফসির বর্ণনা করতেন এবং এ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণাও চালাতেন।

৬. হাসান আল বসরী (রহ.):

তিনি আবু সাঈদ আলী ইবন হাসান ইয়াসার আল বসরী (র.)। তিনি অত্যন্ত বাগ্মী ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুবই সুন্দর ওয়াজ করতেন এবং শ্রোতাদের অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করতেন। হযরত আলী, ইবন মাসউদ, ইবন উমর, আনাস (রা:)সহ অনেক সাহাবী ও পরবর্তীতে তাবিঈদের নিকটে জ্ঞান অর্জন করেন ও তা বর্ণনা করেন। আল কুরআন, সুন্নাহ এবং হালাল-হারামের বিধান সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পারদর্শী ছিলেন। সুলায়মান আত তাইমী (র.) বলেন, বসরার অধিবাসীদের শায়খ বা উস্তাদ হলেন হাসান আল বাসরী (রহ.)।

কাতাদাহ (র.) বলেন যে, ফকীহদের মজলিসে হাসান বসরীকেই সবচেয়ে সম্মানিত মনে হত কাতাদাহ ইবন রাবাহ (র.) তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। সিহাহ

---

২১২ ইবন হাজার আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, ১খ, পৃ: ৩৪২-৩৪৩

২১৩ প্রাগুক্ত, ১২খ, পৃ: ৮৮-৮৯

সিত্তাহ সংকলকগণ সকলে তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি গোটা কুরআন কারিমের তাফসির করেছেন।[২১৪] তাঁর একটি তাফসির গ্রন্থও রয়েছে।

৭. কাতাদাহ (রহ.):

তিনি আবুল খাত্তাব কাতাদাহ ইবন দেয়ামাহ আস সুদুসী (র.)। হযরত আনাস, আবুত তুফাইল, সীরীন, ইকরামা, আতা প্রমূখের নিকট তিনি রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি অসাধারণ স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। আরবদের কবিতা, ইতিহাস, বংশতালিকা সম্পর্কে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাফসিরের ক্ষেত্রে প্রচুর সুখ্যাতি ছিল। এমনকি তাঁর সমসাময়িক অনেকের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দেয়া হত। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সাহাবায়ে কিরামদের ইখতিলাফ সম্পর্কে জানা, সর্বোপরি তাফসির সম্পর্কে প্রচুর প্রশংসা করেছেন ও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস সংকলকগণ তাঁর রিওয়ায়েতের উপর নির্ভর করতেন। তাফসির গ্রন্থাবলীতে তাঁর প্রচুর ব্যাখ্যাবলী লক্ষণীয়। এখানে বলা হয় যে, তাঁর একটি তাফসির গ্রন্থ ছিল। এটি খতীব আল বাগদাদী ব্যবহার করেছেন এবং তাবারী আরো ব্যাপকভাবে তা ব্যবহার করেছেন। মনে করা হয় এটা অনেক বড় ছিল। এটা হিজরী নবম শতাব্দী পর্যন্ত ইবন হাজার আসকালানীর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল বলে কোন কোন গবেষক দাবি করেছেন।[২১৫]

মোটকথা, তাঁরাই হলেন প্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান তাবিঈ, যাঁদের তাফসির সম্পর্কে অধিকাংশ বর্ণনা সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে। কিছু কিছু আহলে কিতাবদের নিকট থেকেও গ্রহণ করেছেন। বাকী সব তাঁদের ইজতিহাদ। নবুয়তের যুগের কাছাকাছি হওয়া, সাহাবায়ে কিরামদের সান্নিধ্য, তাঁর সময় পর্যন্ত আরবি ভাষার স্বাভাবিকতা বজায় থাকা ইত্যাদি কারণে তাফসির সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

---

২১৪ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয্-যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন* , প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪-১৩৫

২১৫ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৫-১৩৬

২.৪ তাবিঈগণের (রহ.) মাদরাসাকেন্দ্রিক পদ্ধতিগত তাফসিরের বৈশিষ্ট্য ঃ

এটি হলো তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের তৃতীয় স্তর। তাবিঈগণ ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ও সোনার মানুষ হিসেবে স্বীকৃত। মহানবী (সা.) বলেন: "সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, অত:পর সাহাবীদের যুগ, তারপর তাবে'ঈদের যুগ"।[২১৬] তাই এ যুগের তাফসিরের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এ যুগের মাদরাসাকেন্দ্রিক পদ্ধতিগত তাফসিরেরকিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

তাবিঈগণের (রহ.) যুগে মাদরাসাকেন্দ্রিক পদ্ধতিগত তাফসিরেরউল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

১. মাদরাসায়ে মক্কায় শাব্দিক ব্যাখ্যার ওপর অধিক জোর দেয়া হতো।

২. মাদরাসায়ে মক্কা ও মাদরাসায়ে ইরাকে শিষ্যদের মাঝে তাফসিরকর্মে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অনুমতি ছিল। অপরদিকে মাদরাসায়ে মদীনায় মুফাসসিরগণ ইজতিহাদভিত্তিক স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকতেন।

৩. মাদরাসায়ে মদীনার মুফাসসিরগণ বর্ণনামূলক তাফসিরকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের মাঝে বুদ্ধির ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। অপরদিকে মাদরাসায়ে ইরাকে বুদ্ধিভিত্তিক দলীল চয়নকে প্রাধান্য দেয়া হতো।

৪. অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় মাদরাসায়ে মদীনায় মতানৈক্যের মাত্রা কমছিল ।

৫. অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় মাদরাসায়ে মক্কায় আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক দিক আলোচনা ও ইসরাঈলী রিওয়ায়েত বেশি গ্রহণ করা হতো। এমনকি মাদরাসায়ে মক্কাকে তাফসির বিল মাসূর ও তাফসির বির রায়ের সম্মিলনের সূচনাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।[২১৭]

তাবিঈগণের (রহ.) তাফসির বিল মাসূরের নির্ভরযোগ্যতা:

তাবিঈনের তাফসির গ্রহণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। এক দল বলেছেন, তাঁদের তাফসির গ্রহণ করা যাবে না। আর এ মাযহাবের প্রবক্তাগণের মধ্যে ইবন আকীলের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের দলীল হলো, তাবিঈগণ নবীজীর কাছ থেকে কিছু শুনেননি এবং কোন পরিস্থিতিতে কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছে তাও জানেননি। কাজেই তাঁদের তাফসিরে ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। এসব কারণে আমাদের মনে হয় তাবিঈগণের বক্তব্য গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়, তবে গ্রহণযোগ্য।

---

২১৬ সহীহুল বুখারী- ২৬৫২, সহীহ মুসলিম- ২৫৩৩
২১৭ ড. মহী উদ্দীন বুলতাজী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭২-৭৩

অধিকাংশ মুফাসসিরগন বলেন, তাবিঈনের তাফসির গ্রহণযোগ্য। কেননা তাঁদের অধিকাংশ তাফসিরই সাহাবাগণের কাছ থেকে গ্রহণ করা। যেমন, মুজাহিদ (র.) বলেন "আমি আমার মাসহাফকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) এর নিকট তিনবার পেশ করলাম। সূরা ফাতিহা থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি আয়াত সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেছি।"কাতাদাহ (র) বলেন, "কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই, যার সম্পর্কে আমি কিছু না কিছু শ্রবণ করিনি।"কাজেই তাঁদের মতামত গ্রহণ করা যাবে। কেননা ওহী ও রাসূল (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার যুগ থেকে সময়ের ব্যবধানের দিক দিয়ে তাবিঈগণের যুগ পরবর্তীদের তুলনায় নিকটবর্তী ও নিরাপদ ছিল।

শায়খ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ সাফতী (র.) এ ক্ষেত্রে এক সুন্দর মন্তব্য পেশ করেন। তিন বলেন, "জমহুরের মতে তাবিঈনের তাফসির গ্রহণীয়। কেননা তাঁরা সাহাবীগণ (রা.) এর শিষ্য এবং তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাই যদি সে তাফসিরটি তাবিঈনের ইজমা তথা ঐক্যমতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তবে সেটা গ্রহণ করা উত্তম। আর যদি কোন তাবিঈ (র.) শুধু আহলে কিতাবের ওপর নির্ভর করে তাফসির করে থাকেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।[২১৮]

তাবিঈগণের (র.) তাফসিরের বৈশিষ্ট্যঃ

১. তাবিঈন (র.) এর যুগে তাফসিরের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী ও নাসারাদের প্রচুর বক্তব্য অনুপ্রবেশ করে। কেননা তাঁদের অধিকাংশই আহলে কিতাবের কাছ থেকে রিওয়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। তাঁরা সাধারণত: তেমন যাচাই বাছাই বা সমালোচনা করেননি। বিশেষত সৃষ্টি জগতের সূচনা এবং বিভিন্ন সৃষ্টি ও জগতের রসহস্য বিষয়ক মাসায়ালার ক্ষেত্রে তাবিঈন (র.) ইসরাঈলী ও নাসারাদের বক্তব্য গ্রহণ করেন।

২. তখনও তাফসির মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতেই চলে আসছিল। তাঁরা সাহাবীগণ (রা:) এর থেকে রিওয়ায়েত করতেন। এমনকি তাবিঈগণ একে অন্যের থেকেও তাফসির রিওয়ায়েত করতেন। কিন্তু তারপরও এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্টতা কেন্দ্রিক বিশেষত্ব বিরাজ করছিল। মক্কাবাসীরা হযরত ইবন আব্বাস (রা.), মদীনাবাসীরা হযরত উবাই (রা.) এবং ইরাকীও কূফীগণ, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা:) কে তাফসিরের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. তাবিঈনের যুগেই ফিকহী মতভেদের সূচনা হয়। যা তাফসিরের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। যেজন্য এমন তাফসির করা শুরু হয়ে যায়, যা অনেকটা ঐ ধরনের মতভেদেরই বাস্তবরূপ ।

---

২১৮ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ সাফতী, *আল মুহাদারাতু ফিত তাফসীরিল মাউদুঈ*

২.৫ তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের উদ্দেশ্য ঃ

উদ্দেশ্যবিহীন কোন কাজই যেমন সফলতা বয়ে আনেনা, তেমনি তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত মহৎ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদানও উদ্দেশ্যবিহীন এবং অর্থবিহীন হতে পারেনা; বরং কুরআনুল কারিমের তাফসির পাঠদানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে, যে উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে সফল ও কার্যকর পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো:

১. তাফসির পাঠদানের অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো- প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন, শিক্ষার্থীর ভুলগুলো পর্যায়ক্রমে সংশোধন করে দিবেন এবং সময়ের বিষয়টি মাথায় রেখে তাজবীদের গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করবেন যাতে তারা তাফসিরের পাশাপাশি কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধতিলাওয়াত শিখতে পারে।

২. শিক্ষার্থী তাফসিরকৃত আয়াত/আয়াত সমূহের অর্থ, অন্তর্নিহিত অর্থ ও আয়াতের ইংগিতবহ অর্থ বুঝতে সক্ষম হবে । এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে এ দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হবে, আর তা হতে হবে মূল কিতাব বা এ জাতীয় অন্যান্য মৌলিক তাফসির গ্রন্থ থেকে, কোন বাংলা গাইড/ নোটের সহায়তা ব্যাতীত। ফলে তার প্রচেষ্টালব্ধ এ শিক্ষা অপেক্ষাকৃত টেকসই ও ফলদায়ক হবে। আর কোন বাংলা গাইড/ নোট বইয়ের জ্ঞান পরীক্ষা পাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হলেও জ্ঞানের প্রসারতা, প্রখরতা ও স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে এককেবারেই অকার্যকর।

৩. শিক্ষার্থী তাফসিরুল কুরআনের পাঠ গ্রহণ শেষে, নিজের ভাষায় অর্জিত পাঠ প্রকাশ করতে বা বুঝাতে সক্ষম হবে, অর্থাৎ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ যথাযথভাবে বুঝবে, হৃদয়ঙ্গম করবে ও তা যথাযথভাবে প্রকাশে সক্ষম হবে । আর উক্ত পাঠ গ্রহণ মুখস্থ নির্ভর না হয়ে অবশ্যই তা অনুধাবন নির্ভর হতে হবে।

৪. শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণ শেষে তাফসিররকৃত আয়াত/আয়াত সমূহের বিধি-বিধান বুঝতেও হুকুম-আহকাম বের করতে সক্ষম হবে এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে এবং অপরকে বুঝাতে সক্ষম হবে।

৫. পাঠ গ্রহণ শেষে শিক্ষার্থী তাফসিররকৃত আয়াত/আয়াত সমূহ হতে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো বের করতে সক্ষম হবে, প্রজোয্য ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহযোগিতা নিবে ও তার প্রতিভাত বিষয়গুলো শিক্ষক প্রয়োজনে সম্পাদনা করে দিবেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

৬. তাফসির পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে, চিন্তার প্রখরতা ও প্রসারতা ঘটবে, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন নতুন বিষয় নিজের ভাষায় বুঝতে এবং প্রকাশ করার পদ্ধতি ও দক্ষতা অর্জিত হবে।

৭. তাফসির পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বুঝার,ব্যাখ্যা করার,শিখনফল বের করার, প্রকাশ করার ও অপরকে বুঝানোর যোগ্যতা অর্জিত হবে এবং তার সার্বিক দক্ষতা উত্তরোত্তর শানিত হবে ও বৃদ্ধি পাবে।

৮. তাফসিরের পাঠ গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হবে। তারা কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত হবে, কুরআনে বর্ণিত আদিষ্ট বিষয়গুলোর যথাযথ পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জনে আগ্রহী হবে।

৯. এ বিষয়ের পাঠ গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে কুরআনের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বৃদ্ধি পাবে, বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করবে, সকল বিষয়ের ওপর কুরঅনকে প্রাধান্য দিতে শিখবে এবং যেকোন বিষয়ে কুরআন মাজীদকে ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্থ হবে।

১০. তাফসিরের পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াত সমূহ মুখস্থ করবে এবং শিক্ষক এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।[২১৯] ফলে তাদের সীনায় কুরআন মাজীদের কিছু অংশ হলেও সংরক্ষিত হবে, যা পরবর্তীতে তাদের কুরআনের তাফসির বুঝতে ও বুঝাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২১৯ ড.ইবরাহীম মুহাম্ম আশশাফে'য়ী,*আত তারবিয়া আল ইসলামিয়া ওয়া তুরুকু তাদরিসিহা*,দ্বিতীয় সংস্করন-১৯৮৪,.মাকতাবুত ফালাহ, কুয়েত, পৃঃ ১৬৭-১৬৮

২.৬ তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান পদ্ধতি বা মৌলিক নীতিমালা ঃ

প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতি বা নীতিমালা থাকা আবশ্যক , যাতে উক্ত বিষয়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা যায়। অনুরুপভাবে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের পাঠদানের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত কিছু পদ্ধতি বা নীতিমালা রয়েছে, সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সম্যক ধারনা লাভপূর্বক তার যথাযথ অনুসরণ অতীব জরুরী। আর তাফসিরুল কুরআন বিশ্বের একমাত্র বিশুদ্ধ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। যে মহাগ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন: الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.[২২০] 'আলিফ্-লাম-মীম, ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ'।[২২১] তাই এ কুরআনুল কারিমের তাফসিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় তাফসিরুল কুরআনের পাঠদানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এ সকল নিয়ম-নীতি অনুসরন করা অতীব জরুরী। এ অধ্যায়ে তাফসিরুল কুরআন পাঠদান পদ্ধতি ও আমাদের দেশে প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. শিক্ষকের নির্দেশনানুযায়ী শিক্ষার্থী নিজ নিজ পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। শিক্ষকের সহায়তায় সে শব্দের ও বাক্যের অর্থ বুঝতে সচেষ্ট হবে এবং সে শিখনফল বের করতে চেষ্টা করবে।মোটকথা, শিক্ষক কর্তৃক পাঠদানের পূর্বে শিক্ষার্থী পঠিতব্য পাঠ ভালোভাবে দেখে আসবে, পড়ে আসবে, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করে রাখবে বা লিখে রাখবে যা ক্লাসে শিক্ষকের পাঠদানের সময় বুঝার চেষ্টা করবে ; কিন্তু শিক্ষকের স্বাভাবিক পাঠদানের মাধ্যমে যদি সে সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে শিক্ষককে প্রশ্ন করে বা তাঁর সহাতায় উক্ত সমস্যা সমাধান করবে। এতে করে আলোচিত পাঠটি শিক্ষর্থীর নিকট অধিকতর সহজবোধ্য ও বোধগম্য হবে এবং তার আত্মনির্ভরতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। কেননা শিক্ষক নির্ভরতা ও শিক্ষক কেন্দ্রিক পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষর্থীর অংশ গ্রহণ কম থাকে বলে শিক্ষার্থী পাঠ ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়না এবং তার আত্মনির্ভরতাও বৃদ্ধি পায় না। যেমন- গাড়ীর চালক ও তার যাত্রী। চালক অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাস্তা দেখে-শুনে গাড়ী চালাতে হয় বলে অপরিচিত রাস্তাও তার নিকট সহজে পরিচিত হয়ে যায় ; কিন্তু যাত্রী গাড়ীতে ঘুমিয়ে থাকে বা অমনোযোগী অবস্থায় থাকে বলে সে রাস্তাঘাট সেভাবে চিনতে পারে না।

---

২২০ কুরআনুল কারীম, সূরাতুল বাক্বারা:১-২

২২১ সূরাতুল বাক্বারা: ১-২, ***কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা- ০৪

২. তাফসির পাঠদানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টিঅত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুসরণীয়তাহলো, শিক্ষক সর্বদা চেষ্টা করবেন শিক্ষার্থী যেন"التعلم الذاتي" তথা স্বনির্ভর পাঠ কিভাবে গ্রহণ করবে ও সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবে,সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তাফসির পাঠদানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিমাথায় রাখাা অতি আবশ্যক। শিক্ষার্থী কি শিখল সেটা মুখ্য বিষয় না হয়ে, কিভাবে শিখবে সেটাই মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত; কেননা কাউকে মাছ/ পাখি দান করার চেয়ে কিভাবে মাছ/পাখি শিকার করা যায় তার পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞানদান করাই তার জন্যঅতি উত্তম ও স্থায়ী সমাধান। এজন্যই মহানবী (সা.) এর নিকট একজন ভিক্ষুক এসে কিছু ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে সরাসরি কোন ভিক্ষা না দিয়ে তার বাসায় কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন এবং বাসায় থাকা কম্বলটি বিক্রি করে কিছু অংশ দিয়ে পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবার কিনতে এবং বাকী অংশ দিয়ে একটি কুঠার কিনে বন থেকে লাকড়ী সংগ্রহ করে তা বিক্রি করার পরামর্শ দেন; যার ফলে পরবর্তীতে তার সাংসারিক অভাব-অনটন দূর হয়ে যায় এবং স্বচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি ফিরে আসে। তাই কী শিখল এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ না করে, শিক্ষার্থী কিভাবে শিখবে সে সম্পর্কিত জ্ঞান বা পদ্ধতি তাদের দেওয়াই অধিক উত্তম, টেকসই ও স্থায়ী সমাধান। আর একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য এটি অনুসরণ করা অতীব জরুরী।

৩. তাফসির পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় হবে মূল বইয়ের ওপর প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় বা রেফারেন্সবই সংযোজন করা। যাতে শিক্ষার্থীর নিকট আলোচ্য বিষয় সহজবোধ্য ও আর্কষণীয় এবং অধিকতর কার্যকর হয়। কিছু কিছু শিক্ষক আছেন যাঁরা তাঁদের পাঠদানে সহজবোধ্য ও আর্কষণীয় করতে মূল বইয়ের বাহিরে কোনো কিছু যোগ করেন না বা করতে চান না, বরং একটিমাত্র বইকেই পাঠদানের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন। যার ফলে উক্ত পাঠটি শিক্ষার্থীর নিকট আর্কষণীয় ও প্রানবন্ত পাঠে পরিণত হয় না, এতে সে মজা পায় নাএবং পাঠটি তার জন্য কাঙ্ক্ষিত সফলতা বয়ে আনে না । তাই শিক্ষকের করণীয় হবে শিক্ষার্থীর নিকট পাঠটি সহজবোধ্য ও আর্কষণীয় করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো এবং নির্ধারিত কিতাবের বাহিরে বিভিন্ন সহায়কবই বা বিভিন্ন রেফারেন্স গ্রহণপূর্বক শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪. অংশগ্রহণমূলক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। কেননা সফল ও কার্যকর পাঠদানের জন্য এটি অতীব জরুরী। আর তা হলো একজন শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমনি শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, তেমনি শিক্ষার্থীদের পাঠে তাদের মতামত বা ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে কিংবা প্রশ্ন করার মাধ্যমে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করাবেন। এতে করে শিক্ষার্থী ক্লাসে অপেক্ষাকৃত অধিক মনোযোগী হবে এবং পাঠে তার অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ফলে উক্ত পাঠটি তার জন্য অধিকতর কার্যকর ও ফলদায়ক হবে এবং তার বিষয়ভিত্তিক দক্ষতাও বৃদ্ধিপাবে। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল

আলামীন নবী মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী তাঁর সাহাবীগণ (রা.) দের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি সাহাবাগণকে প্রশ্ন করেছেন তাঁরা উত্তর প্রদান করেছেন, আবার সাহাবীগণ তাঁকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করতেন। এ ছাড়াও তাঁরা বিভিন্ন মতামত বা ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর পাঠে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবেয়ীন (র.) একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাই তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভের জন্য আমাদেরও এ পদ্ধতি যথাযথ গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা আবশ্যক।

৫. বাংলাদেশী শিক্ষার্থী যারা তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠ গ্রহণ করছে তা তাদের মূল ভাষায় (বাংলায়) নয়। তাই কুরআনের তাফসির বুঝার কাজটি তাদের জন্য একেবারে সহজ ও সাবলীল হবার নয়। আর এ জন্য তাফসির বুঝার ক্ষেত্রে তাদের কিছু পূর্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন যার অর্জনে তাদের তাফসির বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। তাফসির বুঝার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর পূর্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন তাহলো :

- নাহু ও সরফ সম্পর্কিত জ্ঞান
- অভিধান বিষয়ক জ্ঞান
- বালাগাতবিষয়কজ্ঞান
- মানতিক সংশ্লিষ্ট জ্ঞান
- আকাঈদ বিষয়ক জ্ঞান।
- ইলমুর রিওয়াইয়াহ ও ইলমুদ দিরাইয়াহসংশ্লিষ্ট জ্ঞান
- উসূলুত তাফসির বিষয়ক জ্ঞান,ইত্যাদি।

তাই তাফসিরের পাঠ গ্রহণের পূর্বে শিক্ষার্থীর এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি তাফসিরের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষযগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আর্কষণ করবেন। তবে এ কথার অর্থ এ নয় যে, কুরআনের তাফসির এমন কঠিন বিষয় যা বুঝার জন্য শিক্ষার্থী কোন চেষ্টা-সাধনা করবে না ; বরং শিক্ষার্থী নিজে পড়বে, বুঝার চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজনীয় স্থানে শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করবে। ফলে শিক্ষার্থীর নিকট পাঠটি আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত, সহজবোধ্য ও মজাদার হবে। আর এতে তাফসির সম্পর্কীয় জ্ঞানের প্রসারতাও তাদেরমাঝে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

৬.তাফসির বুঝার ক্ষেত্রে **سياق اللباب**বা আয়াত / বাক্যের ধরণ বুঝার গুরুত্ব অপরিসীম।

কেননা তা বুঝতে ব্যার্থ হলে সঠিক তাফসির করা বা বুঝা সম্ভব নয়। তাই এ সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের দেওয়া আব্যশক। কুরআনের বিধি-বিধান সমূহ বুঝার ক্ষেত্রেও এটি অতীব জরুরী।

৭.তাফসিরের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আব্যশক। পাঠ বুঝার ক্ষেত্রে বিষয় সম্পৃক্ত প্রাথমিক জ্ঞান বা ধারণার গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা মানব বিবেক বিষয় সম্পর্কে প্রথমে সাধারণ জ্ঞান বা ধারাণা লাভ করে, পরবর্তীতে বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ও আন্তর্নিহিত জ্ঞান লাভ করা তার জন্য সহজতর হয়। তাই তাফসিরের পাঠদানে শিক্ষক কর্তৃক প্রথমে শিক্ষার্থীকে বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞান প্রদান করতে হবে। অত:পর পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত জ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীর নিকট পাঠটি সহজ, কার্যকর ও টেকসই হবে ।[২২২]

২২২ ড.ইবরাহীম মুহাম্ম আশশাফেয়ী,*আত তারবিয়া আল ইসলামিয়া ওয়া তুরুকু তাদরিসিহা*,দ্বিতীয় সংস্করন-১৯৮৪,.মাকতাবুত ফালাহ, কুয়েত, পৃঃ ১৭২-১৭৫

২.৭ তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের নমুনা পাঠপরিকল্পনাঃ

সফল ও কার্যকর পাঠদানের পূর্বশর্ত হলো সঠিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। আর এটি একজন আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সম্যক ধারণা গ্রহণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সামনে যাতে সহজ ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে পাঠটি উপস্তাপন করতে পারেন সে জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। কিন্তু ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানকারী এমন কিছু শিক্ষক আছেন, যারা ক্লাসে যাবার পূর্বে বিষয়কেন্দ্রিক অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা করার তেসন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। ক্লাসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চান, আমরা আজ কোন বিষয়ে পাঠদান করব? কি পড়ব? কোথায় পড়ব? ইত্যাদি। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে নীতিবাচক প্রভাব পড়ে, পাঠে তারা যথাযথভাবে আকৃষ্ট হয় না এবং সে পাঠটি তাদের নিকট সহজ, সাবলীল, প্রাণবন্ত ও সফল পাঠে পরিণত হয় না। কেননা শিক্ষক তাতে পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। সফল ও কার্যকর পাঠদানের জন্য সঠিক প্রক্রিয়ায় পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তার যথাযথ বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও প্রয়াজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভের জন্য পাঠদানের ধাপ ও নমুনা পাঠপরিকল্পনা উপস্থাপন করছি:

ক. আদর্শ পাঠদানের ধাপসমূহ (خطوات تدريس التفسير):

সকল বিষয়ের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও সোপান রয়েছে, পাঠদানকালীন যে ধাপগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন । তবে বিষয়কেন্দ্রিক সে পদ্ধতি ও সোপানের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। যেমন তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের উল্লেখযোগ্য সোপান বা ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

১- التمهيد/ التقديم (ভূমিকা)

২- القراة الجهرية من المدرس للايات (শিক্ষক কর্তৃক পঠিতব্য আয়াতসমূহের সুস্পষ্ট তিলাওয়াত)

৩- مناقشة الايات وشرحها (সংশ্লিষ্ট আয়তসমূহের তাফসির)

৪- تعبير الطلاب/الطالبات عن الايات (শিক্ষার্থী কর্তৃক আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা)

৫- القراة الجهرية من الطلاب/الطالبات (শিক্ষার্থী কর্তৃক আয়াতসমূহের সুস্পষ্ট তিলাওয়াত)

৬- الاستنتاج (উপসংহার)

৭. حفظ الايات/ الواجب المنزلي (আয়াত/আয়াতসমূহ মুখস্থ করা বা বাড়ীর কাজ প্রদান করা)[২২৩]

২২৩ ড.ইবরাহীম মুহাম্ম আশশাফেয়ী,*আত তারবিয়া আল ইসলামিয়া ওয়া তুরুকু তাদরিসিহা*,দ্বিতীয় সংস্করন-১৯৮৪,.মাকতাবুত ফালাহ, কুয়েত, পৃ: ১৭৪-১৮১

খ. পাঠদানের নমুনা পাঠপরিকল্পনাঃ

সফল ও কার্যকর পাঠদানের জন্য পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন অতি পরীক্ষিতত আদর্শ পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পূর্বে যে কাজটি সুসম্পন্ন করা সকল শিক্ষকের জন্য জরুরি। তাই পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। নিম্নে আদর্শ পাঠদানের ২টি নমুনা পাঠপরিকল্পনা পেশ করছি:

নমুনা পাঠপরিকল্পনা-১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 11/11/ 2019م

الصف: الفاضل

المادة: التفسير

الموضوع: من قوله تعالى (عَبَسَ وَتَوَلَّى ..... فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ)

مدة المحاضرة: 50 دقيقة

পরিকল্পনা	অংশ	বাস্তবায়ন
১. ভূমিকা	৩ মিনিট	**عَبَسَ وَتَوَلَّى - أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى - وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى- أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى - أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى - فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى - وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى - وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى - وَهُوَ يَخْشَى - فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى - كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ - فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (سورة عبس: 1-12).** উল্লেখিত আয়াতের তাফসির পাঠদান কার্যক্রম শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও তাদেরকে পরিপূর্ণ ক্লাসমুখী করার লক্ষে আমি সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা পেশ করব। আর উক্ত ভূমিকাতে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে নিম্নোক্ত চিত্রটি উপস্থাপন করব। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাদরাসা পরিচালকের সাথে কথা বলা অবস্থায় তোমার কোন সহপাঠি এসে তোমার কাছে কিছু জানতে চায় বা বলতে এবং তাড়াহুড়া না করলেও তোমাকে পিড়াপিড়ি করে, তাহলে তুমি কি মাদসারা

		পরিচালকের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথা বন্ধ করে তোমার সহপাঠির ডাকে সাড়া প্রদান করবে? নাকি সহপাঠিকে অপেক্ষা করতে বলে পরিচালকের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাবে এবং তা যৌক্তিক পর্যায়ে শেষ করবে ? অত:পর আমি তাদের উত্তরসমূহ মনোযোগসহকারে শুনব, আর একথা সত্য যে তারা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করবে। কেউ পরিচালকের সাথে কথা চালিয়ে যাওয়াকে প্রাধান্য দিবে, কেউ সহপাঠির ডাকে সাড়াদানকে প্রাধান্য দিবে। আর আমি তখন প্রত্যেক গ্রুপকে তাদের নিজ নিজ অবস্থানের কারণ জিজ্ঞেস করব। অত:পর দু'টি অবস্থানের কারণ ও যৌক্তিকতার আলোচনা শেষ করে শিক্ষার্থীদের বলব: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঠিক এমন একটি অবস্থার সম্মুখিন হয়েছিলেন। তিনি একদিন কুরাইশ নেত্রীবৃন্দের সাথে তাদেরকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করার মানসে ও ঈমান আনয়নের আশায় আলোচনা করছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) নামক একজন মুমিন অন্ধ ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট এলেন এবং দ্বীনের কিছু বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেও তিনি ক্রমাগত প্রশ্ন করতেই থাকলেন। অত:পর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুশরিকদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখলেন, কারণ বিষয়টি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজ আমরা আল কুরআনুল কারিমের এমন কিছু আয়াতুল কারিমার তাফসির শিখব যেগুলো এ অবস্থান পরিষ্কার করবে যাতে করে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সিদ্ধান্ত জানতে পারি। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে যা ঘটেছে সরাসরি সে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে গল্পকারে বর্ণনা করব এবং এ পাঠের ভূমিকায় তা অবতারনাও করা যেতে পারে। অত:পর আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করব যে, রাসুল (সা:) আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? অত:পর আমি তাদের উত্তরসমূহ গুরুত্বসহ শুনব। অত:পর তাদেরকে প্রশ্ন করব, আর কী বা হত যদি তিনি কাফিরদের সাথে কথা ছেড়ে দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের (রা.) কথার উত্তর প্রদান করতেন? অত:পর তাদেরকে বলব, আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন একটা অবস্থানের ইচ্ছা পোষণ করেছেন যা ইচ্ছে তিনি আব্দুল্লাহর ইবনে উম্মে মাকতুমের (রা.) সাথে কথা বলবেন/ মনোযোগ দিবেন কাফেরদের সাথে আলোচনা বাদ দিয়ে। কিন্তু কেন? তিনি যদি আব্দুল্লাহ উত্তর না করে কাফিরদের সাথে কথা অব্যাহত রাখতেন তাহলে কী হত? অত:পর তাদেরকে বলব, চল আমরা আয়াতগুলোতে এ বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত জেনে নিই। অত:পর উক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করব এবং শিক্ষার্থীদের বলব, আমরা বুঝার চেষ্টা করব, তিনি আমাদেরকে উক্ত আয়াতের মাধ্যমে কি শিক্ষা দিয়েছেন? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বুঝার তৌফিক দান করুন।
২. শিক্ষার্থীর সম্মুখে পঠিতব্য **আয়াতাবলি** উপস্থাপন	২ মিনিট	যে আয়াতসমূহের তাফসির করা হবে, শিক্ষক হিসেবেশুরুতেই শিক্ষার্থীদের তার নির্দেশনা প্রদান করব। তাদেরকে সূরার নাম এবং আয়াতের নম্বরসমূহ জানিয়ে দিব, মাসহাফ/তাফসির গ্রন্থের যে পৃষ্ঠায় তা পাওয়া যাবে তা তাদেরকে জানিয়ে দিব। অত:পর পঠিতব্য অংশ/অংশবিশেষ সুস্পষ্টভাবে বোর্ডে লিখব।

করব		
৩. শিক্ষার্থীদের সামনে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করব	৩ মিনিট	অত:পর শিক্ষার্থীদের সামনে উচ্চস্বরে, সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে উক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করব। প্রয়োজনে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী কোন শিক্ষার্থী কিংবা অডিও বা ভিডিওর মাধ্যমে মডেল তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করব, সকলের শ্রবণের ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করব এবং সবাই যেনো তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে সে বিষয়ে খেয়াল রাখব। যাতে করে পর্যায়ক্রমে তাদের সকলের তিলাওয়াত সুন্দর ও বিশুদ্ধ হয়।
৪. শিক্ষার্থীদের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াত সমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করব	১৮ মিনিট	অত:পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে প্রথম দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করব: আয়াত দুটি হল: عَبَسَ وَتَوَلَّى - أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى - অত:পর তাদে জানতে চাইব, অন্ধ লোকটি যখন তাঁর নিকট এলেন তখন রাসূল (সা.) কী করলেন? যার উত্তর হবে, মুখ ফিরালেন এবং ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। অত:পর তাদেরকে প্রশ্ন করব, যখন অন্ধ লোকটি এলো তখন নবী (সা.) তাঁর থেকে মুখ ফিরালেন এর মানে কী? যার উত্তর হবে যথাক্রমে অবজ্ঞা, কোঁচকানো বা কুঞ্চিত করা। এ অর্থ বলার সাথে সাথে উক্ত অর্থগুলো তাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে বোর্ডে লিখব। অত:পর তাদেরকে প্রশ্ন করব, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম হতে মুখ ফিরালেন বা ভ্রুকুঞ্চিত করলেন? যার উত্তর হবে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূলত: তাকে দেখে মুখ ফিরাননি বা ভ্রুকুঞ্চিত করেননি; বরং তিনি মুশরীকদের সাথে যে কথা আলোচনা করতেছিলেন, তা হতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে উক্ত কথা শেষ করতে চেয়েছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে দ্বীনের প্রতিআকৃষ্ট করা। এমনিভাবে বাকি আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করব এবং গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অর্থগুলো শিক্ষার্থীদের সুবিধার্তে স্পষ্টভাবে বোর্ডে লিখব এবং প্রয়োজনে তাদের প্রদত্ত উত্তরসমূহ সম্পাদনা করে দিব।
৫. শিক্ষার্থীদের বুঝ অনুযায়ী নিজস্ব পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে	১০ মিনিট	ইতিপূর্বে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে যে তাফসির পেশ করেছি, তা যাচাইয়ের লক্ষে কতিপয় শিক্ষার্থী হতে তাদের নিজেদের ভাষায় আয়াত/আয়াতসমূহের কিছু ব্যাখ্যা জানতে চাইব। তখন কোন শিক্ষার্থী হয়ত বলবে, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) যখন দ্বীনের বিধি-বিধান জানার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) এর নিকট আসলেন, তখন তিনি তাঁর থেকে কিছুটা সময় বিরত থাকেন। কারণ তিনি তখন মুশরিকদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতেছিলেন,যার লক্ষ ছিল তাদেরকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ইসলামধর্মে প্রবেশ করানো। এভাবে আরো প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থীর নিকট হতে ব্যাখ্যা জানতে চাইব, যাতে করে সকলের/অধিকাংশের তাফসির বুঝার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।
৬. শিক্ষার্থী কর্তৃক সুস্পষ্ট তিলাওয়াত	৪ মিনিট	ইতিমধ্যে যে আয়াত/আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের এক এক করে উচ্চস্বরে তার তিলাওয়াতের দ্বায়িত্ব প্রদান করব এবং অন্য সহপাঠিরা যাতে গভীর মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করব। আর তিলাওয়াতের মাধ্যমে আয়াত/আয়াতসমূহের মর্মার্থ সকলের/অধিকাংশের বোধগম্য হওয়া পর্যন্ত সময়ের বিষয়টি মাথায় রেখে এ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাব।

৭. উপসংহার	৩ মিনিট	উক্ত আয়াতে কারিমা থেকে কী কী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং কি শিক্ষা লাভ করা যায় এ উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের আমি কিছু প্রশ্ন করব । যেমন- - আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) এর সাথে রাসূল (সা.) এর কি করা উচিত ছিলো? - রাাসূল (সা.) কর্তৃক আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা:) এর সাথে উক্ত আচরণের কারণ কি ছিল? - উল্লেখিত আয়াতের আলোকে আমাদের জীবনে কি কি বৈশিষ্ট্য ধারণ করা উচিত? - দ্বীনানোবষণকারী এবং কাফির/মুশরিক একই সময়ে কোন বিষয়ে উপস্তিত হলে আমাদের করণীয় কি হবে ? - দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে একজন দা'য়ী বা মুসলমানের করণীয় ও কৌশল কি? ইত্যাদি।
৮. শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াত সমূহ মুখস্থ করাবো বা বাড়ীর কাজ প্রদান করব	৫ মিনিট	তাফসিরের পাঠদান শেষে সম্ভব অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াতসমূহ মুখস্থ করাবো। আর ক্লাসে সম্ভব না হলে বাসা/বাড়ী হতে মুখস্থ করে আসতে বলব এবং তাদেরকে সহজভাবে মুখস্থকরণের প্রয়োজনীয় কৌশল ও নির্দেশনা প্রদান করব।
৯. সমাপনী	২ মিনিট	পরিশেষে শিক্ষার্থীদের উক্ত পাঠদানের ওপর কোন প্রশ্ন বা ব্যাখা জানার আছে কিনা তা জানতে চাইব। উক্ত পাঠের ওপর তাদের কোন কিছু জানার থাকলে সংক্ষেপে তা সমাধানের চেষ্টা করব এবং তাদেরকে ধন্যবাদ ও শুভ কামনা জানিয়ে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে ক্লাস থেকে বিদায় গ্রহণ করব।

নমুনাপাঠপরিকল্পনা-২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 11/11/ 2019م

الصف: الكامل

المادة: التفسير

الموضوع: من قوله تعالى (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ.....وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا)

مدة المحاضرة: 50 دقيقة

পরিকল্পনা	অংশ	বাস্তবায়ন
১. ভূমিকা	৩ মিনিট	**عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ - الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ - كَلَّا سَيَعْلَمُونَ - ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ - أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا - وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا - وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا - وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا - وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا - وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا - وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا - وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا - لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا - وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. (سورة النبأ:1 -16)** উল্লেখিত আয়াতের তাফসির পাঠদান কার্যক্রম শুরুর পূর্বে শ্রেণিতে পাঠোপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও তাদেরকে পরিপূর্ণ পঠিতব্য বিষয়মুখী করার লক্ষে সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা পেশ করব। উক্ত ভূমিকাটি এভাবে শুরু করতে পারি যে, প্রায় প্রত্যেক যুগেই যেমনি মুমিন পাওয়া যায়, তেমনি কাফির বা মুশরিক পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে নবী (সা.) এর যুগেও মুমিন এবং কাফির ও মুশরিক বিদ্যমান ছিল। তোমাদের মধ্যে কে কে এ দু'য়ের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে বলতে পার ?শিক্ষার্থীরা তখন বিভিন্নজনে বিভিন্ন জবাব দেয়ার চেষ্টা করবে। পর্যায়ক্রমে তারা হয়ত বলবে,যারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা.), আসমানী কিতাব, ফেরেশতা, পূণরুত্থান দিবস ও পরকালেপরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তারা মু'মিন, আরা যারা তা অস্বীকার

		করে তারা কাফির। আর যদি শিক্ষার্থীরা এতে সঠিক জবাব দিতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাদেরকে আরো সহজিকরণ করে প্রশ্ন করব, পূণরুত্থান দিবসের বিষয়ে ইক্ত দু'দলের কী ধারণা? তখন তারা হয়ত বলবে, মুমিনরা পূণররুত্থান দিবসে বিশ্বাসী, আর কাফিররা তা বিশ্বাস করে না। অত:পর তাদেরকে প্রশ্ন করব, কাফিররা কেন পূণরুত্থান দিবসকে বিশ্বাস করে না? তখন তাদের কেহ হয়তো উত্তর দেবে কাফিররা পূণরুত্থান দিবসকে এ জন্য বিশ্বাস করে না যে, তাদের ধারণানুযায়ী আল্লাহ তা'আলা মৃতকে পূণ:রায় জীবিত করতে সক্ষম নয়। তখন তাদেরকে প্রশ্ন করব, কাফিরদের এ ধারণার প্রেক্ষিতে তোমাদের অভিমত কী? তখন তাদের মধ্য হতে উত্তর আসতে পারে আল্লাহ তা'আলা এতে পরিপূর্ণ সক্ষম। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের সাধ্যমত যুক্তি, দলীল বা চিন্তা পেশ করবে। অত:পর তাদেরকে প্রশ্ন করব, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের দলীল বা প্রমাণ আছে কি? অত:পর তিনি বলবেন, হ্যাঁ, অবশ্যই কুরআনুল কারিমে এ বিষয়টির বিভিন্ন দলীলসহ সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আমরা আজ যে পাঠটি গ্রহণ করব, যে আয়াতসমূহ পাঠ করবো তাতে পূণরুত্থান দিবস, এ দিবস সম্পর্কে কাফিরদের ধারণা, তাদের ধারণার সুস্পষ্ট জবাবসহ আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অনেক প্রমাণ তোমরা পাবে ইনশাআল্লাহ। অতএব আমরা উক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করব এবংবুঝার চেষ্টা করব, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তৌফিক দান করুন। অত:পর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করব বা বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করব এবং শিক্ষার্থীরা যেন তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে ও চুপে চুপে তিলাওয়াত করে সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করব।
২. শিক্ষার্থীর সম্মুখে পঠিতব্য **আয়াতসমূহ** উপস্থাপন করব	২ মিনিট	যে আয়াতসমূহের তাফসির পেশ করা হবে শুরুতেই শিক্ষার্থীদের তার নির্দেশনা প্রদান করব।তাদেরকে সূরার নাম এবং আয়াতের নম্বরসমূহ জানিয়ে দিব,মাসহাফ/তাফসির গ্রন্থের যে পৃষ্ঠায় তা পাওয়া যাবে তা তাদেরকে জানিয়ে দিব। অত:পর পঠিতব্য অংশ/অংশবিশেষ বোর্ডে

		সুস্পষ্টভাবে লিখব।
৩. শিক্ষার্থীদের সামনে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করব	৩ মিনিট	অত:পর শিক্ষার্থীদের সামনে উচ্চস্বরে, সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে উক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করব। প্রয়োজনে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী কোন শিক্ষার্থী কিংবা অডিও বা ভিডিওর মাধ্যমে মডেল তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করব, সকলের শ্রবণের ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করব এবং সবাই যেনো তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে সে বিষয়ে খেয়াল রাখব। যাতে করে পর্যায়ক্রমে তাদের সকলের তিলাওয়াত সুন্দর ও বিশুদ্ধ হয়।
৪. শিক্ষার্থীদের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াতসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করব	১৮ মিনিট	অত:পর শিক্ষার্থীদের সামনে উপরোক্ত আয়াতসমুহের প্রথম ৩টি আয়াত তেলাওয়াত করব: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ -عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ - الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. অত:পর তাদেও নিকট জানতে চাইব, يَتَسَاءَلُونَ শব্দের অর্থ কী? তারা হয়ত উত্তর দিবে একে অপরকে প্রশ্ন করা বা জানতে চাওয়া। অত:পর তাদের নিকট জানতে চাইব তারা কোন বিষয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করছিল? তখন হয়ত কেউ কেউ তার উত্তরে বলবে, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং মৃত্যুর পর পুণ:রায় জীবিত হওয়ার বিষয়ে। অত:পর তাদেরকে প্রশ্ন করব, النَّبَإِ الْعَظِيمِ বলতে কী বুঝানো হয়েছে? তার জবাবে হয়ত কেউ কেউ বলবে কুরআনুল কারিমকে বুঝানো হয়েছে। অত:পর তাদেরকে প্রশ্ন করব কুরআনুল মাজীদকে কেন النَّبَإِ الْعَظِيمِহিসেবে অভিহিত করা হয়েছে? তখন হয়ত কোন কোন শিক্ষার্থী বলবে যে, এ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, রাসূল (সা.) এর প্রতি ঈমান, পূণরুত্থান দিবস ও মৃত্যুর পর আবার জীবিত করাসহ ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাই এ কুরআনকে النَّبَإِ الْعَظِيمِহিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অত:পর তাদেরকে প্রশ্ন করব مُخْتَلِفُونَদ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? তখন হয়ত কেউ কেউ বলবে এখানে مُخْتَلِفُونَ দ্বারা কুরআন সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের বিভিন্ন অন্যায় ও ভ্রান্ত মন্তব্যকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- তাদের কেহ কেহ বলেন ইহা যাদু, আবার কেহ কেহ বলেন ইহা কবিতা, আবার কেহ কেহ বলেন ইহা গণকদের গণনা, আবার কেহ কেহ বলেন ইহা পূর্ববর্তীদের গল্পকাহিনী। এমনিভাবে বাকি আয়তসমূহের ব্যাখ্যা করব এবং গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অর্থগুলো শিক্ষার্থীদের সুবিধার্তে স্পষ্টভাবে বোর্ডে লিখব এবং প্রয়োজনে তাদের প্রদত্ত উত্তরসমূহ সম্পাদনা করে দিব।
৫. শিক্ষার্থীদের বুঝ অনুযায়ী নিজস্ব	১০ মিনিট	ইতিপূর্বে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে যে তাফসির পেশ করেছি, তা যাচাইয়ের লক্ষে কতিপয় শিক্ষার্থী হতে তাদের নিজেদের ভাষায়

পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে		আয়াত/আয়াতসমূহের কিছু ব্যাখ্যা জানতে চাইব। তখন কোন শিক্ষার্থী হয়ত বলবে, النَّبَإِ الْعَظِيمِ বলবে কুরআনুল কারিমকে বুঝানো হয়েছে। আবার হয়ত কেহ কেহ বলবে যে, এ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, রাসূল (সা.) এর প্রতি ঈমান, পূণরুত্থান দিবস ও মৃত্যুর পর আবার জীবিত করাসহ ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাই এ কুরআনকে النَّبَإِ الْعَظِيمِ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে আরো প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থীর নিকট হতে ব্যাখ্যা জানতে চাইব, যাতে করে সকলের/অধিকাংশের তাফসির বুঝার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।
৬. শিক্ষার্থী কর্তৃক সুস্পষ্ট তিলাওয়াত	৪ মিনিট	শিক্ষক ইতিমধ্যে যে আয়াত/আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করলেন, শিক্ষার্থীদের এক এক করে উচ্চস্বরে তার তিলাওয়াতের দ্বায়িত্ব প্রদান করবেন এবং অন্য সহপাঠিরা গভীর মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে। আর তিলাওয়াতের মাধ্যমে আয়াত/আয়াতসমূহের মর্মার্থ সকলের/অধিকাংশের বোধগম্য হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।
৭. উপসংহার	৩ মিনিট	উক্ত আয়াতে কারিমা থেকে কী কী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং কি শিক্ষা লাভ করা যায় এ উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের আমি কিছু প্রশ্ন করব । যেমন- - একজন মু'মিনের জন্য কোন কোন বিষয়ের প্রতি ঈ'মান আনা জরুরি? - কাফির ও মুশরিকদের কুরআনুল কারিম বিষয়ে মতানৈক্য করার কারণ কী? - আল্লাহ তা'আলা কেন আমাদেরকে এত অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন? ইত্যাদি।
৮.শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াতসমূহ মুখস্থ করাবো বা বাড়ীর কাজ প্রদান করব	৫ মিনিট	তাফসিরের পাঠদান শেষে সম্ভব অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াতসমূহ মুখস্থ করাবো। আর ক্লাসে সম্ভব না হলে বাসা/বাড়ী হতে মুখস্থ করে আসতে বলব এবং তাদেরকে সহজভাবে মুখস্থকরণের প্রয়োজনীয় কৌশল ও নির্দেশনা প্রদান করব।
৯. সমাপনী	২	পরিশেষে শিক্ষার্থীদের উক্ত পাঠদানের ওপর কোন প্রশ্ন বা ব্যাখা জানার আছে কিনা তা জানতে চাইব। উক্ত পাঠের ওপর তাদের কোন কিছু জানার থাকলে সংক্ষেপে তা সমাধানের চেষ্টা করব এবং তাদেরকে ধন্যবাদ ও শুভ কামনা জানিয়ে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে ক্লাস থেকে বিদায় গ্রহণ করব।

তৃতীয় অধ্যায়

ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান চিত্রঃ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড়ো তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'।[২২৪]মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রথম নাযিলকৃত এ অমীয় বাণী ধারণ করে যুগ যুগ ধরে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সে ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের মাদরাসা সমূহের ফাযিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমান ফাযিল স্তরে প্রচলিত তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের সিলেবাস ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

৩.১ ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠ্যসূচিঃ

প্রথম বর্ষ

(প্রথম বর্ষে ৪টি বিষয়ে সর্বমোট ৪০০ নম্বরের মধ্যে **তাফসিরুল কুরআনিল কারিমে ১**০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে)।

উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস **১**ম পত্র (তাফসীরুল কুরআন)

পাঠ্যবিষয়

ক. তাফসীরে জালালাইন : ৪০

সূরা আন-নূর, সূরা-ইয়াসিন,সূরা আল-ফাতহ, সূরা আল-হুজুরাত, সূরা আর-রহমান এবং ৩০তম পারার সম্পূর্ণ তাফসীর।

খ. রওয়ায়েউল বয়ান ফী তাফসীরে আয়াতিল আহকাম : ২০

আননাসখু ফিল কুরআন, আর রিবা, জারিমাতুল কাতলে ওয়া জাযাউহা, হদাদুস সারাকা ওয়া কাতউত তারিক, তাহরিমুল খামার ওয়াল মায়সির, ইতিযালুন নেসা ফিল মাহীয।

২২৪ *আল-কুরআনুল কারিম*, সূরা আলাক: ০১

গ. আল-কুরআনের আলোকে ইসলামী আদর্শ : ২০

পরিবার ও পারিবারিক জীবন, নারীর অধিকার, খিলাফত, সন্ত্রাস-মাদকাসক্তি, তাকওয়া, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার, প্রতিবেশীর হক।

ঘ. উলূমুল কুরআন : ২০

সংজ্ঞা, নুযূলুল কুরআন, ওহী, তাফসীর, তাবীল, ই'যাজুল কুরআন, জামেউল কুরআন, ইলমুত তাফসীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং মুফাসসিরের শর্তাবলি।

সর্বমোট = ১০০

নির্বাচিত গ্রন্থ :

১. তাফসীরে জালালাইন (আরবি-বাংলা), আস্-সুয়ূতী।

২. রওয়ায়েউল বয়ান ফী তাফসীরে আয়াতিল আহকাম, আস্-সাবুনী।

৩. আত-তিবইয়ান ফী উলুমিল কুরআন ও ইসলামী আদর্শবাদ। [২২৫]

মানবন্টন

তাফসীর : ৬০

ক. তাফসীরে জালালাইন : ৪০

৪টি প্রশ্ন থেকে ২টির উত্তর দিতে হবে - ২ × ২০ = ৪০

প্রতিটি প্রশ্নে তাফসীরের অনুবাদ - ১০

২টি সংযুক্ত প্রশ্নোত্তর - ৫+৫ = ১০

খ. রওয়ায়েউল বয়ান ফী তাফসীরে আয়াতিল আহকাম : ২০

২টি প্রশ্ন থেকে ১টির উত্তর দিতে হবে (প্রতিটি প্রশ্নে দীর্ঘ উত্তরের জন্যে) - ১০

২টি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে - ৫+৫ = ১০

গ. উলুমুল কুরআন :

৪টি প্রশ্ন থেকে ২টির উত্তর দিতে হবে - ২ ×১০ =২০

ঘ. ইসলামী আদর্শবাদ ও মূল্যবোধ :

৪টি প্রশ্ন থেকে ২টির উত্তর দিতে হবে - ২× ১০ = ২০

সর্বমোট = ১০০ [২২৬]

২২৫ ***ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস,*** তিন বছর মেয়াদী ফাযিল বিএ/বিএসএস/বিএসসি/বিবিএস পাস কোর্স, পৃ: ৩
২২৬ ***ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস,*** তিন বছর মেয়াদী ফাযিল বিএ/বিএসএস/বিএসসি/বিবিএস পাস কোর্স, পৃ: ৩

৩.২ ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান চিত্র ঃ

তাফসিরুল কুরআনিল কারিম মানবজীবনের জন্য একটি অতি গুরুত্বপর্ণ বিষয়। কেননা এটি এমন গ্রন্থের তাফসির যেটি মানব জীবনের সামগ্রিক দিক নির্দেশনা স্বরূপ মহান রাব্বুল আলামীন অবতীর্ণ করেন এবং ইহা দুনিয়ার একমাত্র বিশুদ্ধ গ্রন্থ যে গ্রন্থে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন- আল্লাহ তা'আলার ভাষায়: ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.[২২৭]"ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ"। [২২৮]তাই তার পাঠদানের গুরুত্বও অপরিসীম। কৌশলগত ও সঠিক পদ্ধতির পাঠদানের মাধ্যমেই কার্যকর পাঠদান নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু পাঠদানের ক্ষেত্রে যদি শিক্ষার্থীদের স্তর অনুযয়ী সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা না হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত পাঠদান যথাযথ ফল নিশ্চিত করতে পারে না। আমাদের দেশে ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলো সচরাচর অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো:

১. সরাসরি পাঠে প্রবেশ করা:

আমাদের দেশের মাদরাসা সমূহের ফাযিল শ্রেণিতে তাফসিরুল কুরআানিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটি অধিক ব্যবহৃত হয়, তা হলো বেশ কিছু শিক্ষক আছেন যাঁরা ক্লাসে প্রবেশ করে নির্ধারিত আয়াত/আয়াত সমূহের বিষয় সম্পর্কে শিক্ষর্থীদের কোন রূপ ধারণা দেয়া ছাড়াই সরাসরি আয়াত/ আয়াতসমূহর অনুবাদ বা ব্যাখ্যা শুরু করেন। যেমন সূরা ইখলাসের তাফসির পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক উক্ত সূরা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক কোন ধারণা বা পূর্বজ্ঞান না দিয়েই সরাসরি সূরা ইখলাসের অর্থ বা তাফসির পেশ করা। এতে করে শিক্ষার্থীর জন্য উক্ত পাঠটি বহুলাংশে আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হয়না এবং সফলতা বয়ে আনেনা।

২. অংশগ্রহণমূলক পাঠদানপদ্ধতিরপরিবর্তেবক্তৃতামূলক পাঠদান পদ্ধতি ব্যবহারকরা:

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে পদ্ধতিটি অধিক ব্যবহৃত হয় তাহলো- শিক্ষক কেন্দ্রিক পাঠদান, অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠদানকালীন শিক্ষক একাই প্রায় সকল ভূমিকা পালন করেন। তিনি বক্তৃতামূলক পাঠ শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শুধু শ্রোতার ভূমিকায় থেকে শিক্ষকের প্রদত্তবক্তব্য শুনে বা লিখে তার কাজ শেষ করে।ফলে এজাতীয় পাঠ শিক্ষার্থীর জন্য তেমন কার্যকর ও ফলদায়ক হয় না। কেননা শুধু শিক্ষক কর্তৃক পাঠদান পরিচালিত হওয়ার কারণে তাতে শিক্ষার্থীর আকর্ষণ, আগ্রহ ও মনোযোগ কম থাকে। আর তারা পাঠে যথাযথ মনোযোগ ও অংশগ্রহণ না থাকায় তাফসিরের উক্ত পাঠ সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয় না। ফলে পরবর্তীতে এ বিষয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে কিংবা কিছু জানতে চাইলে সে সঠিক উত্তর দিতে পারে না। কেননা এক কেন্দ্রিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কারণে এবং শিক্ষার্থীর যথার্থ অংশগ্রহণ না থাকায় সে পাঠটি কার্যকর পাঠেপরিণত হয়না। উদাহরণ স্বরুপ আমরা গাড়ীর চালক ও যাত্রীর বিষয়টি

---

২২৭ *আল-কুরআনুল কারীম* , সূরা বাক্বারা:০২

২২৮ সূরা বাক্বারা : ০২, কুরআনুল *কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন*,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা- ৯৬৩

বলতে পারি। চালক যখন গাড়ী চালায় তখন সে শতভাগ মনোযোগী হয়ে তার কাজ পরিচালনা করে। তাই সে তার চলাচলের রাস্তা ও এলাকা সহজে যথাযথভাবে চিনতে পারে। পক্ষান্তরে একই গাড়ীর যাত্রী সে চালকের ওপর নির্ভর করে ঘুমিয়ে থাকে বা অমনোযোগী থাকার ফলে সে রাস্তা-ঘাট বা এলাকা সেভাবে চিনতে পারে না। অথচ সফল ও কার্যকর পাঠদান পদ্ধতির অন্যতম হলো অংশগ্রহণ মূলক পাঠদান। যে পদ্ধতি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শিক্ষাদানে ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেন:

عن عبد بن عمرو-رضي الله عنه- قال قال رسول الله —صلى الله عليه وسلم- وإنما بُعِثت معلما.[২২৯]

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"।[২৩০]আমরা দেখি তিনি যখন সাহাবা (রা.) দের তাফসির বিষয়ক পাঠদান করতেন, তখন তিনি শুধু বক্তৃতা নির্ভর এক কেন্দ্রিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতেন না, বরং তাতেসাহাবায়ে কিরাম (রা.) গণেরস্বতস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল। ফলে সে পাঠ তাঁদের জীবনে যথাযথ কার্যকর ও অর্থবহ ছিল। ফলে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের এমন একদল শিষ্য জাতি উপহার পেলো, যাঁরা রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পরবর্তী সময়ে কুরআনের তাফসিরের সঠিক ও যথার্থ ভূমিকায় নিজেদের অবতীর্ণ করতে সক্ষম হন। যার সুফল গোটা মানব জাতি যুগ যুগ ধরে পাচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাবে। কিন্তু আমাদের দেশে পাঠদানের এ অন্যতম মাধ্যমটির যথার্থ ব্যবহার খুবই কম হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু শিক্ষক আছেন যাঁরা এ পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারে যথাসাধ্য চেষ্টা কে যাচ্ছেন, কিন্তু এটার পরিমান নিতান্তই কম।

৩. আরবী মূলবই ব্যতীত বাংলা অনুদিত বইয়ের মাধ্যমে পাঠদান:

ফাযিল স্তরে তাফসিরে জালালাইন মূল কিতাব হিসেবে সিলেবাসভূক্ত । কিন্তু পাঠদানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদমূলক বইয়ের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা বাংলা অনুবাদ নির্ভর পাঠের প্রতি আরো বেশী ধাবিত হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীরা তাফসিরের মূল কিতাব হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৌলিক ধারণা ও জ্ঞান আহরণ করা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

৪. পরীক্ষানির্ভর পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া:

আমাদের দেশে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে এক শ্রেণির শিক্ষক আছেন, যাঁরা শুধু পরীক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে বাছাইকৃত অংশের তাফসিরের পাঠদান কার্যক্রমের ওপরই অধিক প্রাধান্য দেন, যাতে শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে। আবার এক শ্রেণির শিক্ষর্থী আছে যারা কিতাব বা বিষয়বস্তু বুঝার চেয়ে শুধু পরীক্ষা কেন্দ্রিকই পড়াশোনা করে। এতে শিক্ষর্থী হয়ত ভালো ফলাফল অর্জনও করছে; কিন্তু তাফসিরের পাঠ গ্রহণেরকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। কেননা এতে তাফসির বুঝার চেয়ে পরীক্ষায় পাশের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায়। অথচ তাফসিরের পাঠদানের ক্ষেত্রে তাফসির বুঝার বিষয়টি বেশী গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

---

২২৯ ইবন মাজাহ: ২২৯

২৩০ ইবন মাজাহ

৫.পাঠদান কেন্দ্রিক প্রাকপাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ:

আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকগগণ পাঠদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই ক্লাসে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ফলে অনেকাংশে তাদের জন্য পাঠটি প্রানবন্ত, আকর্ষনীয় ও কার্যকররূপ লাভ করেনা । কেননা প্রাকপাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষক কিছু মৌলিক বিষয় মাথায় রেখে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। যেমন-

-শিক্ষক কাদের শিক্ষা দান করবেন?
-তাদের কী শিক্ষা দিবেন?
-কীভাবে শিক্ষা দিবেন?
-কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?
- পাঠদান কার্যক্রমের জন্য কতটুকু সময় পাবেন? ইত্যাদি।

উক্ত বিষয়গুলো আমলে নিয়ে পাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ করলে পাঠদানকৃত বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও আকর্ষনীয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের প্রচলিত পাঠদানের অনেক ক্ষেত্রে সে আলোকে পাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে তাফসির পাঠদানের প্রকৃত সুফল হতে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

৬.শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাড়ীর কাজ প্রদানের অভাব:

শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ প্রদান শিক্ষা কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশ। যেমন- শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন অ্যাসাইন্টমেন্ট করতে দেয়া, সংশ্লিষ্ট পাঠের ওপর প্রশ্ন বা উত্তর তৈরী করতে দেয়া, নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াতের তাফসির করতে দেয়া, সংশ্লিষ্ট আয়াত বা সূরা মুখস্ত করতে দেয়া, ইত্যাদি। এ জাতীয় কার্যক্রমগুলো সীমিত আকারে বাস্তবায়িত হলেও কাঙ্ক্ষিত মানে নয়।

৭. ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অপ্রতুল হওয়া:

প্রতিষ্ঠিত কিছু মাদরাসায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকলেও অনেক মাদরাসায় ফাযিল স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। ফলে অতি কম বা কম শিক্ষার্থী সংবলিত ক্লাসগুলো কার্যকর ক্লাসে পরিণত হয় না। আমরা জানি মাদরাসায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাধারণ শিক্ষার্থীর তুলনায় অনেক কম। আনুমানিক ১০% শিক্ষার্থী মাদরাসায় ভর্তি হয়। তার মধ্যে একটি শ্রেণি আছে যারা ৫ম শ্রেণির পর স্কুলমুখী হয়ে যাচ্ছে। আবার একটি শ্রেণি আছে যারা ৮ম শ্রেণির পর স্কুলমুখী হয়ে যাচ্ছে। আবার একটি শ্রেণি আছে যারা দাখিল পাশের পর কলেজ মুখী হয়ে যাচ্ছে। আর একটি শ্রেণি আছে যারা আলিম পাশের পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজসহ সাধারণ শিক্ষায় ভর্তি হচ্ছে। ফলে মাদরাসার কম শিক্ষার্থী হতে পর্যায়ক্রমে তাদের সংখ্যা আরো কমতে থাকে। যার কারণে ফাযিল স্তরে বিশেষ করে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মানে পাওয়া যাচ্ছে না, কার্যকর ও ফলপ্রসূ ক্লাসের জন্য যেটির খুব প্রয়োজন।

৮. পরীক্ষার প্রস্তুতিকেন্দ্রিক বাংলা নোট ও গাইডের লাগামহীন ব্যবহার:

ফাযিল শ্রেণির পাঠদানের ক্ষেত্রে যে চিত্রটি খুব বেশী পরিলক্ষিত হয় সেটি হলো, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রায় সবাই বাংলা নোট বা গাইডের লাগামহীন ব্যবহার করে থাকেন। অথচ বিষয়ভিত্তিক সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য তাফসিরের নির্ধারিত মূল (আরবী) বই, তাফসিরের মৌলিক গ্রন্থাবলী ও বিভিন্ন অভিধানের সহায়তায় পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা ও পাঠ বুঝা খুবই দরকার। কিন্তু সেভাবে শিক্ষকের পাঠদান ও শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝার প্রচেষ্টার কাজটি সম্পন্ন না হওয়ায় শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে না।

৯. শিক্ষার্থী কর্তৃক বাড়ীর কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করণে অনীহা:

শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া বহির্ভূত নানা বিষয়ের ব্যস্ততা, অমনোযোগিতা ও পড়াশোনা কেন্দ্রিক যথাযথ গুরুত্বশীল না হওয়ার কারণে শিক্ষক কর্তৃক প্রদানকৃত বাড়ির কাজ অনেক সময় প্রক্রিয়ায় সঠিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে না। অথচ এটি একজন শিক্ষার্থীকে যোগ্য, দক্ষ ও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে অতি সহায়ক। তাই সকল শিক্ষার্থীকে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমলে নেয়া ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার।

১০. শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক শিক্ষা প্রদানের অভাব:

আমাদের শিক্ষক সমাজের একটি অংশ রয়েছেন যাঁরা শিক্ষার্থীদের শুধু পদ্ধতিগত ও পুঁথিগত শিক্ষাই প্রদান করে থাকেন, তার সাথে প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন চেষ্টা করেন না, ফলে তাফসিরুল কুরআনের উক্ত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ, কার্যকর ও স্থায়ীরূপ লাভ করে না। অথচ পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবী (সা.) এর বাণী আমাদের জন্য অনুকরনীয় হওয়া আবশ্যক। তিনি বলেন: **صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي** 'তোমরা তেমনিভাবে সালাত আদায় করো, যেমনিভাবে আমি সালাত আদায় করি'।[২৩১]

১১. শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত না থাকা:

ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একটি অংশ রয়েছে যারা নানা কারণে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হয় না। যার ফলে তারা সরাসরি শিক্ষক হতে তাফসিরুল কুরআন বিষয়ক শিক্ষা লাভ করতে পারে না। এতে তাদের তাফসিরুল কুরআন বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিতনা হয়ে চরম দূর্বলতা থেকে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকাংশের ক্ষেত্রে ভীতি কাজ করে।

১২. শ্রেণি অধিবেশন কাঙ্ক্ষিত পরিমানে সম্পন্ন না হওয়া:

কিছু কিছু মাদরাসায় ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরিক্ষার কেন্দ্র পরিচালিত হওয়ায় সেখানে বছরের অনেক সময় শ্রেণি অধিবেশন সম্পন্ন হয় না। এ ছাড়াও আরো নানা কারণে শ্রেণি কার্যক্রম ব্যহত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত পরিমানে শ্রেণি অধিবেশন সম্পন্নে ঘাটতি হয়।

---

২৩১ *সহীহুল বুখারী*

১৩. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের অভাব:

প্রত্যেক যুগে আবিস্কৃত আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়াই সে যুগের দাবী। তাই বর্তমান আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক জ্ঞান লাভ করা দরকার এবং এটির ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে তাফসিরুল কুরআনের জ্ঞানে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করা উচিৎ। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ জ্ঞান ও সঠিক ব্যবহারের অভাব রয়েছে।

১৪. শিক্ষক অভিভাবকদের মাঝে সঠিক সেতুবন্ধনের অভাব:

এ কথাটি সর্বজন স্বীকৃত যে, একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির জন্য তিন শ্রেণির সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন। আর তা হলো, ক- শিক্ষক , খ-শিক্ষার্থী ও গ- অভিভাবক। এ তিন শ্রেণির সমন্বিত ও কার্যকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে সেটির বাস্তবায়ন খুবই কম। তাই শিক্ষার্থীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যকার সেতু বন্ধনকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করা দরকার।

১৫. শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক কাউন্সিলিং ব্যবস্থার স্বল্পতা:

শিক্ষার্থীদের নীতিবাচক বিষয়াবলী, যেমন- খারাপ সঙ্গের সাথে মিশা, Internet এর নীতিবাচক ব্যবহার ওFacebookব্যবহারের আসক্তি হতে তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য এবং ঐগুলোর নীতিবাচক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা প্রদানপূর্বক ইতিবাচকভাবে বুঝানো। তাদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হওয়া ও সময়ের সঠিক গুরুত্বদানের বিষয়টি সঠিক কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে বুঝানো। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে সেটির ব্যবহার একেবারেই অপ্রতুল।

১৬. শিক্ষকদের যথাযথ জবাবদিহিতা মূলক ব্যবস্থা কার্যকরের অভাব:

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা মূলক ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেটির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। সম্মানিত শিক্ষকগণ সঠিক দায়িত্বানুভূতি নিয়ে আমানতদারীতার সাথে যদি এ নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত উপকার লাভে সক্ষম হবে।

১৭. শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্যে সঠিক তদারকী ও মনিটরিংয়ের অভাব:

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমেরশিক্ষাদান কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করারলক্ষ্যে মনিটরিং ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেটির যথাযথ বাস্তবায়ন নেই। অথচ তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের জন্যে সেই তদারকী ও মনিটরিং ব্যবস্থা আরো জোরদার এবং কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।

৩.৩ ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানও সিলেবাসগত সমস্যাঃ

যে কোন বিষয়ের পাঠদানের ক্ষেত্রে যথাযথ সুফল পাওয়ার জন্যে তার যথাযথ সিলেবাস প্রণয়ন ও সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ও পাঠদানের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করা অতি আবশ্যক। আমাদের দেশের মাদরাসা সমূহের ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে সিলেবাস, পাঠদানের পরিবেশ, পাঠদানের উপকরণ এবং শিক্ষক কেন্দ্রিক কিছু সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা রয়েছে। তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের যথাযথ সুফল পাওয়ার জন্যে এ বিষয়গুলোর যথাযথ সমাধান হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। নিম্নে এ জাতীয় কিছু সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. সিলেবাসে তাফসিরের জন্য নির্ধারিত অংশ অপর্যাপ্ত হওয়া:

বাংলাদেশ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত ফাযিল শ্রেণির জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও সরবরাহকৃত সিলেবাসে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের জন্য যে পরিমাণ অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে আমি মনে করি। কেননা কেননা ৩/৪ মেয়াদী ফাযিল শ্রেণির সিলেবাসেতাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পরিমাণ আরো বেশী হওয়া দরকার। কিন্তু তার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীরা তাফসির বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারছে না এবং কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবন শেষে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ে সমাজে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অবদান রাখতে পারছে না।

২. ফাযিল (পাস) ২য় ও ৩য় বর্ষের সিলেবাসে তাফসিরবিষয়ক কোন অংশ না থাকা:

বর্তমানে ফাযিল তিন বছর মেয়াদী যা ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষে সন্নিবেশিত। আর ফাযিল শ্রেণির ১ম বর্ষে তাফসিরুল কুরআন সিলেবাসভূক্ত থাকলেও ২য় ও ৩য় বর্ষে তাফসির পাঠের কোন অংশ সিলেবাসভূক্ত নেই। যার ফলে শিক্ষার্থীরা তাফসির বিষয়ক ধারাবহিক সম্যক জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার ফাযিল ১ম বর্ষে তাফসির পাঠ গ্রহণের পরবর্তী ২ বছর তাফসির পাঠ সিলেবাসে না থাকায় তাদের মাঝে এ বিষয়ে মারাত্মক ছন্দ পতন ঘটছে। ফলে কামিল শ্রেণিতে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠকে তারা সেভাবে উপভোগ করে না এবং তা হতে তারা যথাযথ উপকার লাভ করতে পারে না। ফলে তারা মুখস্থ নির্ভর ও পরীক্ষা নির্ভর হয়ে পরে। আর এজন্য তাফসির বিষয়ে প্রকৃত যোগ্যতা অর্জন করার ক্ষেত্রে বহুলাংশে শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

৩. শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবি বিষয়ক প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব:

এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, যে কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে বা বুঝতে হলে সে বিষয়সংশ্লিষ্ট ভাষা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল থাকা প্রয়োজন। তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মৌলিক বই সমূহ যেহেতু আরবী ভাষায় রচিত, তাই তাফসির বুঝতে হলে আরবী ভাষায় যথাযথ যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। কিন্তু বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরবি বিষয়ক দক্ষতার অভাব প্রকট। তাই নাহু সরফ বালাগাত ও তাফসির বিষয়ক অন্যান্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা অর্জিত হয়না বললেই চলে এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। আর এসব দূর্বলতাগুলোর কারণে শিক্ষার্থীর কুরআন মাজীদের তাফসির বুঝতে সমস্যা হয়। যার ফলে তারা বুঝার প্রতি সচেষ্ট না হয়ে মুখস্থ নির্ভর জ্ঞানের প্রতি অধিক ধাবিত হচ্ছে। ফলে তারা পরীক্ষায় পাশ করার সুযোগ লাভ করলেও সঠিকভাবে তাফসির বুঝার যথাযথ সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে ।

৪. অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির বাস্তবায়নের অভাব:

সফল ও কার্যকর পাঠদানের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো অংশ গ্রহণ মূলক পাঠদান পদ্ধতিরযথার্থ বাস্তবায়ন। যেখানে শিক্ষক যেমনিভাবে নির্দিষ্ট পাঠের ওপর শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন, তেমনি শিক্ষার্থীরাও তাতে স্বতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ শুধু শিক্ষক কেন্দ্রিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত না হয়ে শিক্ষার্থীদেরও তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থাকবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান পাঠদান কার্যক্রমে সেটির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। ফলে পাঠদানে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হচ্ছে না।

৫. মূলবই ব্যতীত বাংলা অনুবাদমূলক বইয়ের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা:

পাঠদানের মূল দাবী হলো, তাফসিরের মূল গ্রন্থ (আরবী) হতে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। যাতে শিক্ষার্থীরা তাফসির বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করতে পারে। মূল কিতাব হতে পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে তারা সঠিকভাবে ইবারত পড়তে শিখবে, অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে এবং করতে শিখবে, আবার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য তাফসির গ্রন্থ বা অভিধানের সহায়তা গ্রহণ করবে। স্বীয় প্রচেষ্টালব্ধ এ জাতীয় জ্ঞানার্জন তাদের তাফসিরুল কুরআন বুঝতে অধিকতর সহায়ক ও কার্যকর বলে আমি মনে করি। কিন্তু বর্তমান ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআন পাঠদান কার্যক্রমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল (আরবী) বই ব্যতীত বাংলা অনুদিত বইয়ের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় তাদের মাঝে আত্মনির্ভরতা তৈরী না হয়ে একরকম ভীতি কাজ করে। সঠিকভাবে ইবারত পড়া ও পড়ে বুঝার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জিত হয়না।

৬. শ্রেণি অধিবেশন যথাযথ পরিমানে সম্পন্ন না হওয়া:

ক্লাসের মেয়াদকাল পর্যাপ্ত হলেও শিক্ষার্থীরা তাফসির বিষয়ক ক্লাসে যে সময় পায় তা একেবারেই অপ্রতুল। যে সকল ফাযিল বা কামিল মাদরাসায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয় বাস্তব কারনেই সেখানকার শিক্ষার্থীদের যথাযথ ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া ছুটিসহ আরো নানাহ কারণে তাদের শ্রেণি কার্যক্রম ব্যহত হয়। ফলে তারা তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের ওপর যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করতে পারছে না।

৭. যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব:

পাঠদান কার্যে যে সকল সম্মানিত শিক্ষক নিয়োজিত থাকবেন, তাঁরা যত বেশি দক্ষ ও যোগ্য হবেন, শিক্ষার্থীর জন্য পাঠদানকৃত সে বিষয়টি তত বেশী সহজ, আকর্ষনীয় এবং কার্যকর হবে। আমি সকল শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই বলছি, আমাদের দেশে এক শ্রেণির শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা এ বিষয়ে যথাযথ দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন ছাড়াই তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতে পারছে না এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

৮. শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাব:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের মাধ্যমে পার্যায়ক্রমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও সাড়া দেশের বিরাট সংখ্যক শিক্ষকের তুলনায়সীমিত জনবলের একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। কিন্তু তাফসিরুল কুরআন পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য তাফসির পাঠদান বিষয়ক বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে শিক্ষকগণ তাফসির পাঠদানের আধুনিক নিয়ম-পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন না । যার নীতিবাচক প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর পরছে।

৯. শিক্ষকদের যথাযথ সুযোগ-সুবিধার অভাব:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাদরাসা শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি করেছেন; কিন্তু বর্তমান সময়ের চাহিদানুযায়ী এটি যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে যারা থাকেন তাদের জন্য ইহা আরো অপর্যাপ্ত। কেননা সরকারী চাকুরীসহ বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরে যারা চাকুরী করেন তারা অনেকাংশে মাদরাসা শিক্ষকদের তুলনায় বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। যার ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীরা মাদরাসায় শিক্ষকতার পরিবর্তে অন্যান্য পেশায় আকৃষ্ট হচ্ছে। অথচ শিক্ষকতা পেশায় যোগ্য ও মেধাবীদের প্রয়োজনীয়তা বেশী।

১০.আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও সঠিক ব্যবহারের অভাব:

প্রত্যেক যুগের চাহিদা অনুযায়ী যে সব প্রযুক্তি আবিস্কার হয় তার ইতিবাচক ব্যবহার সে জাতির জন্য মহান রবের পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। তাই তাফসির পাঠদান কেন্দ্রিক যে সব আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে, সে সব বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন ও তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে সে জাতীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তাফসিরের জ্ঞানার্জনে যথাযথ পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে না।

১১. ক্লাসেশিক্ষার্থীর সংখ্যা অপ্রতুল হওয়া:

আমাদের মাদরাসাসমূহের বিশেষ করে মফস্বলের মারাসাসমূহের অনেকাংশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। কেননা মোট শিক্ষার্থীর খুব কম অংশই মাদরাসায় পড়ার জন্য আগ্রহী হয়। তার মধ্য

হতে ৫ম ও ৮ম শ্রেণির পর কিছু শিক্ষার্থী স্কুলমুখী হয়ে যাচ্ছে, আবার দাখিল ও আলিম পাশের পর বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, এছাড়া কিছু শিক্ষার্থী বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে ও দেশীয় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ালেখা থেকে অসময়ে ছিটকে পড়ছে। ফলে ফাযিল শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। আর এজন্য ফাযিল স্তরের পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষত: তাফসিরুল কুরআনুল কারিমের পাঠদানে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি ও সফলতা অর্জিত হচ্ছে না।

১২.শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত না থাকা:

মাদরাসা সমূহের ফাযিল স্তরের শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ রয়েছে যারা ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকে না। যার কারণে তাদের মাঝেতাফসিরুল কুরআনিল কারিমবিষয়ক কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত ধারাবাহিক জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে তাদের মাঝে তাফসির বুঝার প্রতি ক্রমাগত ভীতির সৃষ্টি হয় এবং আগ্রহের ঘাটতি তৈরী হয়। যার নীতিবাচক প্রভাব পরছে ফাযিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষা ব্যববস্থায়।

১৩.সম্মানজনক কর্মসংস্থানের অভাব:

তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষার্থীরা কর্মসংস্থানের তীব্র সংকট অনুভব করে থাকে। তারা প্রত্যাশিত ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় সুযোগ পায় না। যার কারণে তারা এ বিষয়ে লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে যথাযথ আগ্রহ অনুভব করে না। তাই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধিকল্পে শিক্ষাজীবন শেষে তাদের জন্য সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার।

১৪. অর্থনৈতিক কারণ:

ফাযিল স্তরের অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ঠিকমত পড়াশোনা করতে পারে না। অভিভাবক টাকা পয়সার প্রয়োজনীয় জোগান দিতে পারে না বলে তাদের টিউশনি করে, পার্ট টাইম চাকুরী করে, এমনকি বিভিন্ন কায়িক পরিশ্রম করে লেখাপড়ার খরচ জোগাতে হয়। এতে তাদের লেখাপড়ার স্বাভাবিক গতি ব্যহত হয়, তাদের সময় ও একাগ্রতা নষ্ট হয়। যার ফলে তার নীতিবাচক প্রভাব তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের ক্ষেত্রে পড়ছে।

১৫. সামাজিক কারণ:

সামাজিকভাবে এক শ্রেণির মানুষের পক্ষ হতে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়। কখনো কখনো তাদের সম্মানহানি হয় এমন অপ্রাসঙ্গিক বুলি ও গালি ব্যবহার করা হয়। এসব কারণে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের মাদরাসায় পড়াতে চান না, আবার একই কারণে অনেক শিক্ষার্থী মাদরাসায় পড়তে আগ্রহ বোধ করে না। ফলে তাফরিুল কুরআনের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না এবং এটি উক্ত শিক্ষা সমৃদ্ধ করণে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

১৬. শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ নিয়্যাতের অভাব:

যেকোনকাজে বিশুদ্ধ নিয়াতের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। কেননা এ নিয়াতের কাজের পরিণতি বা সওয়াব নির্ণীত হয়। যেমন- বুখারী শরীফের সর্ব প্রথম হাদীসে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

عن عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ :إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.[২৩২]

আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) -কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে ইরশাদ করতে শুনেছি: প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।233তাই শিক্ষার্থীদের এ আসমানী ওহীর জ্ঞান লাভ করতে হলে তাদের নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হওয়া দরকার। তাফসিরের এ শিক্ষা গ্রহণ যেন একমাত্র মহান রবের সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য করেই পরিচালিত হয়। কিন্তু আমার মতে কোন কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ এ বিষয়টির ঘাটতি থাকায় উক্ত শিক্ষা গ্রহণের সুফল শিক্ষার্থী নিজে ও জাতি যথাযথভাবে লাভ করতে পারছে না। তাই লেখাপড়ায় কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি ও সফলতা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশুদ্ধ নিয়াতের বিষয়টি অতি আবশ্যক।

১৭. শিক্ষার্থীদের Facebookতথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেঅধিক সময় ব্যয় করা:

শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ রয়েছে যারাFacebookতথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক সময় ব্যয় করে থাকে। এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নামে অভিহিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে মানুষকে যেমনি অসামাজিক করে দিচ্ছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের অতি মূল্যবান সময় হতে অফুরন্ত সময় নষ্ট করছে। এতে তাদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ যেমনি বিনষ্ট হচ্ছে তেমনি কখনো কখনো নানা অনৈতিক বিষয়েও জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকছে।

১৮. শিক্ষার্থীদের Internetএর নীতিবাচক ব্যবহারের প্রতি আসক্তি:

ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহারে যেমনি অনেক উপকারীতা রয়েছে, তেমনি তার নীতিবাচক ব্যবহারে বহুবিধ অপকারীতা রয়েছে। এর নীতিবাচক ব্যবহারে শিক্ষার্থীর যেমনি মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, তেমনি তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধ:পতন বয়ে আনতে পারে। কেননা উহাতে জ্ঞানমূলক যেকোন বিষয় যেমনি অতি সহজে পাওয়া যায় তেমনি মানুষের কুপ্রবৃত্তি যা কামনা করে তার প্রায় সব কিছুও পাওয়া যায়। আর এটির নীতিবাচক ব্যবহার অনেকটা নেশার মত, যাকে পেয়ে বসে তার উহা দূরে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

---

২৩২ সহীহুল বুখারী, কিতাবু বাদয়ূল ওহী, হাদীস নং-০১

২৩৩ সহীহুল বুখারী,বাবু ফিল আতার ওয়া বায়ীল মিসক, কিতাবুল বুয়ূ,খ.৪, হাদীস নং- ৩৬৩, ইফা বাংলাদেশ, প্র-২০০৩

১৯. শিক্ষার্থীদেরখারাপ সঙ্গের সাথে মিলিত হওয়ার আশংকা:

প্রবাদ আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। প্রায় সব সমাজেই কিছু খারাপ মানুষ থাকে, যাদের সংস্পর্শে কিছু ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যায় এবং এর নীতিবাচক প্রভাবের কারণে সে পরকালীন জীবনেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার ভাষায়, ٱلۡأَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذِۭ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ.[২৩৪] "বন্ধুরা সেই দিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকী ব্যতীত"।[২৩৫] তাই আমাদের বর্তমান সমাজেও কিছু মন্দ মানুষ রয়েছে যাদের প্রভাব ও পরামর্শে অনেক ভালো শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় আগ্রহ ও মনোযোগ হারাচ্ছে, পিতামাতা ও শিক্ষকদের অবাধ্য হচ্ছে এবং কখনো কখনো অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে এবং এর নীতিবাচক প্রভাব কখনো কখনো তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীদের ওপর পড়ছে।

২০. শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিভাকদের সঠিক নিয়ন্ত্রন না থাকা:

ফাযিল শ্রেণিতে তাফসিরুল কুরআন কারিম পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের একটি অংশ রয়েছে যারা অনেক সময় তাদের মা বাবার নিয়ন্ত্রণ মানতে চায়না, এমনকি কখনো কখনো পিতামাতার অবাধ্যও হয়ে যায়। এর ফলে অনেকাংশে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার যেমনি সঠিক অগ্রগতি হয় না, তেমনি কখনো কখনো তারা বড় ধরনের সমস্যায়ও নিপতিত হতে পারে। তাছাড়া পিতামাতার অনুগত থাকা সকল সন্তানের জন্য ফরজ।

২১. মানসম্মত শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা:

অনেকাংশে মানসম্মত ও পাঠোপযোগী শ্রেণিকক্ষের অভাবে সফলভাবে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না। ফলে পাঠদানকালীন শিক্ষক পাঠদানের যথাযথ ও কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ পান না, এতে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে যেমনি অন্তরায় হয়, তেমনি শিক্ষার্থীরাও ক্লাসের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট হতে চায় না।

২২. শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক প্রক্রিয়ায় আরবি বলার অভাব:

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, যে কোন ভায়ার ৪টি Skill বা দক্ষতা রয়েছে, যেমন- শোনা, বলা, পড়া ও লেখা । পাঠদানের সময় এ বিষয়গুলো আমলে নেওয়া অতি আবশ্যক। কিন্তু আমাদের বর্তমান পাঠদান কার্যক্রমে এ গুলোর সঠিক বাস্তবায়নের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক প্রক্রিয়ায় আরবি বলার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। এটা কখনো কখনো শিক্ষক কর্তৃক যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে, কখনো তাঁদের বেখেয়ালে, কখনো স্বীয় জড়তার কারণে আবার কখনো আরবী বললে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না এ ধারণা থেকে। কিন্তু যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন শিক্ষার্থীর সাথে বেশী বেশী আরবী বলার চেষ্টা করা খুবই জরুরি। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও তাতে অভ্যস্থ করে তোলা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা।

---

২৩৪ আল কুরআনুল কারিম, সূরা যুখরুফ: ৬৭

২৩৫ সূরা যুখরুফ: ৬৭, কুরআনুল ***কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৮০৯

২৩. পরীক্ষানির্ভর পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া:

পাঠদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানানো, বুঝানো ও জ্ঞানদান করা। কিন্তু আমাদের বর্তমান পাঠদান কার্যক্রমে সেটির যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় শিক্ষার্থীর পরীক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে, অর্থাৎ শিক্ষার্থী কিভাবে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করবে কিংবা পাশ করবে। যার ফলে শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষার বৈতরনী পাশের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ সময় মনোযোগী হয়ে থাকে। আর এতে পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ব্যহত হয় বলে আমি মনে করি।

২৪. বাংলা নোট বা গাইডের নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহার:

ফাযিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো বাংলা নোট বা গাইডের নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহার। কেননা এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পাঠ বুঝার প্রতি সচেষ্ট না হয়ে গাইড ও নোটভিত্তিক মুখস্থ নির্ভরতায় ধাবিত হয়। আবার মূল কিতাব হতে উত্তর তৈরী করতে গেলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় বলে, সে উক্ত বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় বুঝে নেওয়ার জন্য মূল কিতাবসহ অন্যান্য বই বা শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করবে। এতে শিক্ষার্থী নিজ চেষ্টায় যখন সমস্যা আবিস্কার করে তার সমাধান করবে বা করার চেষ্টা করবে তখন সে শিক্ষা তার জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী রুপ লাভ করবে। কিন্তু বাজারে প্রচলিত বাংলা নোট বা গাইডের নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের সুযোগ কমে যায়। তারা সরাসরি গাইড/ নোটের তৈরীকৃত বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাই ফাযিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম সমস্যা বলে আমি মনে করি।

২৫. পাঠদানের ক্ষেত্রে সঠিক প্রাকপাঠ পরিকল্পনার অভাব:

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, **الخطة نصف العمل** অর্থাৎ কোন কাজের সঠিক পরিকল্পনা সে কাজ অর্ধেক সম্পন্ন হওয়ার নামান্তর। তাই কার্যকর ও ফলপ্রসূ পাঠদানের জন্য সঠিক পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে ঐ ক্লাসের পাঠ বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের নিকট স্পষ্ট ধারণা অর্জিত হবে, যার ফলে অতি তাড়াহুড়া কিংবা অতি ধীর গতির দোষে তাঁর পাঠটি অভিহিত হবে না। কিন্তু আমাদের দেশে ফাযিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রাকপাঠ পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আর সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম সমস্যা বলে আমি মনে করি।

২৬. সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রাকপাঠ প্রস্তুতি গ্রহণের অভাব:

শিক্ষক প্রতিদিন ক্লাসে শিক্ষর্থীদের যে বিষয়ে পাঠদান করবেন, সে বিষয়ের উপর ক্লাসে যাবার পূর্বে সম্যক প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে প্রাকপাঠ প্রস্তুতি বলে। একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর ফলে উক্ত পাঠটি শিক্ষকের নিকট সাজানো গোছানো ও স্পষ্ট ধারণা সম্মলিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের নিকট ও অপেক্ষাকৃত সহজ, আকর্ষণীয় এবং কার্যকর পাঠে পরিণত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের মাদরাসা সমূহের ফাযিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে উক্ত বৈশিষ্ট্যটির যথাযথ বাস্তবায়নের বেশ অভাব রয়েছে। আর সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে এটি অন্যতম সমস্যা বলে আমি মনে করি।

২৭. শিক্ষক অভিভাবকদের মাঝে সঠিক সেতুবন্ধনের অভাব:

আমরা সবাই জানি যে, একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির জন্য তিন শ্রেণির সমন্বিত ভূমিকা অতি আবশ্যক। আর তা হলো-ক- শিক্ষক,খ-শিক্ষার্থী ও গ- অভিভাবক। এ তিন শ্রেণির সমন্বিত ও কার্যকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হওয়া অধিকতর সহজ। কিন্তু বর্তমান ফাযিল শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রমে সেটির বাস্তবায়ন খুবই অপ্রতুল। আর শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি একটি সমস্যা বলে আমার অভিমত। কেননা শিক্ষার্থীর সফলতার জন্য সে নিজে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে, শিক্ষক আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও আমানতদারিতা এবং জবাবদিহিতার মানসিকতা নিয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। পাশাপাশি অভিভাবকগণ সর্বোচ্চ সচেতনতার সাথে তাদের সন্তানদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। আর এ জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে সঠিক সেতুবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।কিন্তু গুরুত্বর্পর্ণ এ বিষয়টির যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকা পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

২৮. শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজ প্রদানের অপর্যাপ্ততা:

শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ প্রদান শিক্ষা কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশ। যেমন- শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন অ্যাসাইন্টমেন্ট করতে দেওয়া, সংশ্লিষ্ট পাঠের উপর প্রশ্ন বা উত্তর তৈরী করতে দেওয়া, নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াতের তাফসির করতে দেয়া, সংশ্লিষ্ট আয়াত বা সূরা মুখস্ত করতে দেওয়া, ইত্যাদি। এ জাতীয় কার্যক্রমগুলো সীমিত আকারে বাস্তবায়িত হলেও কাঙ্ক্ষিত মানে নয়। অথচ শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের মাধ্যমে সঠিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হওয়ার জন্য এটি অতি সহায়ক। আর এটির কাঙ্ক্ষিত বাস্তবায়ন না হওয়া ফলপ্রসূ পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

২৯. শিক্ষার্থী কর্তৃক বাড়ীর কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করণে অনীহা:

কখনো কখনো শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া বহির্ভূত নানা বিষয়ের ব্যস্ততা, যেমন মোবাইল, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন আড্ডার প্রতি অতি আসক্তি, অমনোযোগিতা ও পড়াশোনা কেন্দ্রিক যথাযথ গুরুত্বশীল না হওয়ার কারণে শিক্ষক কর্তৃক প্রদানকৃত বাড়ির কাজ সঠিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে না। অথচ এটি একজন শিক্ষার্থীকে যোগ্য, দক্ষ ও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে অতি সহায়ক। আর এটির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

৩০. শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক কাউন্সিলিং ব্যবস্থা না থাকা:

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন নীতিবাচক বিষয়াবলী, যেমন- খারাপ সঙ্গের সাথে মিশা, Internet এর নীতিবাচক ব্যবহার ওFacebookব্যবহারের আসক্তি, ব্যক্তিগত সমস্য, বিষন্নতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের জন্য স্নেহ মমতাসহ সঠিক কাউন্সিলিংঅতি জরুরী। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে সমস্যামুক্ত করে সঠিক পথে আনা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে সেটির ব্যবহার একেবারেই অপ্রতুল। আর শিক্ষার্থীদের মাদরাসামুখী করতে ও তাদের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

৩১. শিক্ষকদের যথাযথ জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন না থাকা:

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেটির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। সম্মানিত শিক্ষকগণ সঠিক দায়িত্বানুভূতি নিয়ে আমানতদারীতার সাথে যদি এ নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত উপকার লাভে সক্ষম হবে। কিন্তু সে অনুভতি ও আমানতদারীতাসহ দায়িত্ব পালনের অভাব রয়েছে। আর সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে এটিও একটি সমস্যা বলে আমার বিশ্বাস।

৩২. শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্যে সঠিক তদারকী ও মনিটরিংয়ের অভাব:

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমেরশিক্ষাদান কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেটির যথাযথ বাস্তবায়ন নেই। অথচ তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের সফল ও কার্যকর পাঠদানের জন্যে এটি অতি প্রয়োজন। আর অতি গুরুত্বপূর্ণ এ প্রক্রিয়াটির যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকা একটি সমস্যা বলে আমি মনে করি।

৩৩. শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান,শ্রদ্ধা ও মান্যতার অভাব:

জ্ঞান হলো আলো, যা আহরণের জন্য আত্মিক সম্পর্ক দরকার। আর তাফসিরুল কুরআনের জ্ঞান যেহেতু অহী ভিত্তিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা সেহেতু তা অর্জনের ক্ষেত্রে রূহানী সম্পর্ক আরো বেশী জরুরি। তাই সে ক্ষেত্রে সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও মান্যতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনস্বীকার্য।রাসূল (সা.) বলেন,

ليس منا من يوقر كبيرنا‘তোমাদের মধ্যে যে বড়দের সম্মান করেনা সে আমার উম্মাত নয়’।[২৩৬] কিন্তু বর্তমান শিক্ষার্থীদের অনেকের মাঝে শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ ভালবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা ও মান্যতার অভাব রয়েছে। এটিও তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

২৩৬ জামে'উত তিরমিযি

৩৪. শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক শিক্ষা প্রদানের অভাব:

আমাদের শিক্ষক সমাজের একটি অংশ রয়েছেন যাঁরা শিক্ষার্থীদের শুধু পদ্ধতিগত ও পুঁথিগত শিক্ষাই প্রদান করে থাকেন, তার সাথে প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয়ে তেমন চেষ্টা করেন না, ফলে তাফসিরুল কুরআনের উক্ত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সহজ, কার্যকর ও স্থায়ীরূপ লাভ করেনা।

৩৫. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা না থাকা:

পাঠদানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা থাকা অতি অবশ্যক। কেননা একসাথে ক্লাস করার ক্ষেত্রে পর্দার বিধান যেমনি লংগিত হয়, তেমনি লেখাপড়ায় অমনোযোগিতাসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এর মাধ্যমে নারী পুরুষের লজ্জার সীমানাকে দূর্বল করে দেয়। অথচ আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, " লজ্জা ঈমানের অঙ্গ "। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক মাদরাসায় এখনো ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য পৃথক শ্রেণি কক্ষের ব্যবস্থা নেই। ছেলে- মেয়েদের একসাথে একই শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

চতুর্থ অধ্যায়

কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান অবস্থা:

পাঠদান হতে কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভের ক্ষেত্রে সিলেবাস বা পাঠ্যতালিকা, শিক্ষক, পাঠদানের পরিবেশ, শিক্ষার্থীর স্বতস্ফুর্তঅংশগ্রহণ ও পাঠদান পদ্ধতি মুখ্যভূমিকা পালন করে থাকে। তাই পাঠদানকেন্দ্রিক কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভের জন্য উক্ত বিষয়গুলোর যতাযথ বাস্তবায়ন আবশ্যক। নিম্নে আমাদের দেশে প্রচলিত কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৪.১ কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের পাঠ্যসূচি ঃ

শিক্ষা হলো আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও কল্যাণের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অতি আবশ্যক। কেননা জ্ঞানের আলোয় মানুষ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে, মানুষ তার রবের পরিচয় জানতে পারে, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.[২৩৭] "যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান হতে পারে"।

এজন্যই বলা হয় 'Education is the backbone of a Nation' অর্থাৎ শিক্ষাজাতির মেরুদন্ড, আর এ শিক্ষাদানের পূর্বশর্ত হলো মানসম্মত, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা। নিম্নে কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের প্রচলিতসিলেবাস বা পাঠ্যসূ তুলে ধরা হলো:

(তাফসীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব)

قررت لجنة إعداد المقررات الدراسية لمرحلة الكامل الماجستير في التفسير تقسم المواد الدراسية على ثماني كورسات موزعة على فصلين في السنتين على النحو التالي:

২৩৭ আল কুরআনুল কারীম, সূরাতু আল যুমার:০৯

أسماءالفصول	أسماءالكورسات	الدرجات
الفصلالأول: الورقةالأولى	علومالقرآن	١٠٠
الورقة الثانية	التفسيربالرواية	١٠٠
الورقة الثالثة	التفسيرالمعاصر	١٠٠
الورقة الرابعة	مناهج المفسرين (التفسيروالمفسرون)	١٠٠
تيوتوريال		٥٠
الاختبارالشفوي		٥٠
	المجموعة:	٥٠٠

أسماءالفصول	أسماء الكورسات	الدرجات
الفصل الثاني: الورقةالأولى	التفسيرالقديم	١٠٠
الورقة الثانية	التفسيربالدراية	١٠٠
الورقة الثالثة	تاريخالتفسير	١٠٠
الورقة الرابعة	أساب نزول القرآن	١٠٠
تيوتوريال		٥٠
الاختبارالشفوي		٥٠
	المجموعة:	٥٠٠

الملاحظة:

وعلى أستاذ كل كورس أن يأخذ اختبار تيوتوريال اثنين على الأقل على خمسين درجة.[٢٣٨]

২৩৮ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ২৬

الكامل الماجستير في التفسير
কামিল এম এ তাফসীর
السنة الأولى: প্রথম পর্ব
الورقة الأولى : علوم القرآن – الدرجة: ١٠٠
প্রথম পর্ব: উলূমুল কুরআন- পূর্ণমান: ১০০

توزيع الدرجات:

(١) **الأسئلة الإنشائية** : ٤×٢٠=٨٠
(٢) **الأسئلة القصيرة** : ٤×٥= ٢٠

المجموعة : ١٠٠

الدروس المقررة:

١	القرآن الكريم: تعريفه وكيفيته ونزوله	١١	الحقيقة والمجاز
٢	أول مانزل من القرآن وأخر ما نزل منه	١٢	إعجاز القرآن
٣	تعرريف المكي والمدني وخصائصهما	١٣	أمثال القرآن
٤	أسماء القرآن وأسماء السورة	١٤	قصص القرآن
٥	القراءة والقراء	١٥	أساليب القرآن وفنونه البليغة
٦	جمع القرآن وترتيبه	١٦	القرآن الكريم والعلوم الحديثة
٧	رسم القرآن وضبطه	١٧	القرآن الكريم والكتب السماوية
٨	المحكم والمتشابه	١٨	أداب تلاوة القرآن وكيفيتها
٩	الناسخ والمنسوخ	١٩	موقف المستشرقين من القرآن الكريم
١٠	العموم والخصوص	٢٠	ما يتعلق بأحكام القرآن الكريم

المراجع:

١. **الزركشي** : **البرهان في علوم القرآن**
٢. **أبوبكر الباقلاني** : **إعجاز القرآن**
٣. **السيوطي** : **الإتقان في علوم القرآن**
٤. **محمد بن لطفي الباغ** : **لمحات في علوم القرآن**
٥. **مناع القطان** : **مباحث في علوم القرآن**
٦. **محمد حسين الذهبي** : **التفسير والمفسرون**
٧. **الإمام ولي الله الدهلوي** : **الفوز الكبير في أصول التفسير**

৮. محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن

৯. ابن حزم : كتاب الناسخ والمنسوخ

১০. الدكتور صبحي صالح : مباحث في علوم القرآن

১১. أبوبكر الجصاص : أحكام القرآن

১২. ملاجيون : التفسيرات الأحمدية.

১৩. ড. মরিস বুকাইলী : বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান

১৪. মুফতি উবায়দুল্লাহ : কুরআন সংকলনের ইতিহাস

১৫. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান : কুরআন পরিচিতি।[২৩৯]

২৩৯ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ২৭

الوورقة الثانية: التفسير بالرواية (تفسير ابن كثير) الدرجة: ১০০

দ্বিতীয় পত্র: তাফসীরে ইবনে কাছীর: পূর্ণমান: ১০০

توزيع الدرجات:

(ا) تفسير الايات ৫×১০=৫০

(ب) الأسئلة الانشائية ৩×১০=৩০

(ج) الأسئلة القصيرة ২×১০=২০

المجموعة: ১০০

الكتاب المقرر:

أبو الفداء حافظ عماد الدين ابن كثير: تفسير القرآن العظيم من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الأنعام.

المراجع:

১. **ناصر الدين البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التاويل**

২. **أبو محمد الحسين بن مساعد البغوي:معالم التنزيل**

৩. **علاء الدين علي بن محمد الخازن : لباب التاويل في معالم التنزيل**

8. **إسماعيل حقي : روح البيان**

৫. **أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي**

৬. **أبي بكر الجزائري : أيسر التفاسير.** [২৪০]

২৪০ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ২৮

الورقة الثالثة: التفسير المعاصر (صفوة التفاسير) الدرجة: ১০০

তৃতীয়পত্র: সফওয়াতুত তাফাসীর: পূর্ণমান: ১০০

توزيع الدرجات:

(ا) تفسير الايات ৫০=১০×৫

(ب) الأسئلة الانشائية ৩০=১০×৩

(ج) الأسئلة القصيرة ২০=১০×২

المجموعة: ১০০

الكتاب المقرر:

محمد علي الصابوني , صفوة التفاسير: من بداية سورة الأعراف إلى نهاية سورة الكهف.

المراجع:

১. **أبي بكر الجزائري: أيسر التفاسير**
২. **محمد فريد ودى: المصحف المفسر**
৩. **شهاب الدين محمد بن عبد الله الحسيني الألوسي: روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني.**
৪. **مفتى محمد شفيع: معارف القران**
৫. **الدكتور وهبة الزهلى: التفسير المنير**
৬. **محمد على الصابوني: روائع البيان**
৭. **الشيخ متولى الشعراوى: تفسير الشعراوى**
৮. **أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي**
৯. **حسين مخلوف: صفوة البيان**
১০. **صديق حسن خان: فتح البيان**
১১. **محمود شلتوت : تفسير القران الكريم .**[২৪১]

২৪১ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ২৮

الورقة الرابعة: مناهج المفسرين (التفسير والمفسرون) الدرجة: ১০০

চতুর্থপত্র: আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন: পূর্ণমান:১০০

توزيع الدرجات:

(ا) الأسئلة الانشائية — ৮০=২০×8

(ب) الأسئلة القصيرة — ২০=৫×8

المجموعة: ১০০

الدروس المقررة:

১. التفسير والتاويل: تعريفهما والفرق بينهما
২. ترجمة القرآن منعا وجوازا
৩. القواعد التي يحتاج إليها المفسر
8. التفسير بالماثور وأشهر الكتب المولفة فيه
৫. التفسير بالرأى (المحمود والمذموم) وأشهر الكتب المولفة فيه
৬. تفاسير المعتزلة وأشهر الكتب المولفة فيه
৭. تفاسير الشيعة (الزيدية والإمامية والإسماعيلية) وأشهر الكتب المؤلفة
৮. تفاسير الخوارج وأشهر الكتب المؤلفة فيه
৯. التفسير الإشارى والصوفي وأشهر الكتب المؤلفة فيه
১০. التفسير الفني وأشهر الكتب المؤلفة فيه.
১১. مناهج المفسرين في التفسير.
(أ) ابن جرير الطبري
(ب) ابن كثير
(ج) الرازي
(د) الزمخشري
১২. أشهر الكتب التفسير في العصر الحديث باللغة العربية
১৩. أشهر الكتب التفسير في العصر الحديث بغير اللغة العربية
১8. مزايا التفسير القديم والحديث.

المراجع:

১. الدكتور محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون
২. مناع القطان: مباحث في علوم القرآن
৩. خالد عبد الرحمن العك: أصول التفسير وقواعده

৪. السيوطي: الإتقان في علوم القرآن

৫. الزرقاني: مناهل العرفان

৬. الدكتور صبحي صالح: مباحث في علوم القرآن

৭. العلامة قاسم القيس: تارريخ التفسير

৮. ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير

৯. الزركشي: البرهان في علوم القرآن. [২৪২]

২৪২ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ২৯

الكامل الماجستير في التفسير
কামিল (এম এ) তাফসীর
السنة الثانية: দ্বিতীয় পর্ব

الورقة الأولى : التفسيرالقديم (تفسير الكشاف)– الدرجة: ১০০
প্রথম পর্ব: তাফসীরুল কাশ্‌শাফ- পূর্ণমান: ১০০

توزيع الدرجات:

(১) تفسير الآيات: : ৫০=১০×৫

৫০=১০×৫

(২) الأسئلة الانشائية :
৩০=১০×৩

(৩) الأسئلة القصيرة ২০= ২×১০:

المجموعة : ১০০

الكتاب المقرر:

১. ناصر الدين البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل
২. ناصر الدين محمد بن عبد الله الحسيني الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
৩. علاء الدين علي بن محمد الخازن: لباب التأويل في معالم التنزيل
8. أسماعيل حقي: روح البيان
৫. الإمام الشيخ متولى الشعراوي: تفسير الشعراوي
৬. الشوكان: فتح القدير
৭. ابن كثير: تفسير القرآنالعظيم
৮. عبد الله بن أحمد النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التاويل
৯. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: معالم التنزيل
১০. الدكتور وهبة الزهلي: التفسير المنير
১১. محمد أحمد رضا خان وأحمد يار خا: كنز الإيمان ونور العرفان.
১২. أبو السعود: إرشاد العقل السليم.[২৪৩]

২৪৩ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ৩০

الورقة الثانية: التفسير بالدراية (تفسير البيضاوي))– الدرجة: ১০০
দ্বিতীয়পত্র: তাফসীর বায়জাবী: পূর্ণমান: ১০০

توزيع الدرجات:

(ا) **تفسير الايات** : ৫০=১০×৫

(ب) **الأسئلة الانشائية** : ৩০=১০×৩

(ج) **الأسئلة القصيرة** : ২০=১০×২

المجموعة: ১০০

الكتاب المقرر:

القاضي ناصر الدين البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل.

من بداية سورة الصافات إلى نهاية سورة الناس.

المراجع:

১. **أبو بكر جابر الجزائري: أيسر التفاسير**
২. **شهاب الدين محمد عبد الله الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني**
৩. **الدكتور وهبة الزهلي: التفسير المنير**
৪. **أحمد رضا خان: كنز الإيمان**
৫. **محمد فريد وجدي: المصحف المفسر**
৬. **محمد بن عمرو الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل.**
৭. **مفتي محمد شفيع: معارف القرآن**
৮. **إسماعيل حقي: روح البيان**
৯. **محمد علي الصابوني: روائع البيان في أحكام القران.**[২৪৪]

২৪৪ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ৩১

الورقة الثالثة: تاريخ التفسير– الدرجة: ١٠٠
তৃতীয়পত্র: তারীখুত তাফসীর- পূর্ণমান: ১০০

توزيع الدرجات:

(١) الأسئلة الانشائية	:	٨٠=٢٠×٤
(٢) الأسئلة القصيرة	:	٢٠= ٥×٤
المجموعة: ١٠٠		

الدروس المقررة:

١. نشأة التفسير والتاويل وتطورهما
٢. التفسير في العهد النبوي -صلى الله عليه وسلم - وعهد الصحابة والتابعين
٣. مصادر التفسير في العهد النبوي -صلى الله عليه وسلم - وعهد الصحابة والتابعين
٤. مدارس التفسير
٥. أشهر المفسرين من الصحابة والتابعين وحياتهم الموجزة
٦. تاريخ تدوين كتب التفسير
٧. طبقات المفسرين ومراحل التفسير
٨. أشهر المفسرين وحياتهم الموجزة
٩. أنواع التفسير وأقسامه.

المراجع:

١. جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن
٢. عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن
٣. الشاه ولي الله الدهلوي : الفوز الكبير في أصول التفسير
٤. ابن الجوزي: فنون الأنان في علوم القران
٥. برهان الدين الزركشي : البرهان في علوم القران
٦. أبو المعالي : البرهان في مشكلة القران
٧. الدكتور صبحي صالح : علوم القران ومصطلحه
٨. الدكتور صبحي صالح : مباحث في علوم القران
٩. السيد عميم الإحسان : التنوير في أصول التفسير
١٠. أبو بكر الباقلاني : إعجاز القران
١١. ابن القيم الجوزي : أمثال القران

১২. الدكتور محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون

১৩. مناع القطان : مباحث في علوم القران

১৪. خالد عبد الرحمن العك : أصول التفسير وقوائده

১৫. الزرقاني : مناهل العرفان

১৬. العلامة قاسم القيس : تاريخ التفسير

১৭. ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير.[২৪৫]

২৪৫ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ৩২

الورقة الرابعة : أسباب نزول القران – الدرجة: ١٠٠
চতুর্থপত্র : আসবাবু নুযূলিল কুরআন, পূর্ণমান - ১০০

توزيع الدرجات:

(١) الأسئلة الانشائية : ٤×٢٠=٨٠
(٢) الأسئلة القصيرة : ٤×٥= ٢٠
المجموعة : ١٠٠

الدروس المقررة :

١. أسباب نزول القران : تعريفها, فوائد معرفتها وطريقة تعبيرها

٢. صورتعداد الأسباب والنازل واحد

٣. صورتعداد النازل والسبب واحد.

٤. أسباب نزول الايات المتعلقة بالأنبياء والأمم السابقة

٥. أسباب نزول الايات المتعلقة بالغزوات

٦. أسباب نزول الايات المتعلقة بالمعاملات

٧. أسباب نزول الايات المتعلقة بالشرك والكفر والنفاق

٨. أسباب نزول الايات المتعلقة بأهل الكتاب

٩. أسباب نزول الايات المتعلقة بأشخاص معينة

١٠.أسباب نزول الايات المتعلقة بالسؤال والجواب.[٢٤٦]

المراجع :

١. ابن خليفة العلوي : جامع النقول في أسباب النزول

٢. جلال الدين السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول

٣. القرطبي : الجامع لأحكام القران

٢٤٦ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ৩২

৪. أبو الفضل أحمد علي : العجاب في بيان الأسباب

৫. الواحدي : أسباب النزول

৬. ابن هشام : السيرة النبوية

৭. أبو بكر الجصاص : أحكام القرأن

৮. ملا جيون : التفسيرات الأحمدية.[২৪৭]

২৪৭ *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, কামিল এম এ পাঠ্য তালিকা*, পৃ: ৩২

৪.২ কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান চিত্র :

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তাফসিরুল কুরআনিল কারিম একটি অতি গুরুত্বপর্ণ বিষয়।তাই তার পাঠদানের গুরুত্বও অপরিসীম। কৌশলগত ও সঠিক পদ্ধতির পাঠদানের মাধ্যমেই কার্যকর পাঠদান নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু পাঠদানের ক্ষেত্রে যদি সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা না হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত পাঠদান কাযক্রম যথাযথ সুফল নিশ্চিত করে না। আমাদের দেশে কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো-

১. বক্তৃতামূলক পাঠদান পদ্ধতির অধিক ব্যবহার:

কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে পদ্ধতিটি বহুল ব্যবহৃত হয় তাহলো- শিক্ষক কেন্দ্রিক পাঠদান, অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠদানকালীন শিক্ষক একাই প্রায় সকল ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি বক্তৃতামূলক পাঠশিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থী শুধু শ্রোতার ভূমিকায় থেকে শিক্ষকের ব্যাখ্যা শুনে বা লিখে তার কাজ শেষ করে। ফলে এজাতীয় পাঠ শিক্ষার্থীর জন্য তেমন কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় না। কেননা শুধু শিক্ষক কর্তৃক পাঠদান পরিচালিত হওয়ার কারণে এতে শিক্ষার্থীর আকর্ষণ ও আগ্রহ কম থাকে। আর তাদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ ও মনোযোগ না থাকায় উক্ত তাফসিরের পাঠ তারা সঠিক ভাবে বুঝতে সক্ষম হয় না। তাই পরবর্তীতে এ বিষয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে কিংবা কিছু জানতে চাইলে সে সঠিক ব্যাখ্যা বা সমাধান দিতে পারে না এবং সমাজে ও তার ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয় না।। কেননা এককেন্দ্রিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কারণে এবং শিক্ষার্থীর যথাযথ অংশগ্রহণ না থাকায় সে পাঠটি কার্যকর পাঠে পরিণত হয়না। উদাহরণ স্বরুপ আমরা গাড়ীর চালক ও যাত্রীর বিষয়টি আনতে পারি। চালক যখন গাড়ী চালায় তখন সে শতভাগ মনোযোগী হয়ে তার কাজ পরিচালনা করে। তাই সে তার চলাচলের রাস্তা ও এলাকা যথাযথভাবে চিনতে পারে। পক্ষান্তরে একই গাড়ীর যাত্রী যে চালকের ওপর নির্ভর করে ঘুমিয়ে থাকে বা অমনোযোগী থাকে সে রাস্তা বা এলাকা সেভাবে চিনতে পারে না।

অথচ সফল ও কার্যকর পাঠদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অংশগ্রহণমূলক পাঠদান কার্যক্রম নিশ্চিত করা। যে পদ্ধতি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শিক্ষাদানে ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেন:"আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"। তিনি পাঠদান কালীন নিজে যেমনি অংশগ্রহণ করতেন তেমনি তাঁর শিক্ষার্থী সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দেরও উক্ত পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতেন। কিন্তু আমাদের দেশে পাঠদানের এ অন্যতম মাধ্যমটির ব্যবহার খুব সীমিত আকারে হয়ে থাকে বলে আমি মনে করি। তবে কিছুসংখ্যক শিক্ষক আছেন যাঁরা এ পদ্ধতিরসঠিক ব্যবহারে সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু ইহার পরিমান একেবারেই কম ও অপ্রতুল।

২. কোন ভূমিকা ব্যতীত সরাসরি পাঠে প্রবেশ করা:

আমাদের দেশের কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআান পাঠদানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে নির্ধারিত আয়াত/আয়াত সমূহের বিষয় সম্পর্কে শিক্ষর্থীদের কোন ধারণা দেয়া ছাড়াই সরাসরি আয়াত/ আয়াতসমূহর অনুবাদ বা ব্যাখ্যা শুরু করেন। যেমন- সূরা ফীলের তাফসির পাঠদানের ক্ষেত্রে

শিক্ষক উক্ত সূরা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক কোন ধারণা বা পূর্বজ্ঞান না দিয়েই সরাসরি সূরা ফীলের অর্থ বা তাফসির পেশ করা। এতে বহুলাংশে শিক্ষার্থীর জন্য উক্ত পাঠটি আকর্ষনীয় ওসহজবোধ্য না হয়ে কঠিন এবং দূর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

৩. আরবীমূলবই ব্যতীত বাংলা অনুবাদমূলক বইয়ের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা:

আমাদের দেশের কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠ্য বই হলো- তাফসিরুল বায়যাবী ও তাফসিরুল কাশশাফ। দুটি কিতাবই যথেষ্ট মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ; কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান এ দুটি কিতাবের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিরাট একটি অংশ রয়েছেন, যাঁরা বাংলা অনুদিত বইয়ের সহায়তা নেন বা সরাসরি বাংলা অনুদিত তাফসিরেরবই থেকে তাফসিরের পাঠদানকার্যক্রম পরিচালনা করেন। ফলে শিক্ষার্থীর নিকট উক্ত পাঠটি সহজবোধ্য, ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয় না। তাছাড়া বাংলা অনুদিত বইয়ের মাধ্যমে পাঠদানের কারণে শিক্ষার্থীর মাঝে তাফসির বিষয়ক কাঙ্ক্ষিত দক্ষতাও অর্জিত হয় না।

৪.পরীক্ষানির্ভর পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া:

আমাদের দেশে কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে এক শ্রেণির শিক্ষক আছেন,যাঁরা শুধু পরীক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে বাছাইকৃত অংশের তাফসিরের পাঠদান কার্যক্রমকেই অধিক গুরুত্বারোপ করেন, যাতে শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করে। পাঠ্যভূক্ত সমগ্র কিতাবকে সঠিক গুরুত্ব সহকারেপাঠদান করেন না। এতে শিক্ষর্থী হয়ত ভালো ফলাফল অর্জন করছে; কিন্তু তাফসিরুল কুরআন পাঠের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে সফল হচ্ছেনা। কেননা এতে তাফসির বুঝার চেয়ে শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় পাশের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায়। অথচ তাফসিরের পাঠদানের ক্ষেত্রে তাফসির বুঝার বিষয়টি বেশী গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

৫.পাঠদানের ক্ষেত্রেযথাযথ প্রাকপাঠ প্রস্তুতির অভাব:

যে কোন শিক্ষকের জন্যই পাঠদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক প্রস্তুতি গ্রহণ করা অতি প্রয়োজন। কেননা এর মাধ্যমে শিক্ষকের নিকট যেমনি পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জিত হবে, তেমনি শিক্ষার্থীরাও তা হতে অপেক্ষাকৃত বেশী উপকৃত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ পাঠদানের পূর্বে সম্যক প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই ক্লাসে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ফলে শিক্ষার্থীর জন্য উক্ত পাঠটি প্রানবন্ত, আকর্ষনীয় ও কার্যকররূপ লাভ করেনা । কেননা প্রাকপাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষক বেশ কিছু বিষয় মাথায় রেখে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। যেমন-

- তিনি কাদের শিক্ষা দান করবেন?
- তাদের কী শিক্ষা দিবেন?
- কীভাবেশিক্ষা দিবেন?
- কতটুকু সময়ব্যপী শিক্ষা দিবেন?
-কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?
- বাড়ির কাজ কি দিবেন?ইত্যাদি।

উক্ত বিষয়গুলো আমলে নিয়ে পাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ করলে পাঠদানকৃত বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট অধিক সহজবোধ্য ও আকর্ষনীয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের প্রচলিত পাঠদানের ক্ষেত্রে কিছু শিক্ষক আছেন, সে আলোকে পাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। যার ফলশ্রুতিতে তাফসির পাঠদানের প্রকৃত সুফল হতে শিক্ষার্থীদের একটি অংশধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।

৬. শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাড়ীর কাজ প্রদানের অভাব:

যে কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়ীর কাজ প্রদানশিক্ষা কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশ। তবে স্তরভেদে বাড়ির কাজ প্রদানের ধরনেও ভিন্নতা আসতে পারে। কামিল শ্রেণির জন্য যেমন- শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন অ্যাসাইন্টমেন্ট করতে দেওয়া, সংশ্লিষ্ট পাঠের ওপর প্রশ্ন বা উত্তর তৈরী করতে দেওয়া, নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াতের তাফসির করতে দেয়া, সংশ্লিষ্ট আয়াত বা সূরা মুখস্ত করতে দেওয়া এবং বিষয়ভিত্তিক খুৎবা তৈরী করতে দেয়া, ইত্যাদি। এ জাতীয় কার্যক্রমগুলো সীমিত আকারে বাস্তবায়িত হলেও কাঙ্ক্ষিত মানে হচ্ছেনা।

৭. ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অপ্রতুল হওয়া:

আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত কিছু মাদরাসায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকলেও অনেক মাদরাসায় কামিল স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। ফলে অতি কম বা কম শিক্ষার্থী সংবলিত ক্লাসগুলো কার্যকর ক্লাসে পরিণত হয় না। আমরা জানি মাদরাসায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাধারণ শিক্ষার্থীর তুলনায় অনেক কম। তার মধ্যে এক শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে যারা ৫ম শ্রেণির পর স্কুলমুখী হয়ে যাচ্ছে। আবার একটি শ্রেণি আছে যারা ৮ম শ্রেণির পর স্কুলমুখী হয়ে যাচ্ছে। আবার একটি শ্রেণি আছে যারা দাখিল পাশের পর কলেজ মুখী হয়ে যাচ্ছে। আর একটি শ্রেণি আছে যারা আলিম পাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। আবার এক শ্রেণির শিক্ষার্থী রয়েছে যারা অর্থনৈতিক কারণেবিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে কিংবা দেশীয় বিভিন্ন কর্মে প্রবেশ করছে। ফলে মাদরাসার কম শিক্ষার্থী হতে পর্যায়ক্রমে তাদের সংখ্যা আরো কমতে থাকে। যার কারণে কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মানে পাওয়া যাচ্ছে না, কার্যকর ও ফলপ্রসূ পাঠদানের ক্ষেত্রে এটি অন্যতম একটি অন্তরায়।

৮. বাংলা নোট বা গাইডের লাগামহীন ব্যবহার:

কামিল শ্রেণির পাঠদানের ক্ষেত্রে যে চিত্রটি খুব বেশী দেখা যায় সেটি হলো, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রায় অনেকেবাংলা নোট বা গাইডের লাগামহীন ব্যবহার করে থাকেন। অথচ বিষয়ভিত্তিক সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য তাফসিরের নির্ধারিত আরবী মূলবই, তাফসিরের মৌলিক গ্রন্থাবলী ও বিভিন্ন অভিধানের সহায়তায় পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা ও পাঠ বুঝা অতি প্রয়োজন। কিন্তু সেভাবে শিক্ষকের পাঠদান ও শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝার প্রচেষ্টার কাজটি সম্পন্ন না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের তাফসিরবিষয়ক কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে না।

৯. শিক্ষার্থী কর্তৃক বাড়ীর কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করণে অনীহা:

শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া বহির্ভূত নানা বিষয়ের ব্যস্ততা ও পড়াশোনা কেন্দ্রিক যথাযথ গুরুত্বশীল এবং মনোযোগী না হওয়ার কারণে শিক্ষক কর্তৃক প্রদানকৃত বাড়ির কাজ সঠিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে চায় না।

অথচ এটি একজন শিক্ষার্থীর প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে তাকে যোগ্য, দক্ষ ও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে অতি সহায়ক।

১০. শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক শিক্ষা প্রদানের অভাব:

আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের অনেকাংশে শিক্ষকগণ শুধু পদ্ধতিগত ও পুঁথিগত শিক্ষাই প্রদান করে থাকেন, তার সাথে প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয়ে তেমন চেষ্টা করেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের জন্য সে জাতীয় সুযোগের ও সীমাবদ্ধতা থাকে । যার ফলে তাফসিরুল কুরআনের উক্ত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়,সহজ, কার্যকর ও দর্ঘিস্থায়ী রূপ লাভ করে না।

১১. শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত না থাকা:

কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একটি অংশ রয়েছে যারা নানা কারণে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হয় না। যার ফলে তারা শিক্ষক হতে সরাসরি তাফসিরুল কুরআন বিষয়ক শিক্ষা লাভ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার ইহার ফলে তারা তাফসিরের মূল কিতাব হতে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারছে না। এতে তাদের তাফসিরুল কুরআন বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত না হয়ে চরম দূর্বলতা থেকে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকাংশের ক্ষেত্রে ভীতি কাজ করে।

১২. শ্রেণি অধিবেশন কাঙ্ক্ষিত পরিমানে সম্পন্ন না হওয়া:

কিছু কিছু মাদরাসায় ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরিক্ষার কেন্দ্র থাকায় সেখানে বছরের অনেক সময় শ্রেণি অধিবেশন সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও আরো নানা কারণে শ্রেণি কার্যক্রম ব্যহত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত পরিমানে শ্রেণি অধিবেশন সম্পন্নে ঘাটতি হয়।

১৩. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের অভাব:

প্রত্যেক যুগে আবিস্কৃত আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়াই সে যুগের দাবী। কেননা ইহা মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের জন্য এক মহা নেয়ামত। তাই বর্তমান আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যেমনি শিক্ষার্থীদের সম্যক জ্ঞান লাভ করা দরকার এবং এটির ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে তাফসিরুল কুরআনের জ্ঞানে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করা উচিৎ। কেননা আধুনিক এ সব তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক তথ্য ও জ্ঞানাহরণ পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ এবং সুগম হয়েছে।

১৪. শিক্ষক অভিভাবকদের মাঝে সঠিক সেতুবন্ধনের অভাব:

এ কথাটি সর্বজন স্বীকৃত যে, একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির জন্য তিন শ্রেণির সমন্বিত প্রয়াস খুবই জরুরী। আর তা হলো, শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। এ তিন শ্রেণির সমন্বিত ও কার্যকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হওয়া সহজতর। কিন্তু কামিল শ্রেণির বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে সেটির বাস্তবায়নের খুবই অভাব রয়েছে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে তেমন ও শেয়ারিং এর

প্রচলন নেই। তাই শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যকার সেতুবন্ধনকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করা দরকার।

১৫. শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক কাউন্সিলিং ব্যবস্থার স্বল্পতা:

শিক্ষার্থীদের নীতিবাচক বিষয়াবলী, যেমন- খারাপ সঙ্গের সাথে মিলিত হওয়া, Internet এর নীতিবাচক ব্যবহার ওFacebookব্যবহারের আসক্তি হতে তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য ঐগুলোর নীতিবাচক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা প্রদানপূর্বক ইতিবাচকভাবে বুঝানো। তাদের শারীরিক, মানসিক বা আর্থিকসহ যে কোন সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে যথাযথ খোঁজখবর নেয়া ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সে সমস্যা উত্তরণের চেষ্টা করা দরকার। তাদের মাঝে সময়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দানের বিষয়টি আমলে আনাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইতিবাচক বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমেসঠিক কাউন্সিলিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা। ইসলামও এ বিষয়ের প্রতিঅত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে সেটির ব্যবহার একেবারেই অপ্রতুল।

১৬. শিক্ষকদের যথাযথ জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা কার্যকরের অভাব:

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেটির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। সম্মানিত শিক্ষকগণ সঠিক দায়িত্বানুভূতি ও আমানতদারীতার সাথে যদি এ নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত উপকার লাভে সক্ষম হওেয়া অধিক সহজ হবে। আর সফল ও ফলপ্রসূ পাঠদানের জন্য এটি অতি আবশ্যক।

১৭. শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষে সঠিক তদারকী ও মনিটরিংয়ের অভাব:

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমেরশিক্ষাদান কার্যক্রমকে অরো গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষেমনিটরিং ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেটির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবরয়েছে। তাই তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের কার্যকর ও সফল পাঠদানের জন্যে সেই তদারকী ও মনিটরিং ব্যবস্থা আরো কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।

১৮. কুরআনুল কারিম ও তাফসিরের শিক্ষা দানকারীদের মাঝে কুরআনের গুণাবলীর অভাব:

কুরআন মাজীদ হলো মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, আর তাফসির সেই বাণীরই ব্যাখ্যা। তাই যাঁরা তাফসিরুল কুরআন শিক্ষা দানের মত মহান পেশায় নিয়োজিত হবেন, তাঁদেরকে অবশ্যই কুরআনের গুণে গুণান্বিত হওয়া দরকার। কেননা শিক্ষার্থীরা যদি তাদের শিক্ষকের মাঝে কুরআনের প্রতিফলন দেখতে পায় তাহলে সে শিক্ষা তাদের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর রূপ লাভ করা সহজ। আল্লাহ তা'য়ালার ভাষায়,[২৪৮] **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ.** "হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল"।[২৪৯] কিন্তু বর্তমানে যাঁরা এ মহান কাজে নিয়োজিত আছেন, তাঁদের সকলের মাঝে এ

---

২৪৮ কুরআনুল কারীম, সুরা সাফ্ফ:০২

২৪৯ সাফ্ফ:: ০২, কুরআনুল ***কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ৯১৮

বৈশিষ্ট্যাবলীর কার্যকর প্রতিফলন প্রয়োজন, যাতে করে শিক্ষার্থীরা তাঁদেরকে মডেল হিসেবে গ্রঞ্চণ করতে অনুপ্রাণীত হয়।

১৯. কুরআন ও তাফসিরের শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআনের গুণাবলীর অভাব:

যারা কামিল স্তরে তাফরিুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষা গ্রহণ করছে বা করবে সেই সকল শিক্ষার্থীদেরকেঅবশ্যই নিজেদের মাঝে কুরআনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা জরুরি। কেননা ইহা এমন গ্রন্থের ব্যাখ্যা যে গ্রন্থের দাবী শুধু পুঁথিগত শিক্ষা অর্জনই নয়; বরং ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি নিজের জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়ন ঘটানো। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীদের অনেকের মাঝেই কুরআনের রঙে রঙিন হবার চরম অভাব ও অবহেলা পরিলক্ষিত হয়।

২০. শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআনের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার অভাব:

তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষা অর্জনের পূর্বেই নিজের হৃদয়ে কুরআনের প্রকৃত মুহাব্বত ধারণ করা আবশ্যক। কেননা ইহার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা না থাকলে, যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের কাজটি নাও হতে পারে। আর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ব্যতীত তাফসিরুল কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। হয়ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যেতে পারে ; কিন্তু বিষয়ভিত্তিক প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া কঠিন। তাইতাফসিরুল কুরআনের শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআনের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা ধারণ করা অতি আবশ্যক।

৪.৩ কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানগত ও সিলেবাসগত সমস্যাঃ

মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুআনের ব্যাখ্যাই হলো তাফসির। যেহেতু কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলা মানব জাতীর হেদায়াত স্বরুপ নাযিল করেছেন, তাই তার অর্থ, অন্তর্নিহিত অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ সমগ্র কুরআনবুঝা জরুরি। আর এ কুরআন বুঝার জন্য তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের সফল ও কার্যকর পাঠদান নিশ্চিত করা অতি আবশ্যক। তাই তার পাঠদানের কলা-কৌশল, পরিবেশ, উপায়-উপকরণ ও পাঠ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নিশ্চিত করা আবশ্যক।আর এ অতি আবশ্যক বিষয়গুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সফল ও কার্যকর পাঠদান উপহার দেয়া সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের মাদরাসাসমূহের কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত ও সিলেবাসগত বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে বলে আমি মনে করি। সফল ও কার্যকর পাঠদানের সার্থে যে সমস্যাগুলোর আশু সমাধানহওয়া আবশ্যক। নিম্নে এ জাতীয় কিছু সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবিবিষয়ক প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব:

এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে বা বুঝতে হলে সে বিষয় সংশ্লিষ্ট ভাষা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল থাকা প্রয়োজন। যেহেতুকুরআন মাজীদ আরবী ভাষায়,তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মৌলিক বইসমূহ আরবি ভাষায় রচিত, মৌলিক অভিধান সমূহ আরবী ভাষায় রচিত,তাই তাফসিরুল কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে হলে আরবি ভাষায় যথাযথ যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করা অতীব জরুরী। কিন্তু বর্তমান শিক্ষার্থীদের অনেকের মধ্যে আরবি বিষয়ক দক্ষতার বেশ অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন- নাহু , সরফ, বালাগাত ও মানতিকসহ তাফসির সংশ্লিষ্ট অতি আবশ্যক বিষয়াবলী সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান অর্জিত হয়না বললেই চলে এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই এ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। আর এসব দূর্বলতার কারণে শিক্ষার্থীর কুরআন মাজীদ ও তার তাফসির বুঝতে বড় ধরণের সমস্যা হয়। যার ফলে তারা বুঝার প্রতি সচেষ্ট না হয়ে মুখস্থ নির্ভর জ্ঞানের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। আর এ প্রক্রিয়ায় তারা পরীক্ষায় পাশ করার সুযোগ লাভ করলেও তাফসিরুল কুরআনিল কারিম যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না।তাইশিক্ষার্থীদের মাঝে আরবিবিষয়ক প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবতাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের সফলতার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অন্তরায় বলে আমার ধারণা।

২. অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি বাস্তবায়নের অভাব:

পাঠদানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অংশগ্রহণ মূলক পাঠদান। যে পদ্ধতি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শিক্ষাদানে ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেন:" আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"। পাঠদান কালীন তিনি নিজে যেমনি অংশগ্রহণ করতেন তেমনি তাঁর শিক্ষার্থী সাহাবায়ে কিরামদেরও (রা.) উক্ত পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাতেন। তাঁদের নিকট কুরআনের কোন বিষয় দূর্বোধ্য হলে সরাসরি রাসূল (সা.) কে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন, আবার নিজস্ব

মতামত ব্যক্ত করার মাধ্যমে পাঠে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু আমাদের দেশে পাঠদানের এ অন্যতম মাধ্যমটির ব্যবহার খুব সীমিত আকারে হয়ে থাকে বলে আমি মনে করি। তবে কিছু সংখ্যক শিক্ষক আছেন যাঁরা এ পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারে সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু ইহার পরিমান একেবারেই নগন্য।

বরং কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে পদ্ধতিটি বহুল ব্যবহৃত হয় তাহলো- শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠদান, অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠদানকালীন শিক্ষক একাই প্রায় সকল ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি বক্তৃতামূলক পাঠ শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থী শুধু শ্রোতার ভূমিকায় থেকে শিক্ষকের ব্যাখ্যা শুনে বা লিখে তার কাজ শেষ করে।ফলে এজাতীয় পাঠ শিক্ষার্থীর জন্য তেমন কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় না। কেননা শুধু শিক্ষক কর্তৃক পাঠদান পরিচালিত হওয়ার কারণে এতে শিক্ষার্থীর আকর্ষণ ও আগ্রহ কম থাকে। আর তাদের পাঠে যথাযথ অংশগ্রহণ ও মনোযোগ না থাকায় উক্ত তাফসিরের পাঠদান সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয় না। তাই পরবর্তীতে এ বিষয়ে সঠিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়না। কেননা এককেন্দ্রিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কারণে এবং শিক্ষার্থীর কোন অংশগ্রহণ না থাকায় সে পাঠটি কার্যকর পাঠে পরিণত হয়না। উদাহরণ স্বরুপ আমরা একজন গাড়ীর চালক ও যাত্রীর বিষয়টি আনতে পারি। যেমন- চালক যখন গাড়ী চালায় তখন সে শতভাগ মনোযোগী হয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার কাজ পরিচালনা করে। তাই সে তার চলাচলের রাস্তা ও এলাকা সঠিকভাবে চিনতে পারে, রাস্তায় কোন দূর্ঘটনা বা সমস্যা হলে সেটা তার নজরে আসে ; কিন্তু একই গাড়ীর যাত্রী যে চালকের উপর নির্ভর করে ঘুমিয়ে থাকে বা অমনোযোগী থাকে কিংবা গাড়ী চালনায় তার কোন অংশগ্রহণ থাকে না বলে, সে রাস্তা বা এলাকা যেমনি ভালভাবে চিনতে পারে না, তেমনি রাস্তায় কোন দূর্ঘটনা বা সমস্যা হলো কিনা সে বিষয়েও তার তেমন কোন খেয়াল থাকে না। তাই অংশগ্রহণমূলক পাঠদান কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত না হওয়া সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা বলে আমি মনে করি।

৩. কোন ভূমিকা ছাড়া সরাসরি পাঠে প্রবেশ করা:

আমাদের দেশের কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআান পাঠদানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে নির্ধারিত আয়াত/আয়াতসমূহের বিষয় সম্পর্কে শিক্ষর্থীদের কোন পূর্ব ধারণা দেয়া ছাড়াই সরাসরি আয়াত/ আয়াতসমূহর অনুবাদ বা ব্যাখ্যা শুরু করেন, যেমন সূরা ফাতিহার তাফসির পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক উক্ত সূরা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক কোন ধারণা বা পূর্বজ্ঞান না দিয়েই সরাসরি সূরা ফাতিহার অর্থ বা তাফসির পেশ করা। এতে বহুলাংশে শিক্ষার্থীর জন্য উক্ত পাঠটি আকর্ষনীয় এবং সহজবোধ্য না হয়ে কঠিন ও দূর্বোধ্য হয়ে থাকে। কেননা বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা প্রদান করলে তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট পাঠটি অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়।

৪.মূল বই ব্যতীত বাংলা অনুবাদমূলক বইয়ের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা:

কামিলশ্রেণির তাফসিরুল কুরআনের পাঠ্যকিতাব যথাক্রমে তাফসিরুল বায়যাবী ও তাফসিরুল কাশশাফ যা আরবী ভাষায় রচিত। আর পাঠদানের মূলদাবী হলো, তাফসিরের আরবী মূলগ্রন্থ হতে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। যাতে শিক্ষার্থীরা তাফসির বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করতে পারে। মূল কিতাব হতে পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে তারা সঠিকভাবে ইবারত পড়তে শিখবে, অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝবে এবং শিখবে, আবার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য তাফসির গ্রন্থ বা অভিধানের কিংবা শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ

করবে। স্বীয় প্রচেষ্টালব্ধ এ জাতীয় জ্ঞানার্জন তাদের তাফসির বিষয়ে যোগ্য ও দক্ষ করতে অধিক সহায়ক এবং কার্যকর বলে আমি মনে করি। কিন্তু বর্তমান কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআন পাঠদান কার্যক্রমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলবই (আরবী) ব্যতীত বাংলা অনুদিত বইয়ের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উক্ত পাঠের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হয় না, এমনকি কারো কারো মাঝে এতে চরম ভীতি কাজ করে। কেননা অনুদিত বইয়ের মাধ্যমে তাফসির বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানাহরণ সম্ভব নয়।

৫. শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাব:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষন ইনষ্টিটিউটের' মাধ্যমে পার্যায়ক্রমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের আওতায় আনার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখলেও সাড়া দেশের বিরাট সংখ্যক শিক্ষকের জন্য সীমিত প্রশিক্ষকের সমন্বয়ে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। কিন্তু তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষকদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদান বিষয়ক বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে শিক্ষকগণ তাফসির পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন না । যার নীতিবাচক প্রভাব তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষার্থীদের ওপর পরছে।

৬.যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব:

শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। তাই পাঠদান কার্যে যে সকল সম্মানিত শিক্ষক নিয়োজিত থাকবেন, তাঁরা যত বেশি মেধাবী, যোগ্যওদক্ষহবেন, শিক্ষার্থীর জন্য পাঠদানকৃত সে বিষয়টি তত বেশী সহজ,আকর্ষনীয় এবং কার্যকর হবে। আমি সকল শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই বলছি, আমাদের দেশে এক শ্রেণির শিক্ষক রয়েছেন,যাঁদের মাঝে আরবী বিষয়ে যেমনি সম্যক দক্ষতার অভাব রয়েছে, তেমনি তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদান সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী যেমন- নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতিক, ইলমুল কালাম, ইলমুল মা'য়ানী, ইলমত তারীখ, ইলমুর রিওয়াইয়াহ ও ইলমুদ দিরাইয়াহ, ইত্যাদিসহ তাফসির পাঠদান বিষয়ক আধুনিক বিভিন্ন কলাকৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা এবং প্রয়োগের কমতি রয়েছে। যার ফলে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারছে না এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

৭. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ওসঠিক ব্যবহারের অভাব:

প্রত্যেক যুগের চাহিদা অনুযায়ী যে সব প্রযুক্তি আবিস্কার হয় তার ইতিবাচক ব্যবহার সে জাতির জন্য মহান রবের পক্ষ থেকে বড় নেয়ামত। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান করা দরকার এবং পাশাপাশি তাফসির পাঠদান সংশ্লিষ্ট যে সব আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে সে সব বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন ও তার সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি নিশ্চিত করা প্রযোজন। কিন্তু আমাদের দেশে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে সে জাতীয় প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের জ্ঞানর্জনে পারদর্শিতা অর্জন করতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

৮. শিক্ষর্থীর নিয়মিত ক্লসে উপস্থিত না থাকা:

আমাদের দেশে কামিল শ্রেণিতে যে সব শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে, তাদের একটি অংশ রয়েছে, যারা ইতোমধ্যে কর্মজীবন শুরু করার কারণে কিংবা অন্য কোন ব্যস্ততার কারণে বা যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার কারণে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকছে না। ফলে তাদের জন্য স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম যেমন ব্যহত হচ্ছে, তেমনি তারা উক্ত বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন হতেক্রমাগতভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা হয়ত বাজারে প্রচলিত বাংলা সাজেশান কিংবা গাইড নির্ভর প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে; কিন্তু তাফসির বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই শিক্ষর্থীর নিয়মিত ক্লসে উপস্থিত না হওয়া ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ।

৯. যথাযথ পরিমানে শ্রেণিঅধিবেশন সম্পন্ন না হওয়া:

শিক্ষার্থীরা তাফসিরবিষয়ক ক্লাসে যে সময় পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। যে সকল কামিল মাদরাসায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, দাখিল,আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণির পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়, বাস্তব কারণেই সেখানকার শিক্ষার্থীদের যথাযথ ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। এছাড়াও বিভিন্ন ছুটিসহ আরো নানাহ কারণে তাদের শ্রেণি কার্যক্রম ব্যহত হয়। তাই তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের উপর তাদের যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে এটি অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

১০. পাঠদানের ক্ষেত্রে সঠিক প্রাকপাঠ পরিকল্পনার অভাব:

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, **الخطة نصف العمل** অর্থাৎ কোন কাজের সঠিক পরিকল্পনা সে কাজ অর্ধেক সম্পন্ন হওয়ার নামান্তর। তাই কার্যকর ও ফলপ্রসূ পাঠদানের জন্য সঠিক পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে ঐ ক্লাসের পাঠ বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের নিকট স্পষ্ট ধারণা অর্জিত হবে, যার ফলে অতি তাড়াহুড়া কিংবা অতি ধীর গতির দোষে তাঁর পাঠটি অভিহিত হবে না। পাশাপাশি উক্ত পাঠটি শিক্ষার্থীদের জন্যও সহজ, আকর্ষণীয়, জ্ঞানগর্ভ এবং কার্যকর পাঠে পরিণত হতে পারে। কিন্তুপাঠদানের ক্ষেত্রে সঠিক প্রাকপাঠ পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকা পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

১১. পাঠদানের ক্ষেত্রে সঠিক প্রাকপাঠ প্রস্তুতি গ্রহণের অভাব:

আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকগগণ পাঠদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই ক্লাসে প্রবেশ করেন এবং শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ফলে শিক্ষার্থীর জন্য উক্তপাঠটি প্রানবন্ত, আকর্ষনীয়,সহজবোধ্য ও কার্যকর হয়না । কেননা একজন শিক্ষক যখনপাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন তখন তিনি মৌলিক কিছু বিষয় মাথায় রেখে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। যেমন-

- শিক্ষক কাদের শিক্ষা দান করবেন?
- তাদের কী শিক্ষা দিবেন?
- কীভাবে শিক্ষা দিবেন?
- কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

- শিখনফল কী অর্জিত হবে? ইত্যাদি।

তাই পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক কর্তৃক সম্যক পাঠ প্রস্তুতি করলে এ পাঠটি শিক্ষার্থীর জন্য অধিক সহজ, আকর্ষণীয় ও সফল পাঠে পরিণত হতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রচলিত পাঠদান কার্যক্রমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে আলোকে পাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় না, বরং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণ সঠিক প্রক্রিয়ায় পাঠ প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন, আবার কেউ কেউ তাঁর পাঠদানকৃত বিষয়ে নিজেকে এত বেশী যোগ্য ও অভিজ্ঞ মনে করেন যে, প্রাকপাঠ প্রস্তুতির তেমন প্রয়োজন অনুভব করেন না। যার ফলশ্রুতিতে উক্ত পাঠদানের মাধ্যমে তাফসিরুল কুরআনের যোগ্য ও দক্ষ উত্তরসুরী তেমন গড়ে উঠছে না।

১২. সিলেবাসে তাফসিরের জন্য নির্ধারিত অংশ অপর্যাপ্ত হওয়া:

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরিচালিত কামিল শ্রেণির জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও সরবরাহকৃত সিলেবাসে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের জন্য যে পরিমাণ অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে আমি মনে করি। কেননা শিক্ষার্থীর স্তর অনুযায়ী তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পরিমাণ আরো বেশী ও যুগোপযোগী হওয়া দরকার। কিন্তু তার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীরা তাফসির বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারছে না এবং কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবন শেষে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ে সমাজে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অবদান রাখতে পারছে না।

১৩.ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অপ্রতুল হওয়া:

আমাদের মাদরাসা সমূহের বিশেষ করে মফস্বলের মারাসা সমূহে অনেকাংশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। কেননা মোট শিক্ষার্থীর খুব কম অংশই মাদরাসায় পড়ার জন্য আগ্রহী হয়। তার মধ্য হতে ৫ম ও ৮ম শ্রেণির পর কিছু শিক্ষার্থী স্কুলমুখী হয়ে যাচ্ছে, আবার দাখিল ও আলিম পাশের পর বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, এছাড়া অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে কিছু শিক্ষার্থী বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে ও দেশীয় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ালেখা থেকে অসময়ে ছিটকে পড়ছে। ফলে কামিল শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। আর এজন্য কামিলল স্তরের পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষত: তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের ক্ষেত্রে নীতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

১৪. শিক্ষকদের যথাযথ সুযোগ সুবিধার অভাব:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাদরাসা শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি করেছেন; কিন্তু বর্তমান সময়ের চাহিদানুযায়ী এটি যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে যারা থাকেন তাদের জন্য ইহা আরো অপর্যাপ্ত। কেননা সরকারী বিভিন্ন চাকুরীসহ অন্যাণ্য পেশায় যারা চাকুরী করেন তারা মাদরাসা শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তাই মেধাবী শিক্ষার্থীরা মাদরাসায় শিক্ষকতার পরিবর্তে অন্যান্য পেশায় অধিক আকৃষ্ট হচ্ছে।

১৫. অর্থনৈতিক কারণ:

আমাদের দেশের মাদরাসা সমূহের কামিল স্তরের এমন কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ঠিকমত পড়াশোনা করতে পারে না। অভিভাবকগণ লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় জোগান দিতে পারেন না বলে শিক্ষার্থীদের টিউশনি করে, পার্ট টাইম চাকুরী করে, এমনকি বিভিন্ন কায়িক পরিশ্রম করে লেখাপড়ার খরচ জোগাতে হয়। এতে তাদের লেখাপড়ার স্বাভাবিক গতি যেমনি ব্যহত হয়, তেমনি তাদের সময় ও একাগ্রতা নষ্ট হয়। যার ফলে তার নীতিবাচক প্রভাব তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের ক্ষেত্রে পড়ছে।

১৬. সামাজিক কারণ:

সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা মাদরাসার শিক্ষার্থীদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, তাদেরকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কখনো কখনো তাদের সম্মানহানি হয় এমন অপ্রাসঙ্গিক বুলি ও গালি ব্যবহার করা হয়। এসব কারণে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের মাদরাসায় পড়াতে আগ্রহী হন না, আবার একই কারণে অনেক শিক্ষার্থী মাদরাসায় পড়তে আগ্রহবোধ করে না। ফলে তাফরিুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যকশিক্ষার্থী পাওয়া যায় না এবং এটি উক্তশিক্ষা সমৃদ্ধ করণে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

১৭. শিক্ষার্থীদের Facebook তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি অতি আসক্তি:

শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ রয়েছে যারা Facebook তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক সময় ব্যয় করে থাকে। এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নামে অভিহিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে মানুষকে যেমনি অসামাজিক করে তুলছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের অতি মূল্যবান সময় হতে অফুরন্ত সময় নষ্ট করছে। আবার এতে তাদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ বিনষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া কখনো কখনো এর মাধ্যমে বিভিন্ন অনৈতিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে।

১৮. শিক্ষার্থীদের Internet এর নীতিবাচক ব্যবহারের প্রতি আসক্তি:

প্রত্যেক প্রযুক্তিরই ইতিবাচক ও নীতিবাচক দিক থাকে, তেমনি বর্তমান সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রযুক্তি ইন্টারনেটেরও ভালমন্দ দুটি দিকই রযেছে, যা ব্যবহারকারীর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। এর ইতিবাচক ব্যবহারে যেমনি অনেক উপকারীতা রয়েছে, তেমনি তার নীতিবাচক ব্যবহারে বহুবিধ ক্ষতি রয়েছে। কেননা ইহার নীতিবাচক ব্যবহারে শিক্ষার্থীর যেমনি মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, তেমনি তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধ:পতন বয়ে আনতে পারে। কারণ উহাতে ভাল দিকগুলো যেমনি বিদ্যমান তেমনি মানুষের কুপ্রবৃত্তি যা কামনা করে তার প্রায় সব কিছুও তাতে পাওয়া যায়। আর এটির নীতিবাচক ব্যবহার অনেকটা নেশার মত, যাকে পেয়ে বসে তার উহা দূরে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে এক শ্রেণির শিক্ষার্থীর উহার ইতিবাচক ব্যবহারের পরিবর্তে নীতিবাচক ব্যবহার তাদের মহা মূল্যবান সময় যেমনি নষ্ট করে, তেমনি তাদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতাসহ চারিত্রিক অধ:পতন ডেকে আনতে পারে। আর এটি

লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠের সফলতার বড় ধরনের অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

১৯. সম্মানজনক কর্মসংস্থানের অভাব:

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধিকল্পে শিক্ষাজীবন শেষে তাদের জন্য সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষার্থীরা কর্মসংস্থানের তীব্র সংকট অনুভব করে থাকে। তারা প্রত্যাশিত ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় সুযোগ পায় না। যার কারণে তারা এ বিষয়ে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ অনুভব করে না।

২০. শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ নিয়্যাতের অভাব:

বিশুদ্ধ নিয়াতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বুখারী শরীফের সর্ব প্রথম হাদীসে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ τ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.[২৫০]

হুমায়দী (র)..... 'আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (র) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) -কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে ইরশাদ করতে শুনেছি: প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।[২৫১]তাই শিক্ষার্থীদের এ আসমানী ওহীর জ্ঞান লাভ করতে হলে তাদের নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা দরকার। তাফসিরের এ শিক্ষা গ্রহণ যেন একমাত্র মহান রবের সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য করেই পরিচালিত হয়। কিন্তু আমার মতে কোন কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ এ বিষয়টির ঘাটতি রয়েছে, যার কারণে উক্ত শিক্ষা গ্রহণের সুফল শিক্ষার্থী নিজে ও জাতি যথাযথভাবে লাভ করতে পারছে না।

২১. শিক্ষার্থীর খারাপ সঙ্গের সাথে মিলিত হওয়া:

প্রবাদ আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। প্রায় সব সমাজেই কিছু খারাপ মানুষ থাকে, যাদের সংস্পর্শে কিছু ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যায়। এজন্যই রাসূল (সা.) বলেন,

وعن أَبي موسى الأَشعَرِيِّ τ: أَن النَّبِيَّ قَالَ: إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيس السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طيِّبَةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً.[২৫২]

---

২৫০ সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ০১

২৫১ সহীহুল বুখারী,বাবু কাইফা কানা বাদয়ূল ওহী, কিতাবুল বাদয়ূল ওহী,খ.১, হাদীস নং- ০১, পৃ.৩, ইফা বাংলাদেশ, প্র-২০০৩

২৫২ সহীহুল বুখারী, খ.৪,হা.নং ৩৬৩

আবু মুসা আল আশ'য়ারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহারণ মিসক বা সুগন্ধি বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের মত। আতর বিক্রতাদের থেকে তুমি রেহায় পাবে না, হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রান পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে, না হয় তুমি তার দূর্গন্ধ পাবে।[২৫৩]তাই আমাদের বর্তমান সমাজেও কিছু মন্দ মানুষ রয়েছে যাদের প্রভাব ও পরামর্শে অনেক ভালো শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় আগ্রহ ও মনোযোগ হারাচ্ছে বা হারাতে পারে, পিতামাতা ও শিক্ষকদের অবাধ্য হচ্ছে এবং কখনো কখনো বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। যার প্রেক্ষিতে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষা কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধন ব্যহত হচ্ছে।

২২. শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিভাকদের সঠিক নিয়ন্ত্রন না থাকা:

কামিল শ্রেণিতে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের একটি অংশ রয়েছে যারা অনেক সময় তাদের মা বাবার নিয়ন্ত্রণ মানতে চায়না, এমনকি কখনো কখনো তাদের অবাধ্যও হয়ে যায়। এর ফলে অনেকাংশে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার যেমনি সঠিক অগ্রগতি হয় না, তেমনি কখনো কখনো তারা বড় ধরনের সমস্যায়ও নিপতিত হতে পারে।

২৩. মানসম্মত শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা:

আমাদের দেশের অনেক মাদরাসায় মানসম্মত ও পাঠোপযোগী শ্রেণি কক্ষের অভাবে সফলভাবে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না। ফলে পাঠদানকালীন শিক্ষক পাঠদানের যথাযথ পরিবেশ পান না, এতে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে যেমনি অন্তরায় হয়, তেমনি শিক্ষার্থীরাও ক্লাসের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট হতে চায় না।

২৪. শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক প্রক্রিয়ায় আরবি বলার অভাব:

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, যে কোন ভায়ার ৪টি Skillবা দক্ষতা রয়েছে, যেমন- শোনা, বলা, পড়া ও লেখা । পাঠদানের সময় এ বিষয়গুলো আমলে নেওয়া অতি প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের বর্তমান পাঠদান কার্যক্রমে এ গুলোর সঠিক বাস্তবায়নের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক প্রক্রিয়ায় আরবি বলার ঘাটতি রয়েছে। এটা কখনো কখনো শিক্ষক কর্তৃক যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে, কখনো তাঁদের বেখেয়ালে, কখনো স্বীয় জড়তার কারণে আবার কখনো আরবী বললে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না বলে। কিন্তু যে কোন পর্যায়ে হোক না কেন শিক্ষার্থীর সাথে বেশী বেশী আরবী বলার চেষ্টা করা প্রয়োজন। যাতে করে তাদের মাঝে আরবী বলা ও বুঝার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

---

২৫৩ সহীহুল বুখারী,বাবু ফিল আতার ওয়া বায়ীল মিসক, কিতাবুল বুয়ূ,খ.৪, হাদীস নং- ৩৬৩, ইফা বাংলাদেশ, প্র-২০০৩

২৫. পরীক্ষানির্ভর পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া:

পাঠদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানানো, বুঝানো ও জ্ঞানদান করা। কিন্তু আমাদের বর্তমান পাঠদান কার্যক্রমের অনেকাংশে সেটির যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় শিক্ষার্থীর পরীক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে, অর্থাৎ শিক্ষার্থী কিভাবে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করবে কিংবা পাশ করবে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা ও পরীক্ষার বৈতরনী পাশের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ সময় মনোযোগী হয়ে থাকে। আর এতে পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ব্যহত হয় বলে আমি মনে করি।

২৬. বাংলা নোট বা গাইডের নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহার:

কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো বাংলা নোট বা গাইডের নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহার। কেননা এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পাঠ বুঝার প্রতি সচেষ্ট না হয়ে মুখস্থ নির্ভরতায় ধাবিত হয়। আবার মূল কিতাব হতে উত্তর তৈরী করতে গেলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় বলে, সে উক্ত বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় বুঝে নেওয়ার জন্য মূল কিতাবসহ অন্যান্য বই বা শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করবে। এতে শিক্ষার্থী নিজ চেষ্টায় যখন সমস্যা আবিস্কার করে তার সমাধান করবে বা করার চেষ্টা করবে তখন সে শিক্ষা তার জন্য অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী রুপ লাভ করবে। কিন্তু বাজারে প্রচলিত বাংলা নোট বা গাইডের নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ কমে যায়। তাই কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম সমস্যা বলে আমি মনে করি।

২৭. শিক্ষক অভিভাবকদের মাঝে সঠিক সেতুবন্ধনের অভাব:

আমরা সবাই জানি যে, একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির জন্য তিন শ্রেণির সমন্বিত ভূমিকা অতি আবশ্যক। আর তা হলো, ১. শিক্ষক , ২.শিক্ষার্থী ও ৩.অভিভাবক। এ তিন শ্রেণির সমন্বিত ও কার্যকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হওয়া অধিকতর সহজ। কিন্তু বর্তমান কামিল শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রমে সেটির বাস্তবায়ন খুবই অপ্রতুল। আর শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি একটি সমস্যা বলে আমার অভিমত।

২৮. শিক্ষার্থী কর্তৃক বাড়ীর কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করণে অনীহা:

শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া বহির্ভূত নানা বিষয়ের ব্যস্ততা, অমনোযোগিতা ও পড়াশোনা কেন্দ্রিক যথাযথ গুরুত্বশীল না হওয়ার কারণে শিক্ষক কর্তৃক প্রদানকৃত বাড়ির কাজ সঠিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে না। অথচ এটি একজন শিক্ষার্থীকে যোগ্য, দক্ষ ও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে অতি সহায়ক। আর এটির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

২৯. শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজ প্রদানের অপর্যাপ্ততা:

শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ প্রদান শিক্ষা কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশ। যেমন- শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন অ্যাসাইন্টমেন্ট করতে দেওয়া, সংশ্লিষ্ট পাঠের উপর প্রশ্ন বা উত্তর তৈরী করতে দেওয়া, নির্দিষ্ট সূরা

বা আয়াতের তাফসির করতে দেওয়া, সংশ্লিষ্ট আয়াত বা সূরা মুখস্ত করতে দেওয়া, ইত্যাদি। এ জাতীয় কার্যক্রমগুলো সীমিত আকারে বাস্তবায়িত হলে ও কাঙ্ক্ষিত মানে নয়। অথচ শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের মাধ্যমে সঠিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হওয়ার জন্য এটি অতি সহায়ক। আর এটির কাঙ্ক্ষিত বাস্তবায়ন না হওয়া ফলপ্রসূ পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

৩০. শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক কাউন্সিলিং ব্যবস্থা না থাকা:

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন নীতিবাচক বিষয়াবলী, যেমন- খারাপ সঙ্গের সাথে মিশা, Internet এর নীতিবাচক ব্যবহার ও Facebook ব্যবহারের আসক্তি, শারীরিক, মানসিক বা ব্যক্তিগত সমস্য, বিষন্নতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের জন্য স্নেহ মমতাসহ সঠিক কাউন্সিলিং অতি জরুরী। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে সমস্যামুক্ত করে সঠিক পথে আনা ও মাদরাসামুখী করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে সেটির ব্যবহার একেবারেই অপ্রতুল। আর এটির পর্যাপ্ত বাস্তবায়ন না থাকা তাদের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

৩১. শিক্ষকদের যথাযথ জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন না থাকা:

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা মূলক ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেটির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। সম্মানিত শিক্ষকগণ সঠিক দায়িত্বানুভূতি নিয়ে আমানতদারীতার সাথে যদি এ নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভে সক্ষম হবে। কিন্তু সে অনুভূতি ও আমানতদারীতাসহ দায়িত্ব পালনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে এটিও একটি সমস্যা বলে আমার অভিপ্রায়।

৩২. শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্যে সঠিক তদারকী ও মনিটরিংয়ের অভাব:

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমেরশিক্ষাদান কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মনিটরিং ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেটির যথাযথ বাস্তবায়নের াভাব রয়েছে। অথচ তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের সফল ও কার্যকর পাঠদানের জন্যে এটি অতি প্রয়োজন। আর অতি গুরুত্বপূর্ণ এ প্রক্রিয়াটির যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকা একটি সমস্যা বলে আমি মনে করি।

৩৩. শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও মান্যতার অভাব:

জ্ঞান হলো আলো, যা আহরণের জন্য আত্মিক সম্পর্ক অতি প্রয়োজন। আর তাফসিরুল কুরআনের জ্ঞান যেহেতু অহী ভিত্তিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা, সেহেতু তা অর্জনের ক্ষেত্রে রূহানী সম্পর্ক আরো বেশী জরুরী। তাই সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও মান্যতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাসূল (সা.) বলেন,

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا"[২৫৪]

"আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়, যে ছোটদের স্নেহ করেনা এবং বড়দের সম্মান করে না" ।[২৫৫]

وحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّه عنها- قالت قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-"أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُم".[২৫৬]

উম্মুল মুমেনীনহযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশা করেন: "মানুষকে তার স্তর অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন কর" ।[২৫৭]কিন্তু বর্তমান শিক্ষার্থীদের অনেকের মাঝে শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ ভালবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা ও মান্যতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এটি ও তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

৩৪. শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক শিক্ষা প্রদানের অভাব:

আমাদের শিক্ষক সমাজের একটি অংশ রয়েছেন যাঁরা শিক্ষার্থীদের শুধু পদ্ধতিগত ও পুঁথিগত শিক্ষাই প্রদান করে থাকেন, তার সাথে প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয়ে তেমন চেষ্টা করেন না, ফলে তাফসিরুল কুরআনের উক্ত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নিকট সহজ, আকর্ষনীয়, কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করে না। অথচ প্রায়োগিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবী (সা.) বলেন: 'তোমরা হজ্জের বিধি-বিধান পালনে আমাকে অনুসরণ কর' ।

৩৫. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক শ্রেণি কক্ষের ব্যবস্থা না থাকা:

পাঠদানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক শ্রেণি কক্ষের ব্যবস্থা থাকা অতি অবশ্যক। কেননা একসাথে ক্লাস করার ক্ষেত্রে পর্দার বিধান যেমনি মারাত্মকভাবে লংগিত হয়, বিভিন্নঅনৈতিকতার সূত্রপাত হয়, তেমনি লেখাপড়ায় অমনোযোগিতাসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এর মাধ্যমে নারী পুরুষের লজ্জার সীমানাকে দূর্বল করে দেয়। অথচ আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন,"**والحياءُ شُعْبَةٌ من الإيمان**" 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ' ।[২৫৮] কিন্তু আমাদের দেশের অনেক মাদরাসায় এখনো ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য পৃথক শ্রেণি কক্ষের ব্যবস্থা নেই। ছেলে- মেয়েদের একসাথে একই শ্রেণি কক্ষে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি।

৩৬. শিক্ষার্থীদের জন্য মডেলক্লাস পরিদর্শনের ব্যবস্থা না থাকা।

কামিল শ্রেণিতে যে সব শিক্ষার্থী তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ে অধ্যয়ন করছে, তাদের বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদান কেন্দ্রিক কলাকৌশল শেখার লক্ষ্যে আদর্শ

---

২৫৪ সুনানু আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবু তানযিলুননাস ওয়া মানাযিলাহুম, ৪/২৬১, ৪৮৪২, সহীহুল মুসলিম ফী মুকাদ্দিমাতিহি ১/৬, ওয়াত তিরমিযি

২৫৫ সহীহুল মুসলিম,সুনানু আবু দাউদ ওয়াত তিরমিযি

২৫৬ সুনানু আবু দাউদ, ওয়া মায়ারিফাতু উলুমিল হাদিস লীল হাকেম

২৫৭ সুনান আবু দাউদ

২৫৮ সহীহুল বুখারী

শিক্ষক ও বড় বড় শাইখদের পাঠদান মূলক মডেলক্লাস পর্যবেক্ষনেরপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে সেটি বাস্তবায়নের তেমন কোন ব্যবস্তা নেই।

৩৭. শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবি ক্বাওয়াইদ তথা নাহু ও সরফবিষয়ক দূর্বলতা:

প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কিছু নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে, সে ভাষা শিখার ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো জানা থাকা অতি জরুরি। অনুরূপভাবে আরবীভাষা সঠিকভাবে বলতে, বুঝতে,পড়তে এবং লিখতে কিছু নিয়মাবলী জানার আবশ্যকতা রয়েছে, যা জানার জন্য নাহু ও সরফবিষয়ক জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অনেকের মাঝে আরবি ক্বাওয়াইদ তথা নাহু ও সরফবিষয়ে প্রচন্ড দূর্বলতা রয়েছে। আর এ জাতীয় দূর্বলতার কারণে কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাফসিরুল কুরআনের পাঠ সঠিকভাবে বুঝতে নানাহ সমস্যার সম্মুখীন হয়। যার ফলে তারা তাফসির বুঝার চেয়ে ক্রমাগত মুখস্থ নির্ভরতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর তাফসিরুল কুরআনের সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম সমস্যা বলে আমি মনে করি।

৩৮. অধিকাংশ মাদরাসায় সমৃদ্ধ পাঠাগার না থাকা:

শিক্ষার্থীদের সরাসরি পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক ও তৎবহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠ্য পুস্তকের বাহিরেও বিভিন্ন বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা এ বই মানুষের অজানাকে আবিস্কার করার, অজ্ঞতাকে দূরিভূত করার এবং অন্ধকার হতে আলোর পথে যাবার অন্যতম মাধ্যম। জনৈক পন্ডিত বলেন: 'আমরা যতই অধ্যয়ন করি ততই আমাদের অজ্ঞতাকে আবিস্কার'। তাই শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞান চর্চার এ অন্যতম মাধ্যমটির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা দরকার যাতে করে তারা বেশি বেশি বই পড়ার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং তাদের যোগ্য ও দক্ষ করে করে গড়ে তুলতে পারে। এজন্য সকল মাদরাসায় বিশেষ করে ফাযিল ও কামিল মাদরাসা সমূহে প্রয়োজনীয়বিভিন্ন বইয়ের সমাহারে সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করা দরকার । কিন্তু আমাদের দেশের অনেক মাদরাসায় এজাতীয় সমৃদ্ধ পাঠাগার না থাকায় শিক্ষাথীরা জ্ঞান চর্চার যথাযথ সূযোগ পায় না।

৩৯. শিক্ষার্থীর প্রতি অভিভাবকদের যথাযথ খোঁজ-খবরের কমতি:

শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিভাবকদের যথাযথ খোঁজ খবর রাখা ও সজাগ থাকা প্রয়োজন। তারা কিভাবে তাদের সময় ব্যয় করে, কোথায় যায়, কাদের সাথে মিশে, অতিরিক্ত টাকা পয়সা দাবী করে কিনা, পেলে কিভাবে খরচ করে, লেখাপড়ায় যথাযথ মনোযোগী কিনা, মাদরাসায় নিয়মিত যায় কিনা, কোন দু:শ্চিন্তা বা বিষন্নতায় তারা ভোগছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কেননা তাদের অপরিপক্কতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে অনেক সময় তারা নিজেদের জন্য অকল্যাণ হয় এমন বিষয়েও জড়িয়ে পরতে পারে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের পক্ষ হতে এ জাতীয় যথাযথ খোঁজ খবরের কমতি আছে বলে আমার মনে হয়। আর এর ফলে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে জড়িয়ে পরে যা তাদের লেখাপড়ার স্বাভাবিক গতিকে বিনষ্ট করে এবং কখনো কখনো বন্ধ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি কখনো কখনো নিজেদেরকে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলতে পারে।

৪০. উচ্চতর গবেষণার সুযোগ না পাওয়া:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোপূর্বে ফাযিল ও কামিলকে যথাক্রমে অনার্স ও মাস্টার্সের সমমান প্রদান করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফাযিল ও কামিল সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীরা এমফিল ও পিএইচডিসহ উচ্চতর গবেষণার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। আর এটি তাফসিরুল কুরআনের ফলপ্রসূ ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমার বিশ্বাস। তাই মাদরাসা হতে কামিল ডিগ্রীধারী বাছাইকৃত যোগ্য শিক্ষার্থীদের এমফিল ও পিএইচডিসহ উচ্চতর গবেষণার সুযোগ প্রদান করলে তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষার প্রতি তারা আরো বেশি আকৃষ্ট হতো এবং এতে এ বিভাগ আরো অধিক শক্তিশালী হতো।

৪১. মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহমূলক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা:

ফাযিল ও কামিল শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহমূলক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে তারা যেমনি লেখাপড়ায় আরো বেশি আগ্রহী হতো তেমনি অনেকের জন্য বড় ধরণের অর্থনৈতিক এমন সহযোগিতা হতো যা তাদের পড়াশোনার পথকে আরো সুগম করতো। কিন্তু সেটির যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় তারা এবিষয়ে লেখাপড়ায় একদিকে যেমন বাড়তি উৎসাহ খুঁজে পায় না, তেমনি আবার কারো কারো ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোতিার অভাবের কারণে তার পড়াশোনার গতি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার পূর্বেই থেমে যায়।

৪২. অতি মেধাবীদের বৃত্তিসহ বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সহযোগিতার ব্যবস্থা না থাকা:

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনকারী মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেমনি সরকারী বৃত্তির মাধ্যমে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে ফাযিল ও কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষার্থীদের জন্যও তেমনি ব্যবস্থা থাকলে তারা এ বিষয়ে পড়াশোনায় আরো অধিক আগ্রহী হতো। কিন্তু আমাদের দেশের ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে অধ্যয়নকারী যে সব অতি মেধাবী বা মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছে তাদেও জন্য সরকারী বৃত্তির মাধ্যমে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

৪৩. ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পদ্ধতির ব্যবহার না থাকা:

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী করার জন্যে, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানসে ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়। তাই আমাদের দেশের ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির যথাযথ বাস্তবায়ন হওয়া অতি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কিন্তু সেটির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া সফল ও কার্যকর পাঠদানের বেলায় অন্যতম সমস্যা।

পঞ্চম অধ্যায়

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং বর্তমানে ফাযিল ও কামিল স্তরে প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থা :

৫.১ মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

পাঠদানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষার্থী মূল্যায়ন। সফল ও কার্যকর পাঠদানের সাথে ইহার সম্পর্ক অতি নিবিড়। তাই এ প্রক্রিয়াটি যত বেশী সঠিক, নিখুঁত ও কার্যকররূপেবাস্তবায়ন ঘটবে, শিক্ষাব্যবস্থা তত বেশী শক্তিশালী ও উন্নত হবে। কেননা সঠিক পদ্ধতির মূল্যায়নের মাধ্যমে যথাযথ মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করা সম্ভব, যেটি একটি উন্নত জাতি ও শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অতি আবশ্যক বলে আমি মনে করি। নিম্নে আমাদের দেশের মাদরাসাসমূহেরফাযিল ও কামিল স্তরে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

১. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধু নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করা:

ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেমাদরাসার অভ্যন্তরীন শুধু নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এটি একজন শিক্ষার্থীর সঠিক ও যথার্থ মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষা গ্রহণসহ ধারাবহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা খুবই প্রয়োজন। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মাদরাসার অভ্যন্তরীন ধারাবাহিক মূল্যায়ণ আরো জোরদার ও কার্যকর করা দরকার।

২.শুধু লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা:

বাংলাদেশের মাদরাসা সমূহে ফাযিল স্তরে শুধু লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী মূল্যায়নের পদ্ধতি চালু রয়েছে। অথচ একজন শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট শ্রেণির পুরো মেয়াদ জুড়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহলে শিক্ষার্থীরা যেমনি ক্লাসমুখী হবে, তেমনি শিক্ষকের মূল্যয়ন ও যথার্থ এবং কার্যকর হবে। তই এ মূল্যায়নকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা কার্যকর করা দরকার। আবার কামিল স্তরে যে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেটাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকররূপে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৩. সনভিত্তিক ঘূর্নয়মান নির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়া:

আমাদের মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটি বহুল চলমান ,তাহলো জোড়/ বিজোড় সনের ভিত্তিতে গুটি কয়েক প্রশ্ন/ বিষয়ের ওপরই তা ঘুরপাক খাচ্ছে। মূল্যায়নের গন্ডির এ সীমাবদ্ধতা না রেখে তা সমগ্র সিলেবাস বা বই কেন্দ্রিক হলে তা আরো কার্যকর হবে বলে আমি মনে করি।

৪.মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত সাজেশান ও গাইড অনুসরণ করা:

শিক্ষার্থীমূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এক শ্রেণির শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা বাজারে প্রচলিত সাজেশন বা গাইড অনুযায়ী প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। এমননি কখনো কখনো সৃজনশীল প্রশ্নও গাইড/সাজেশান থেকে হুবহু তুলে দেওয়া, অথচ সৃজনশীল প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য হলো যা একবারই হবে, তার কোন কপি থাকবে না। এতে শিক্ষার্থীর সমগ্র বই/ সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের আগ্রহ বিনষ্ট হয় । ফলে তারা অতি সীমিত আকারের বাছাইকৃত অংশের ওপরই প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৫. জ্ঞানমূলক প্রশ্নের অধিক প্রাধান্য দেয়া:

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক প্রশ্নকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। সৃজনশীল বা আত্ম-অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উপস্থিতি কম থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ নির্ভর প্রস্তুতির প্রতিই অধিক পরিমানে ধাবিত হয়। আর এটির ইতিবাচক প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনে কম থাকে।

৬. ফাযিল স্তরে মৌখিক পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকা:

শিক্ষার্থী মূল্যায়নের অন্যতম দুটি মাধ্যম হলো লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে যেমনি তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই করা হয়, তেমনি মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমেও তাদের মূল্যায়ন করা দরকার। আর মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিখুঁত, কার্যকর সন্দেহাতীতভাবে তাদের মূল্যায়ন করা সম্ভব। কেননা এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সরাসরি পরীক্ষকের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়, স্বীয় যোগ্যতার পরীক্ষার জন্য সরাসরি শিক্ষকের সামনে নিজকে পেশ করতে হয়, এতে তার জ্ঞানমূলক দক্ষতা যেমন যাচাই করা হয়, তেমনি শ্রবণ ও প্রকাশের দক্ষতাও মূল্যায়িত হয়। কিন্তু ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মাদরাসার অভ্যন্তরিন ও বোর্ড কেন্দ্রিক কোন মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেই , এটি শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। তাই তাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি চালু করা খুবই দরকার।

৭. প্রশ্নের অবসন (নির্বাচনের সুযোগ) অধিক হওয়া:

ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মূলায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নের অবসন অপেক্ষাকৃত বেশি। প্রশ্ন বাছাই করার ক্ষেত্রে তারা কখনো কখনো প্রায় ৪০-৫০% সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের স্তর অনুয়ায়ী প্রশ্ন নির্বাচনের এ আধিক্যতা আমার মতে যৌক্তিক নয়। কেননা এর ফলে তারা প্রয়োজনীয় পরিমাণের লেখাপড়া হতে নিজেদেরকে বিরত রাখে। বরং বাছাইকৃত কিছু প্রশ্নের ওপর নিজেদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করে। ফলে তাফসির বিষয়ে তারা সম্যক ধারণা বা জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

৮. ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি:

বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ফাযিল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য মাদরাসার অভ্যন্তরীন মূল্যায়নের বেলায় শুধুমাত্র নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় তারপর বোর্ড পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। অথচ তাদের এ মূল্যায়নের পাশাপাশি মাদরাসার অভ্যন্তরীন ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহলে শিক্ষার্থীরা যেমনি নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতির বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করবে, তেমনি পড়াশোনায় অপেক্ষাকৃত আরো বেশি মনোযোগী হবে।

৯. পরীক্ষায় কিছু শিক্ষার্থীর অসুদপায় অবলম্বন করা :

ফাযিল ও কামিল শ্রেণির কতিপয় শিক্ষার্থী বিভিন্ন কৌশলে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করে, এতে করে তারা নৈতিকতার পরীক্ষায় যেমনি পিছিয়ে থাকে, তেমনি লেকাপড়ায় কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন হতেও পিছিয়ে থাকে। কেননা তারা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের আশায় নিয়মিত লেখাপড়া করে নিজেদেরকে পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করে না। আবার এতে করে যে সব শিক্ষার্থী এ জাতীয় গর্হিত কাজ হতে নিজেদেরকে বিরত রেখে চলতে চায় তাদের প্রতি অবিচার হতে পারে। কারণ কখনো কখনোঅসুদপায় অবলম্বনকারী শিক্ষার্থী অসুদপায় অবলম্বনহীন শিক্ষার্থীর চেয়েও ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে। যেটি কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

৫.২ ফাযিল ও কামিল স্তরে **তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের প্রস্তাবিত মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ**

শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রমের গুরুত্বযেমনিঅপরিসীম, তেমনি শিক্ষার্থী মূল্যায়নের কাজটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি যত বেশি নিখুঁত, সঠিক ও কার্যকর প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবে, তত বেশি যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষার্থী নির্বাচন করা সম্ভব হবে, পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জিত হবে এবং যেটির যথার্থ বাস্তবায়ন হওয়া অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে যোগ্য ও দক্ষ জাতি উপহার দেয়া সম্ভব নয়। তাই ফাযিল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সঠিক, নিখুঁত ও কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করা অতি অবশ্যক। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো:

১. কামিল শ্রেণিতে লিখিত ছোট/বড় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা:

কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লিখিত ছোট/বড় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। অর্থাৎ তাফসির বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করা , আবার বর্ণনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমেও মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

২. কামিল শ্রেণিতে কার্যকর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা:

লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সরাসরি পরীক্ষকের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়, নিজের যোগ্যতাকে সরাসরি শিক্ষকের সামনে প্রকাশ করতে হয়, এতে তার জ্ঞানমূলক দক্ষতা যেমনি যাচাই করা হয়, তেমনি শ্রবণ ও প্রকাশের দক্ষতাও মূল্যায়িত হয়। তাইকামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মাদরাসার অভ্যন্তরিন মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা কার্যকর করা প্রয়োজন, পাশাপাশি ফাইনাল তথা বোর্ড পরীক্ষা গ্রহণকালীন যথার্থভাবে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩. জীবনী বা ঘটনামূলক প্রশ্নের বিশ্লেষনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা:

ফাযিল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জীবনী বা ঘটনামূলক প্রশ্নের বিশ্লেষনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এতে করে তাদের মাঝে নিজেদের জানা বিষয় ঘুচিয়ে বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, আবার বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় জ্ঞানও অর্জিত হবে।

৪. বিভিন্ন পুস্তক সংক্রান্ত তুলনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা:

ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের তাফসিরুল কুরআন বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা দরকার। তাই তাফসির বিষয়ক বিভিন্ন বই সম্পর্কিত ধারণা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন পুস্তক সংক্রান্ত তুলনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এতে করে তারা তাফসির বিষয়ক বিভিন্ন বই পড়ার মাধ্যমে উক্ত বই সম্পর্কে ধারণা অর্জনে উৎসাহী হবে। আর তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষার্থীদের জন্য এ জাতীয় জ্ঞানাহরণ করা অতি আবশ্যক।

৫. ফাযিল শ্রেণিতে লিখিত ছোট/বড় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা:

কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লিখিত ছোট/বড় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেত পারে। অর্থাৎ তাফসির বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করা , আবার বর্ণনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

৬. ফাযিল শ্রেণিতে ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করা:

আমাদের দেশের মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পদ্ধতি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেই। তাই ফাযিল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পদ্ধতি চালু এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৭. ফাযিল শ্রেণিতেমূল্যায়নের ক্ষেত্রেমৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা:

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সরাসরি পরীক্ষকের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়, নিজের যোগ্যতার পরীক্ষা সরাসরি শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করতে হয়, এতে তার জ্ঞানমূলক দক্ষতা যেমান যাচাই করা হয়, তেমনি শ্রবণ ও প্রকাশের দক্ষতাও মূল্যায়িত হয়। কিন্তু ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মাদরাসার অভ্যন্তরিন ও বোর্ডকেন্দ্রিক কোন মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেই , এটি শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। তাই তাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি চালু করা অতি আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

৮. ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতেক্লাসটেস্ট/ক্লাসপারফরমেন্স ব্যবস্থাচালুকরা:

ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ক্লাসটেস্ট/ক্লাসপারফরমেন্সের তেমন বাস্তবায়ন নেই, অথচ তাদেরকে ক্লাসের প্রতি আগ্রহী ও গুরুত্বশীল করার জন্য, নিয়মিত পড়া শেখা এবং নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি অধিক কার্যকর। তাই ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে ক্লাসটেস্ট/ক্লাসপারফরমেন্সব্যবস্থা চালু করাঅতি আবশ্যক। আর শিক্ষার্থী মূল্যায়নের মূল্যায়নের বেলায়ও এ পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

৯. মূল বইয়ের হরকত বিহীন আরবী পঠন এর বাস্তবায়ন খুবই কম:

হরকত বিহীন মূল আরবী বই পঠনশিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাইয়ের অন্যতম একটি মাধ্যম। কেননা এতে তাদের আরবী ক্বাওয়াঈদ অনুযায়ী পড়ার বিষয়টি যেমনি যাচাই হয়, তেমনি বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের বিষয়টিও মূল্যায়ন করা যায়। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে হরকত বিহীন মূল আরবী কিতাব পঠনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা দরকার।

১০. ধারাবাহিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা:

শিক্ষার্থীদের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ও লেখাপড়ায় অধিক গুরুত্বশীল ও মনোযোগী হবার ক্ষেত্রে মাদরাসার অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর। কিন্তু আমাদের দেশের ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির তেমন বাস্তবায়ন নেই। তাই আমার প্রস্তাবনা হলো ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সকল মাদরাসায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা কার্যকর করা। আর এ মূল্যায়ন বোর্ড/ইসলামী বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় যথাযথভাবে আমলে নেয়া।

৫.৩ ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মূল্যায়নগত সমস্যা ঃ

সফল ও কার্যকর পাঠদান নিশ্চিত করার জন্য সঠিক পদ্ধতির মূল্যায়ন অপরিহার্য। কেননা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যথাযথ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যেমনি সুবিচার নিশ্চিত হবে, তেমনি তারা সঠিক প্রক্রিয়ায় লেখাপড়ায় অধিক পরিমানে মনোনিবেশ করবে। আর তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের ওপর তাদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হবে। ফলে শিক্ষার্থীও উহা হতে কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু আমাদের দেশের মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিতে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। যার কারণে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সফলতা পাওয়া যাচ্ছে না, ফলশ্রুতিতে তাফসির পাঠদানের ক্ষেত্রেও কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হচ্ছে না। আমার মতে ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত কিছু সমস্যা নিম্নরুপ:

১.বাজারে প্রচলিত সাজেশন ও গাইড নির্ভর মূল্যায়ন:

ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো বাজারে প্রচলিত সাজেশন হতে প্রশ্নপত্র তৈরী করার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। কারণ এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী তাফসির বুঝার ক্ষেত্রে নির্ধারিত অংশকেই গুরুত্ব দেয়। বই বা সিলেবাস অনুযায়ী সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে না এবং সামগ্রিকভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকে না। যার ফলে শিক্ষার্থীর মাঝে তাফসির কিষয়ক কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হয় না।

২. সনভিত্তিক আবর্তিত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন:

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে জোড়/ বিজোড় সনের প্রশ্ন অনুযায়ী অধিকাংশ প্রশ্নপত্র তৈরী হয়ে থাকে। যেমন- জোড় সন ২০১২,২০১৪,২০১৬ ও ২০১৮ এবং বিজোড় সন ২০১১, ২০১৩, ২০১৫ ও ২০১৭ ইত্যাদি অনুযায়ী বহুলাংশে প্রশ্নপত্র তৈরী ও সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। আর এ পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত পড়াশোনার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি। কেননা মূল্যায়নের প্রচলিত এ প্রক্রিয়ায় কিছু সীমিত বিষয়ের ওপরই আবর্তিত হচ্ছে। অথচ এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সিলেবাস বা বইকে শামিল করে না যেটি শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে অন্তরায়।

৩. ফাযিল শ্রেণির মূল্যায়নের বেলায় মৌখিক পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকা:

ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌখিক মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অনার্স ও মাষ্টার্সে এবং মাদরাসার কামিল শ্রেণিতে যেমনি মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে তেমনি মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। পাশাপাশি এটিকে অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কার্যকর করা প্রয়োজন। কেননা ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকা একটি অন্যতম সমস্যা বলে আমি মনে করি।

৪. প্রশ্নের অবশন বা নির্বাচনের সুযোগ বেশিথাকা:

প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন নির্বাচনের সুযোগ অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের অবসন বা নির্বাচনের বেলায় প্রায় ৫০% সুযোগ থাকে। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী যখন দেখতে পায় তার প্রশ্নে প্রায় অর্ধেক প্রশ্ন বেচে পড়ার সুযোগ থাকে, তখন বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী সে কাজটিই করে। যার দরুন বইয়ের বিরাট অংশ সম্পর্কে তারা অন্ধকারেই থেকে যায়, আর এতে তারা বিষয়ভিত্তিক সঠিক দক্ষতা অর্জন হতে বঞ্চিত হয়। যেমন-

১. কামিল ১ম পর্বে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পরীক্ষায়:[২৫৯]

(ক) অংশে ৮টি প্রশ্ন হতে ৪টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়। যার মান ২০×৪=৮০

(খ) অংশের ৮টি হতে ৪টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়, যার মান ৫×৪=২০

পূর্ণমান (৮০+২০) = ১০০

২. তাফসির দ্বিতীয় পত্রের ১০০ নম্বরের পরীক্ষায়:

(ক) অংশের ১০টি প্রশ্ন হতে ৫টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়। যার মান (১০×৫)=৫০

(খ) অংশের ৬টি প্রশ্ন হতে ৩টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়। যার মান (১০×৩)=৩০

(গ) অংশের ২০টি হতে ১০টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়, যার মান (২×১০)=২০

পূর্ণমান (৫০+৩০+২০) = ১০০

৩. তাফসির তৃতীয় পত্রের ১০০ নম্বরের পরীক্ষায়:

(ক) অংশের ১০টি প্রশ্ন হতে ৫টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয় যার মান (১০×৫)=৫০

(খ) অংশের ৫টি প্রশ্ন হতে ৩টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়,যার মান (১০×৩)=৩০

(গ) অংশের ২০টি হতে ১০টির উত্তর প্রদান করতে হয়, যার মান (২×১০)=২০

পূর্ণমান (৫০+৩০+২০)=১০০

৪. তাফসির চতুর্থ পত্রের ১০০ নম্বরের মূল্যায়ন ক্ষেত্রে

(ক) অংশের ৮টি হতে ৪টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয় যার মান (১০×৮)=৮০

(খ) অংশের ৭টি হতে ৪টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয় যার মান (৫×৪)=২০

পূর্ণমান (৮০+২০) =১০০

২৫৯ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সালের প্রশ্নের নমুনা

প্রশ্নের উপরোক্ত কাঠামো পার্যলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার সময় প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায় ৫০% অবসন পায়। এ সুযোগটি সে প্রস্তুতি গ্রহণের সময় কাজে লাগায়। আবার যেহেতু সন ভিত্তিক জোড়/ বিজোড় সন অনুযায়ী প্রশ্ন কমন থাকে সেখানে সে অতি অল্প সংখ্যক প্রশ্ন বাচাই করে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পায়। ফলে সিলেবাস বা বইয়ের বিরাট একটি অংশ হতে শিক্ষার্থীরা অন্ধকারে থাকে বা সঠিক জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা তারা পরীক্ষার প্রশ্নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে নির্ধারিত ও গুটি কতক প্রশ্নের ওপর তাদেরকে প্রস্তুত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে এবং নিয়মমাফিক ও সঠিক প্রক্রিয়ায় পড়াশোনা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে।

৫. পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বন করা :

জাতীয় পর্যয়ে প্রচেষ্টার পরও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো শতভাগ নকলমুক্ত হয়নি। শিক্ষার্থীদের একটি অংশ যদিও সংখ্যায় তারা বেশী নয় বিভিন্নভাবে পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বন করছে, যার ব্যতিক্রম ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও হয়নি। এতে করে কিছু যথাযথ যোগ্য নয় এমন শিক্ষার্থীও ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে কর্মজীবনে ভালো চেয়ার দখল করছে। যার ফলে জাতির ওপর তার নীতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তাই যে কোন উপায়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে শতভাগ নকলমুক্ত করা অতি আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

৬. যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব:

পাঠদান ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সফলতা পাওয়ার জন্য যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অতি আবশ্যক। কিন্তু মাদরাসার শিক্ষকগণ চাকুরীর ক্ষেত্রে যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন অন্যান্য পেশায় সুযোগ সুবিধা তার চেয়ে বেশি হওয়ায় অনেক যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা মাদরাসার পরিবর্তে অন্যান্য পেশায় আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলে ফাযিল ও কামিল শ্রেণির পাঠদানের ক্ষেত্রে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের সংকট তৈরী হচ্ছে। আর সঠিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের বেলায় এটি অন্যতম সমস্যা বলে আমি মনে করি।

৭. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব:

শুধু একাডেমিক শিক্ষার মাধ্যমেই অনেক সময় একজন ভালো ও সফল শিক্ষক হওয়া যায় না। কারণ এ শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানাহরণ করলেও পাঠদান কলাকৌশল অর্জন ও শিক্ষার্থীদের মাঝে তার সফল বিতরণ আলাদা বিষয়। আর তাই সকল ভালো শিক্ষার্থী শিক্ষক হিসেবে ভালো ও সফল নাও হতে পারেন। বরং তার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বিশেষত: বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি।

৮. ধারাবাহিক মূল্যায়নের অভাব:

শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি ও সফলতার জন্য মাদরাসার অভ্যন্তরীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর।কিন্তু বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ফাযিল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য মাদরাসার অভ্যন্তরীন এ ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থর তেমন বাস্তবায়ন নেই। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে অভ্যন্তরীন মূল্যায়ন করা হয় তারপর বোর্ড পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন কার্য সম্পন্ন করা হয়। অথচ শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসমুখী করতে এবং লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী

করতে মাদরাসার ধারাবাহিক মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি।কিন্তু বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে সেটির যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকায় মূল্যায়নের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বলে আমি মনে করি।

৯. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও সঠিক ব্যবহারের অভাব:

ফাযিল ও কামিল শ্রেণির মূল্যায়নের বেলায় একটি সমস্যা হলো আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান ও যথাযথ ব্যবহারের অভাব। কেননা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তার সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যায়ন কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত নিখুঁত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। কিন্তু সেটির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে সঠিক মূল্যায়ন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

১০. ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে ইনকোর্স এবং টিউটোরিয়াল পরীক্ষারবাস্তবায়ন না থাকা:

শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিক্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ও অধিক পড়াশোনামুখী করার জন্য ইনকোর্স এবং টিউটোরিয়াল পদ্ধতির বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিতে যেমনি ইনকোর্স এবং টিউটোরিয়ালপরীক্ষার ব্যবহার রয়েছে, তেমনি ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতেও সফল এবং কার্যকরভাবে সেটির বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেটির কার্যকর ব্যবহার না থাকাসঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়বলে আমি মনে করি।

১১. ফাযিল শ্রেণিতে ক্লাস টেস্টের তেমন প্রচলন না থাকা:

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শ্রেণি অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য ও লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী হওয়ার জন্য ক্লাস টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর। কেননা এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত এক বা একাধিক বিষয়ের পাঠ শেষে তাদের উক্ত বিষয়ের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। আর শিক্ষার্থীদেরও এ বিষয়টি পূর্ব হতে জানা থাকবে বলে তারা পাঠে অধিক মনোযোগী ও গুরুত্বশীল হবে।

১২. হরকত বিহীন মূল আরবী বই পঠনের যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকা:

শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাইয়ের অন্যতম একটি মাধ্যমহলো হরকত বিহীন মূল আরবী বই পঠন। কেননা এতে তাদের আরবী ক্বাওয়াঈদ অনুযায়ী পড়ার বিষয়টি যেমনি যাচাই হয়, তেমনি বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের বিষয়টিও মূল্যায়ন করা যায়। কিন্তু ফাযিল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মুল্যায়নের ক্ষেত্রে সেটির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে।

১৩. কিছু শিক্ষক কর্তৃক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সহযোগিতা করা:

আমি শিক্ষক জাতির প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই বলছি, কতিপয় শিক্ষক আছেন যারা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সহযোগিতা কওে থাকেন। যেমন- পরীক্ষা গ্রহণ কালীন যে সব শিক্ষক হল পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের অনেকগুলো দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার্থীরা যেন উত্তরের কোন বিষয় পরস্পর আদান প্রদান করতে না পারে

কিংবা অন্য কোন অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক ভূমিকা পালনকরা। কিন্তু বাস্তবে কখনো কখনো আমরা ব্যতিক্রম চিত্রও দেখতে পাই। যেখানে কোন কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাহারা না দিয়ে উর্ধ্বতন কোন দায়িত্বশীল আসেন কিনা সে বিষয়ে অধিক সজাগ থাকেন যাতে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে শিক্ষার্থীদেরকে সতর্ক করতে পারেন। সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম সমস্যা বলে আমি মনে করি। আর এ সমস্যা শুধু মাদরাসা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের বেলায়ই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও বিরাজমান। আর এটি শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অন্তরায়।

১৪. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ আমানতদারীতার অভাব:

শিক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমানতদারীতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। কারণ এতে আমানতের বরখেলাপ হলে মূল্যায়নের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। কেননা আমরা জানি শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার পর তাদের যোগ্যতার প্রমান স্বরূপ সার্টিফিকেট অর্জন করে তাকে আরবীতে 'শাহাদাহ' বলে যার মানে সাক্ষ্য। অতএব বিষয়টির ব্যাখ্যা এরুপ হতে পারে যে, পরিদর্শক, পরীক্ষক থেকে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সকলের পক্ষ হতে এ সাক্ষ্য প্রদান করা হচ্ছে যে, উল্লেখিত শিক্ষার্থী তার নিজ যোগ্যতায়প্রাপ্ত এ ফলাফলের যোগ্য। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমানতদারীতার যথেষ্ট অভাব আছে বলে আমি মনে করি।

১৫. মানসম্মত প্রশ্নপত্রের অভাব:

শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ মানসম্পন্ন প্রশ্নপত্রের প্রয়োজনীয়তা অতি আবশ্যক। আর মানসম্পন্ন প্রশ্নপত্র বলতে যা বুঝায় তা হলো, প্রশ্নপত্র তৈররি সময় উক্ত ক্লাসের শিক্ষার্থীদের তিন স্তরে সন্নিবেশিত করা হবে যেমন- কিছু প্রশ্ন থাকবে সাধারণ মানের যা প্রায় সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য হবে, আর কিছু প্রশ্ন থাকবে যা অতি সহজ ও কঠিনের মাঝামাঝি হবে, আর কিছু প্রশ্ন থাকবে অতি মেধা যাচাই করার জন্য। পাশাপাশি এ প্রশ্নটি সমগ্র সিলেবাস বা পাঠ্যক্রমকে শামিল করবে এবং বাজারে প্রচলিত গাইড বা সাজেশনের হুবহু অনুকরণে তৈরী হবে না। পাশাপাশি প্রশ্নটি সকল দিক দিয়ে নির্ভুল মানসম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু অনেক সময় মানসম্মত প্রশ্নপত্রের বেশিষ্ট্যগুলোর অনুপস্থিতে বাজারে প্রচলিত গাইড বা সাজেশন হতে নির্ধারিত কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের সঠিক ও কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়নের কাজটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্নকরন বাধাগ্রস্ত হয়।

১৬. কুরআন ও তাফসিরের শিক্ষা দানকারীদের মাঝে কুরআনের গুণাবলীর অভাব:

কুরআন মাজীদ হলো মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, আর তাফসির সেই বাণীরই ব্যাখ্যা। তাই যাঁরা তাফসিরুল কুরআন শিক্ষা দানের মত মহান পেশায় নিয়োজিত হবেন, তাঁদেরকে অবশ্যই কুরআনের গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক। কেননা শিক্ষার্থীরা যদি তাদের শিক্ষকের মাঝে কুরআনের প্রতিফলন দেখতে পায় তাহলে সে শিক্ষা তাদের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর রূপ লাভ করা সহজ। কিন্তু বর্তমানে যাঁরা এ মহান পেশায় নিয়োজিত আছেন, তাঁদের কিছু অংশের মাঝে কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলী যথাযথভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৭. কুরআন ও তাফসিরের শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআনের গুণাবলীর অভাব:

যারা কামিল স্তরে তাফরিুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষা গ্রহণ করছে বা করবে সেই সকল শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই নিজেদের মাঝে কুরআনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা জরুরী। কেননা ইহা এমন গ্রন্থের ব্যাখ্যা যে গ্রন্থের দাবী শুধু পুঁথিগত শিক্ষা অর্জনই নয়; বরং ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি নিজের জীবনে তার বাস্তবায়ন ঘটানো। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীদের অনেকের মাঝেই কুরআনের রঙে রঙিন হবার চরম অভাব দেখা যায়।

১৮. শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআনের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার অভাব:

তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষা অর্জনের পূর্বেই নিজের হৃদয়ে কুরআনের প্রকৃত মুহাব্বত ধারণ করা আবশ্যক। কেননা ইহার প্রতি প্রকৃত বালভাসা না থাকলে, সঠিক গুরুত্ব প্রদানের কাজটি নাও হতে পারে। আর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ব্যতীত তাফসিরুল কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। হয়ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে ; কিন্তু বিষয়ভিত্তিক প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া কঠিন। তাই তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআনের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা ধারণ করা আবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম **পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির** ওপর পরিচালিত সমীক্ষার প্রতিবেদন :

যে কোন বিষয়ে মাঠপর্যায়ের সুনির্দিষ্ট তথ্য বা পরিসংখ্যান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে সমীক্ষা বা জরিপের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।সমীক্ষা শব্দের অর্থ: বুদ্ধি, প্রকৃতি, তত্ত্ব, মীমাংসা, শাস্ত্র, বিবেচনা, দৃষ্টি, সম্যক জ্ঞান, যত্ন, অন্বেষণ করা, ইত্যাদি। পরিভাষায়, যেখানে শিখন -শেখানো কার্যক্রমের মান যাচাই ও উন্নয়নের লক্ষে শিক্ষকগণ তাঁদের সহকর্মীদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেন। এ প্রক্রিয়ায় শিখন- শেখানো কার্যক্রমের উন্নয়ন ঘটে। অতএব, সমীক্ষা হলো মূলত: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন কাঠামোর মাধ্যমে পাঠের ধারাবাহিক মানোন্নয়ন।

তাই **ফাযিল ও কামিল স্তরের**তাফসিরুল কুরআনিল কারিম **পাঠদান ও মূল্যায়নবিষয়ক মাঠপর্যায়ের তথ্য ও পরিসংখ্যান জানার লক্ষে আমার এ** সমীক্ষা/জরিপ কার্য পরিচালনা করি। ইহার পরিধি ছিল দেশের খ্যাতনামা ফাযিল ও কামিল মাদরাসাসমূহ। যে সমীক্ষায় অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফাসসিরুল কুরআন, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের প্রশিক্ষক এবং বিভিন্ন মাদরাসার আরবী প্রভাষকসহ মোট ৫৫জন শিক্ষক সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এ সমীক্ষাকার্যকে আমি দু'টি শিরোণামে বিভক্ত করেছি। যথা: পাঠদানবিষয়ক ও মূল্যায়নবিষয়ক। নিম্নে এ জরিপের প্রতিবেদন পেশ করা হলো:

৬.১ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানবিষয়ক সমীক্ষা

শিক্ষক-শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অন্যতম প্রধান কাজ হলো সুচারুরূপে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। যে পাঠটি সম্মানিত শিক্ষকগণের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং শিক্ষার্থীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রানবন্ত ও কার্যকর পাঠে পরিণত হওয়া জরুরি। আমাদের দেশে ফাযিল ও কামিল স্তরেতাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার লক্ষে পরিচালিত জরিপের প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক্রম	বিষয়	খুব ভালো(৪)		ভালো (৩)		মোটামোটি(২)		নিম্নমান(১)	
১	৩ বছর মেয়াদী ফাযিল (পাস) স্তরের বর্তমান সিলেবাসের মান	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
		৫	৯.০৯%	২২	৪০%	২২	৪০%	৬	১০.৯০%

২	৪ বছর মেয়াদী ফাযিল (অনার্স) স্তরের বর্তমান সিলেবাসের মান	৯	১৬.৩৬%	২৯	৫২.৭২	১৪	৫২.৭৫%	৩	৫.৪৫%
৩	২ বছর মেয়াদী কামিল স্তরের সিলেবাসের মান (ফাযিল পাস স্তরের জন্য প্রজোয্য)	৬	১০.৯০%	২৩	৪১.৮১%	১৯	৩৪.৫৪%	৭	১২.৭২%
৪	১ বছর মেয়াদী কামিল স্তরের সিলেবাসের মান (ফাযিল অনার্স স্তরের জন্য প্রজোয্য)	৪	৭.২৭%	৩০	৫৪.৫৪%	১৭	৩০.৯০%	৪	৭.২৭%
৫	সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের যোগ্যতা	৬	১০.%	২২	৪০%	২৩	৪১.৮১%	৪	৭.২৭%
৬	সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের মান	৫	৯.০৯%	২৩	৪১.৮১%	২৪	৪৩.৬৩%	৩	৫.৪৫%
৭	শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের পরিবেশ	৫	৯.০৯%	১৪	২৫.৪৫%	২৫	৪৫.৪৫%	১১	২০%
৮	পাঠদান বিষয়ক উপকরণের সহজলভ্যতা	২	৩.৬৩%	১৭	৩.৯০%	২৬	৪৭.২৭%	১০	১৮.১৮%

৯	পাঠদান বিষয়ক উপকরণের ব্যবহারের মান	৩	৫.৪৫%	১৩	২৩.৬৩%	২১	৩৮.১৮%	১৮	৩২.৭২%
১০	ফাযিল স্তরে পাঠদানের সময়/ঘণ্টার পরিমাণ	২	৩.৬৩%	২০	৩৬.৩৬%	২৯	৫২.৭২%	৪	৭.২৭%
১১	কামিল স্তরে পাঠদানের সময়/ঘণ্টার পরিমাণ	৫	৯.০৯%	১৬	২৯.০৯%	২৯	৫২.৭২%	৫	৯.০৯%
১২	পাঠদান কার্যক্রমে মূল আরবি বইয়ের ব্যবহার	৭	১২.৭২%	১৭	৩০.৯০%	১৭	৩০.৯০%	১৪	২৫.৪৫%
১৩	অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির বাস্তবায়ন	৪	৭.২৭%	৮	৪.৫৪%	২৭	৪৯.০৯%	১৬	২৯.০৯%
১৪	শুধু শিক্ষক কেন্দ্রিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার ফল	৪	৭.২৭%	১১	২০%	২৪	৪৩.৬৩%	১৬	২৯.০৯%
১৫	শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ প্রদান পদ্ধতির ব্যবহার	৭	১২.৭২%	১৪	২৫.৪৫%	২১	৩৮.১৮%	১৬	২৯.০৯%
১৬	বাড়ির কাজ আদায়ের ব্যবস্থাপনা	৪	৭.২৭%	৮	১৪.৪৫%	২৩	৪১.৮১%	২০	৩৬.৩৬%
১৭	পাঠদান কার্যক্রমে জ্ঞাননির্ভর পদ্ধতির অনুসরণ	৪	৭.২৭%	২০	৩৬.৩৬%	২৫	৪৫.৪৫%	৬	১০.৯০%

১৮	শিক্ষার্থীর জীবনে পরিক্ষানির্ভর পাঠদানের প্রভাব	৫	৯.০৯%	১১	২০%	২৫	৪৫.৪৫%	১৪	২৫.৪৫%
১৯	শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার	৭	১২.৭২%	৭	১২.৭২%	১৭	৩০.৯০%	২৪	৪৩.৬৩%
২০	শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ক্ষেত্রে বাংলা নোট,গাইড ও সাজেশানের প্রভাব	৪	৭.২৭%	৭	১২.৭২%	১৭	৩০.৯০%	২৭	৪৯.০৯%
২১	ফাযিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ বুঝার যোগ্যতা	৩	৫.৪৫%	১৪	২৫.৪৫%	২৯	৫২.৭২%	১০	১৮.১৮%
২২	কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ বুঝার যোগ্যতা	৪	৭.২৭%	১৫	২৭.২৭%	২৭	৪৯.০৯%	৮	১৪.৫৪%
২৩	ফাযিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবী শোনা,বলা, লেখা ও পড়া বিষয়ক দক্ষতা	৬	১০.৯০%	১২	২১.৮১%	২৪	৪৩.৬৩%	১৩	২৩.৬৩%

২৪	কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবী শোনা,বলা, লেখা ও পড়া বিষয়ক দক্ষতা	৫	৯.০৯%	১১	২০%	২৭	৪৯.০৯%	১২	২১.৮১%
২৫	ফাযিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে নাহু সরফসহ তাফসির সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বিষয়ের পূর্বজ্ঞান	৫	৯.০৯%	১০	১৮.১৮%	২৫	৪৫.৪৫%	১৫	২৭.২৭%
২৬	কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে নাহু সরফসহ তাফসির সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বিষয়ের পূর্বজ্ঞান	২	৩.৬৩%	১৫	২৭.২৭%	২৫	৪৫.৪৫%	১৩	২৩.৬৩%
২৭	ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের তাফসির বুঝার সক্ষমতা	৪	৭.২৭%	১১	২০%	২৮	৫০.৯০%	১২	২১.৮১%
২৮	ফাযিল ও কামিল পাশ শিক্ষার্থীদের তাফসির করার/বুঝানোর সক্ষমতা	৩	৫.৪৫%	১১	২০%	২৭	৪৯.০৯%	১৪	২৫.৪৫%

২৯	তাফসীরের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ, ভালবাসা ও প্রচেষ্টা	৩	৫.৪৫%	২৭	৪৯.০৯%	১৫	২৭.২৭%	১০	১৮.১৮%
৩০	শিক্ষার্থীর জীবনে কুরআন মাজীদের প্রতিফলন	৪	৭.২৭%	১৪	২৫.৪৫%	২৬	৪৭.২৭%	১১	২০%
৩১	ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা	৭	১২.৭২%	১১	২০%	১৬	২৯.০৯%	২১	৩৮.১৮%
৩২	মাদরাসা কর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক কাউন্সিলিং ব্যবস্থা	৩	৫.৪৫%	১০	১৮.১৮%	২১	৩৮.১৮%	২১	৩৮.১৮%
৩৩	শিক্ষার্থীর নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি	২	৩.৬৩%	৯	১৬.৩৬%	২৪	৪৩.৬৩%	২০	৩৬.৩৬%

৬.২ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম **মূল্যায়নবিষয়ক সমীক্ষা**

পাঠদান ও মূল্যায়ন এ দু'টি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভের জন্য সঠিক পদ্ধতির মূল্যায়নঅতি আবশ্যক।এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের অন্য সকল শিক্ষার্থীদের ন্যায় ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কতটুকু সফল ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে তারই লক্ষে আমি শিক্ষার্থী মূল্যায়ন বিষয়ক এ সমীক্ষা কার্য পরিচালনা করি। যাতে

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারীম **মূল্যায়ন পদ্ধতি**র বাস্তচিত্র তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন মাদরাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফাসসিরুল কুরআন, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষন ইনষ্টিটিউটের প্রশিক্ষক এবং মাদরাসার আরবী প্রভাষকসহ মোট ৫৫জন শিক্ষক প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। নিম্নে তার প্রতিবেদন পেশ করা হলো:

ক্রম	বিষয়	খুব ভালো (৪)		ভালো (৩)		মোটামোটি (২)	নিম্নমান (১)		
১	ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
		১২	২১.৮১%	২২	৪০%	১৮	৩২.৭২%	৩	৫.৪৫%
২	মাদরাসার অভ্যন্তরীণ শিক্ষার্থী মুল্যায়ন পদ্ধতি	২	৩.৬৩%	১৯	৩৪.৫৪%	১৭	৩০.৯০%	১৭	৩০.৯০%
৩	ফাযিল শ্রেণির মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থাপনা	২	৩.৬৩%	২২	৪০%	১২	২১.৮১%	১৯	৩৪.৫৪%
৪	ফাযিল শ্রেণির মৌখিক পরীক্ষার বাস্তবায়ন	৩	৫.৪৫%	১৪	২৫.৪৫%	১৮	৩২.৭২%	২০	৩৬.৩৬%
৫	কামিল শ্রেণির মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থাপনা	৬	১০.৯০%	৩০	৫৪.৫৪%	১৬	২৯.০৯%	৩	৫.৪৫%

৬	কামিল শ্রেণির মৌখিক পরীক্ষার বাস্তবায়ন	৭	১২.৭২%	২০	৩৬.৩৬%	১৯	৩৬.৫৪%	৯	১৬.৩৬%
৭	ফাযিল শ্রেণির ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাপনা	২	৩.৬৩%	১৪	২৫.৪৫%	২০	৩৬.৩৬%	১৯	৩৬.৫৪%
৮	কামিল শ্রেণির ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাপনা	৫	৯.০৯%	১৫	২৭.৭২%	২৪	৪৩.৬৩%	১১	২০%
৯	ফাযিল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান	৭	১২.৭২%	৩০	৫৪.৫৪%	১৪	২৫.৪৫%	৪	৭.২৭%
১০	কামিল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান	৭	১২.৭২%	৩০	৫৪.৫৪%	১৩	২৩.৬৩%	৫	৯.০৯%
১১	শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন হতে বেঁচে থাকার প্রবণতা	৪	৭.২৭%	১৫	২৭.৭২%	২৮	৫০.৯০%	৮	১৪.৫৪%
১২	পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনরোধে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা	৬	১০.৯০%	২৬	৪৭.২৭%	১৭	৩০.৯০%	৭	১২.৭২%
১৩	উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের গুরুত্ব ও সচেতনতা	৯	১৬.৩৬%	২৭	৪৯.০৯%	১৭	৩০.৯০%	২	৩.৬৩%

১৪	উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের আমানতদারীতা	৯	১৬.৩৬%	৩০	৫৪.৫৪%	১০	১৮.১৮%	৬	১০.৯০%
১৫	শিক্ষার্থীর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত নিশ্চিত করণের ব্যবস্থাপনা	৬	১০.৯০%	১০	১৮.১৮%	২৬	৪৭.২৭%	১৩	২৩.৬৩%
১৬	শুধু জ্ঞাননির্ভর প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ফল	৫	৯.০৯%	১৩	২৩.৬৩%	২২	৪০%	১৫	২৭.২৭%
১৭	শিক্ষার্থীর অনুধাবন ও প্রায়োগিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন ব্যবস্থা	৪	৭.২৭%	১৯	৩৪.৫৪%	২৫	৪৫.৪৫%	৭	১২.৭২%
১৮	প্রশ্নপত্র তৈরীতে বাংলা নোট,গাইড ও সাজেশান অনুসরণের প্রভাব	২	৩.৬৩%	৮	১৪.৫৪%	১৯	৩৪.৫৪%	২৬	৪৭.২৭%
১৯	শিক্ষার্থীর বাংলা নোট,গাইড ও সাজেশান অনুসরণের প্রভাব	০	০%	৯	১৬.৩৬%	১৯	৩৪.৫৪%	২৭	৪৯.০৯%
২০	প্রচলিত বাংলা নোট,গাইড ও প্রশ্নপত্র সাজেশানের লাগামহীন ব্যবহারের ফল	৩	৫.৪৫%	৬	১০.৯০%	১৬	২৯.০৯%	৩০	৫৪.৫৪%

সপ্তম অধ্যায়

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানগত সমস্যা সমাধানে কতিপয় সুপারিশ ও পরামর্শ :

ফাযিলও কামিল স্তরে পাঠদান এবং সিলেবাসের ক্ষেত্রে আমরা ইতোপূর্বে কতিপয় সমস্যার কথা উল্লেখ করেছি। পাঠদানের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার জন্যে উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান হওয়া অতি জরুরী। তাফসীরুল কুরআনিল কারিমের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির পাঠদান যথযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হোক, তাফসির পাঠের পরিধি ও সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হোক এবং তার সুফল জাতি দুনিয়া ও আখিরাতে লাভ করুক, এ লক্ষ্যে অধমের কিছু প্রস্তাবনা নিম্নরুপ-

৭.১ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত সমস্যা সমাধানেগণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট সুপারিশ ঃ

ইসলামে জ্ঞানার্জনকে ফরজ করা হয়েছে। মহানবী (সা:) ইরশাদ করেন, **طلب العلم فريضة على كل مسلم.** "জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান (নরনারীর) ওপর ফরজ"।[২৬০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা বিস্তারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে কাজ করে যাচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নেও বিভিন্ন পদেক্ষেপ গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে মাদারাসার ফাযিল ও কামিলকে অনার্স ও মাস্টার্সের সমমান প্রদান করা হয়েছে এবং সম্প্রতি ক্বওমী মাদরাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদীসকেও মাস্টার্সের সমমান দেওয়া হয়েছে। এগুলো সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগের অন্যতম। মাদরাসা শিক্ষাকে বিশেষত ফাযিল ও কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল করিমের পাঠাদানকে যাতে আরো ফলপ্রসূ ও কার্যকর করা যায় সে লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে আমার কিছু সুপারিশ নিম্নে তুলে ধরছি:

১.ফাযিল স্তরের তাফসিরের সিলেবাসকে আরো সমৃদ্ধ করা:

বর্তমানে তিন বছর মেয়াদী ফাযিল পাস কোর্সের তাফসিরের যে পরিমান সিলেবাসভুক্ত আছে, তা প্রয়োজনের চেয়ে কম বলে আমি মনে করি। তাই আমার প্রস্তাবনা হলো ফাযিল স্তরের জন্য সিলেবাসকে আরো সমৃদ্ধ করা। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে সেসব সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।

২. ফাযিল পাস কোর্সের ২য় এবং ৩য় বর্ষেও তাফসিরুল কুরআনকে সিলেবাসভূক্ত করা:

বর্তমানে মাদরাসা সমূহের ফাযিল স্তবের ১ম বর্ষে শুধু তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ২য় ও ৩য় বর্ষে তাফসির পাঠদানের কোন ব্যবস্থা নেই। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে তাফসিরুল

২৬০ ইবন মাজাহ

কুরআনিল কারিমের শিক্ষা অর্জনের ধারাবাহিকতার বিষয়টি মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। তাই আমার পরামর্শ হলো- ফাযিল ১ম বর্ষের ধারাবাহিকতায় ২য় এবং ৩য় বর্ষেও তাফসিরুল কুরআনিল কারিমকে সিলেবাসভূক্ত করা। যাতে শিক্ষার্থীরা তাফসির সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে এবং নিজেদেরকে তাফসিরের একজন যোগ্য খাদেমহিসেবে প্রস্তুত করতে পারে এবং সমাজে সে অনুযায়ী ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

৩. কামিল স্তরের সিলেবাসকে আরো সমৃদ্ধ করা:

বর্তমানে মাদরাসা সমূহের কামিল স্তর ০২ বছর মেয়াদে সন্নিবেশিত। কিন্তু সে মেয়াদ অনুযায়ী তাফসিরের সিলেবাস যথাযথ নয় বলে আমি মনে করি। তাই আমারর প্রস্তাবনা হলোমেয়াদ অনুযায়ী কামিলস্তরের তাফসিরের সিলেবাসকে আরো সমৃদ্ধ করা এবং এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেকামিল স্তরের সিলেবাসকে আরো যুগোপযোগী করা।

৪. শিক্ষার্থীর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিখনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা:

তাফসিরের মূল পরিধি পবিত্র কবুরআন মাজীদকে কেন্দ্র করে। যে কুরআন মাজীদে মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতীর করণীয় ও বর্জনীয় সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। যেহেতু তাফসিরের পূর্বেই কুরাআন মাজীদের বিষয়টির উপস্থিতি আবশ্যক, তাই শিক্ষার্থীর মাঝে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরী বলে আমি মনে করি। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন:

"وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.[২৬১] "আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে"।[২৬২]আর তিলাওয়াতের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক) তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদান শুরু করার পূর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আয়াত/ আয়াত সমূহ/ সূরা তিলাওয়াত করবেন। আর শিক্ষার্থীরা মনোযোগের সাথে উক্ত তিলাওয়াত শ্রবণ করবে এবং তাজবীদের বিধি- বিধানগুলো সাথে সাথে বুঝার চেষ্টা করবে। শিক্ষক প্রয়োজনে কোন ভাল তিলাওয়াতকারী শিক্ষর্থীর মাধ্যমেও এ তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করতে পারেন। আবার প্রয়োজনে কোন অডিও/ভিডিওর মাধ্যমে কোন বিশিষ্ট ক্বারীর তিলাওয়াত শিক্ষার্থীদেরশোনাতে পারেন। তবে এগুলো করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ক্লাস সময়ের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

খ) শিক্ষক পাঠদান কালীন মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের তাজবীদ বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কিত প্রশ্ন করবেন। তাদের তিলাওয়াত শ্রবণকালীন প্রয়োজনীয় সংশোধনী থাকলে সে বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করবেন।

২৬১*আল-কুরআনুল কারীম* , সূরা আল-মুয্যাম্মিল: ০৪

২৬২সূরা আল-মুয্যাম্মিল: ০৪, কুরআনুল ***কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা- ৯৬৩

গ) শিক্ষক বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের গুরুত্বের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বুঝাবেন, যাতে ক্লাসের বাহিরেও তারা এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নিজেদেরকে প্রস্তুত করে, সেজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করবেন। মহানবী (সা.) বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে রলেন:

عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ - رضي الله عنه- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ " : اقْرَءُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.[২৬৩]

হযরত আবু উমামা আল-বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, নিশ্চয়ই এ কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে"।[২৬৪]

ঘ) ভুল তিলাওয়াতের পরিণতি সর্ম্পকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সতর্ক করবেন। কেননা ভুল তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনের মুল অর্থের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। যার ফলে ভুল তিলাওয়াতকারীর নামাজ বাতিল হতে পারে, তিলাওয়াতের সওয়ার হতে বঞ্চিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, ভুল তিলাওয়াতের কারণে সে গুনাহগারও হতে পারে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী:

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ .[২৬৬] "আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে"।[২৬৫]

সুতবাং কুরআনের ভুল তিলাওয়াতের ভয়াবহ পরিণতি হতে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে তাদের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে পারদর্শী করা অতি আবশ্যক বলে আমি মনে করি। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমীপে আমার সুপারিশ হলো-

- মাদরাসার ১ম শ্রেণি হতে শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

-শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাকে ১ম শ্রেণি হতে সিলেবাসভূক্ত করা।

-বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিখার জন্যে ১ম শ্রেণি হতে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিখানোর ব্যবস্থা চালু করা।

- ১ম শ্রেণি হতে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত নূরানী থেকে নাজেরা পর্যন্ত শিক্ষাকে সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক করা।

- প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত নূরানীশিক্ষক নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা।

---

২৬৩ *সহীহ মুসলিম*- ৩৪৩

২৬৪ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন ওয়া ক্বসরুহা, হাদীস নং-৩৪৩

২৬৫ সূরা যুমার : ২৮, *কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,*৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৫৫

২৬৬ *আল-কুরআনুল কারীম* , সূরা যুমার : ২৮

৫.তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের অনার্স ও মাষ্টার্স সংবলিত মাদরাসার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা:

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমে অনার্স ও মাষ্টার্স সংবলিত মাদরাসার সংখ্যা একেবারে সীমিত। তাই আমার প্রস্তাবনা হলো- এ জাতীয় মাদরাসার সংখ্যা জেলাভিত্তিক আরো বৃদ্ধি করা। যাতে আরো অধিক শিক্ষার্থীর জন্য তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত আতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা অর্জনেরপন্থা আরো সহজ ও সুগম হয়। ফলে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেমনি বৃদ্ধি পাবে, তেমনি মুসলিম জাতি এ থেকে আরো বেশী উপকৃত হতে পারবে ইনশা আল্লাহ।

৬. শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা:

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমেরে মূল বইসমূহ যেহেতু আরবি ভাষায় রচিত, কুরআানুল কারিম আরবি ভাষায় অবতীর্ণ, তাই কুরআন মাজীদ ও ইহার তাফসির বুঝার ক্ষেত্রে আরবি ভাষায়যথাযথ দক্ষতা অর্জন করা অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের বেলায় আরবি ভাষার প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব রয়েছে।অথচ কুরআন মাজীদের তাফসির করা ও বুঝার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের পূর্বজ্ঞান থাকা আবশ্যক। যেমন-

- নাহু ও সরফ বিষয়ক জ্ঞান
- ইলমুর রিওয়াইয়াহ ও ইলমুদ দিরাইয়া বিষয়ক জ্ঞান
- উসূলুত তাফসির বিষয়ক জ্ঞান
- অভিধান বিষয়ক জ্ঞান
- বালাগাত বিষয়ক জ্ঞান
- মানতিক বিষয়ক জ্ঞান
- আকাঈদ বিষয়ক জ্ঞান, ইত্যাদি।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে যেসব শিক্ষার্থী তাফসির নিয়ে পড়ছে তাদের কিছু অংশের মাঝে এজাতীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে তারা তাফসির বুঝার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে মুখস্থনির্ভরতা বা পরীক্ষা পাশের প্রতি অধিক মনোযোগী হচ্ছে। তাই আমার সুপারিশ হলো -

ক. আমাদের শিক্ষসার্থীদের মাঝে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কেননা কুরআন মাজীদের তাফসির বুঝার জন্য উক্ত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন অতি আবশ্যক।আর এ দক্ষতা বাস্তবায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমার সুপারিশ হলো-

–মাদরাসার ৩য় শ্রেণি হতে নাহু ও সরফ বিষয়কে সহনীয় পর্যায়ে সিলেবাসভূক্ত করা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তা পাঠদানের ব্যবস্থা করা।

-পাঠদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখা যাতে উক্ত বিষয়টি তাদের জন্য কঠিন না হয়; বরং তা যেন অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও আকর্ষনীয় হয়।

-কুরআন, তাফসির, হাদীস,ও আরবি বিষয়গুলোর পাঠদানকালীন নাহু ও সরফ বিষয়কে ধারাবাহিক গুরুত্বের মধ্যে আনা এবং মূল্যায়নকালীন এ বিষয়টি আমলে আনার ব্যবস্থা করা। -পাঠদানের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করা ও উপায় উপকরণের যথাযথ যোগান এবং সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

- মাদরাসার অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় পর্যায়ে নাহু ও সরফ বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা যেতে পারে এবং প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।

- মাদরাসার অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় পর্যায়ে নাহু ও সরফ বিষয়ক বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।আর এ সব মেলায় বিষয় ভিত্তিক দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন বই , নাহু ও সরফ শিক্ষাদান মূলক বিভিন্ন গবেষনা ও পদ্ধতি সংক্রান্ত বইয়ের সমারোহ করা যেতে পারে। আর এ সকল বই বা গবেষনা সমূহ সম্পর্কে উপস্থিত দর্শনার্থীদের সম্যক ধারণা বা ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। পাশাপাশি নাহু ও সরফ বিষয়ের বড় শাইখ বা পন্ডিতদের আলোচনার ব্যাস্থা রাখা এবং তাঁদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা রাখা, ইত্যাদি।

খ. আরবি ভাষার ৪ টি দক্ষতার ওপর পারদর্শী করা।যেমন-

-مهارة الاستماع(শ্রবন দক্ষতা)

- مهارة الكلام (বলার দক্ষতা)

-مهارة القراة (পড়ার দক্ষতা)

-مهارة الكتابة(লিখার দক্ষতা)

উল্লেখিত বিষয়গুলোতে যথাযথ দক্ষতা অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কেননা আমাদের বর্তমান প্রচলিত পাঠদানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোল্লেখিত ৪টি বিষয়ের মাঝে লেখা ও পড়া এ২টি বিষয়ের প্রতিই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়, অপর ২টি বিষয় অনেকটা উপেক্ষিতই থাকছে। তাই আমার পরামর্শ হলো ভাষার উক্ত ৪টিদক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যাতে মাদরাসা হতে পাঠ গ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থী বা অধিকাংশশিক্ষার্থী আরবী শুনে বুঝতে পারে, তার অনুধাবনকৃত বিষয়গুলো আরবীতে নিজের মত করে প্রকাশ করতে পারে, আরবী ক্বাওয়াইদ অনুসারে বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে এবং সঠিক পদ্ধতিতে লিখতে পারে। আর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জিত হলে তাফসিরুল কুরআনিল কারীমের সফল পাঠদান কার্যক্রমের প্রক্রিয়া আরো সহজ ও সুগম হবে ইনশা আল্লাহ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে মাননীয় সরকারের সমীপে আমার পরামর্শ হলো-

- ভাষার উক্ত ৪টি দক্ষতা অর্জনের জন্য সকল শ্রেণির পরীক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা।

- বেশী বেশী আরবী বলার চর্চা করা

- উক্ত দক্ষতা সমূহ অর্জনের জন্য জাতীয় উদ্যোগে মাদরাসা সমূহে ল্যাবের ব্যবস্থা করা। যেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন অডিও বা ভিডিও রেকর্ড শুনবে এবং বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ পরীক্ষাগুলো আমলে নেয়া হবে।

৭. আরবী ভাষার যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা:

রাষ্ট্রীয়ভাবে আরবি ভাষার যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা দরকার। কেননা আরবী শুধু একটি আন্তর্জাতিক ভাষাই নয়; এটি দ্বীন ইসলাম তথা কুরআন হাদীস বুঝারও মূল ভাষা। তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ আরবী ভাষার বিস্তারে সকলের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করা উচিৎ।পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে আরবী ভাষায় শিক্ষা অর্জনকারীদের জন্য সম্মানজনক চাকুরীসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করাহলে তাদের মাঝে আরবী ভাষা শিখার বিষয়ে সঠিক গুরুত্ব ও আগ্রহ তৈরী হবে এবং এতে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার পথও সুগম এবং সহজ হবে। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমার সুপারিশ হলো আরবি ভাষার যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করত: উক্ত ভাষায় জ্ঞানাহরণকারী শিক্ষার্থীদের চাকুরীসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ।

৮.শিক্ষার্থীদের জন্য মৌলিক তাফসির গ্রন্থাবলীর সহজলভ্যতার ব্যবস্থা করা:

শিক্ষার্থীরাযাতে তাফসির বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য মৌলিক তাফসির বইয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে তাফসির বিল মাসূর জাতীয় বইয়ের সরবরাহ সহজিকরণ ও সমৃদ্ধ করা। যাতে তারা তাফসির বিষয়ে নিজেদের যোগ্যতাকে আরো বৃদ্ধি করতে পারে। এ জন্যে নিম্নরুপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাসরুমে মূল কিতাবের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করাকে আবশ্যক করা।
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করার ক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত সাজেশন/গাইড অনুসরন না করে মূল কিতাব হতে তৈরী করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।
- বাংলা অনুদিত বই, নোট বা গাইডকে ক্লসা রুমে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা, ইত্যাদি।

৯. আইসিটিসহ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংযোজন এবং শিক্ষার্থীর জন্য কাজ নির্ধারণপূর্বক তা আদায় করণের ব্যবস্থা করা:

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুগে যুগে যে সব প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার মহান রবের পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। আর এগুলোর ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়াই সমীচীন। তাই আমাদের বর্তমান সময়ে যে সব আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে যথাস্থানে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া এখন সময়ের দাবী। তাই আমার প্রস্থাবনা হলো-

- আইসিটির মৌলিক জ্ঞান অর্জন ১ম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক করা।

- তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষকদের জন্যও আইসিটির মৌলিক জ্ঞান অর্জন আবশ্যক করা।যাতে পাঠদানের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রজেক্টরের ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেনওবিভিন্ন ডিজিটাল ক্লাস তৈরী করতে পারেন এবং ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করার পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারেন।
- ই-বুক ব্যবহারের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করা।
- এ জাতীয় ক্লাস নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও উপকরণের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্পমূল্যে ও সহজ কিস্তিতে লেফটপ বা কম্পিউটার প্রদান করা।
- শিক্ষকদের জন্য স্বল্পমূল্যে ও সহজ কিস্তিতে লেফটপ বা কম্পিউটার প্রদান করা।
- জেলাভিত্তিক মাদরাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার মেলার আয়োজন করা।
- জাতীয় পর্যয়ে মাদরাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার মেলার আয়োজন করা, ইত্যাদি।

১০. তাফসির বিষয়ক যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা:

শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার কারীগর। কারীগর যত যোগ্য, দক্ষ, মেধাবী ও কুশলী হবেন, তার তৈরী জিনিস তত বেশী মজবুত ও সুন্দর হবে। তাই যাঁরা মানুষ গড়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তাঁরা যাতে সবচেয়ে যোগ্য ও দক্ষ হন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। এজন্য তাফসির পাঠদানকারী শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা দরকার। যাতে মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকগণ তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষা দানে আগ্রহী হন। আর মেধাবী এবং তাফসির পাঠদান বিষয়ক যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক দ্বারা তাফসিরের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হলে যোগ্য ও দক্ষ জাতী তৈরী হবে ইনশাআল্লাহ।

১১. শিক্ষকদের তাফসির পাঠদান বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা:

শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে ঢের তফাৎ রয়েছে। ভাল শিক্ষার্থী হলেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। বরং ভাল শিক্ষক হওয়ার জন্য ভাল শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশে মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য সীমিত আকারে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে তা সাধারন প্রশিক্ষণ। তাই আমার প্রস্তাবনা হলো তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য তাফসির বিষয়ক মেয়াদী বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। যাতে তাফসির পাঠদানের যাবতীয় কলাকৌশল শিখানোর ব্যবস্থা থাকবে এবং এ বিভাগকে আরো গতিশীল, কার্যকর ও সমৃদ্ধ করার সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। আর এ জাতীয় প্রশিক্ষণধারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা ও বেতনের ক্ষেত্রে বিশেষ ইনক্রিমেন্ট বা সুযোগ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

১২.শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত করণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা:

বর্তমানে মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ রয়েছে যারা ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হয় না। আবার কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা শুধু পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। ফলে সরাসরি শিক্ষকের তত্বাবধান তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ক তেমনসহযোগিতা ও শিক্ষা তারা লাভ করতে পারে না। ফলে তাফসির বিষয়ক অতি আবশ্যক শিক্ষা হতে তারা বঞ্চিত থাকে। তারা বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন বাংলা গাইড, নোট ও সাজেশনের সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষায় হয়ত পাশ করছে। আর এটি কারো কারো জন্য অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়ে থাকে। কেননা এ জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে তারা তাফসির বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমার সুপারিশ হলো-

জাতীয়ভাবে ফযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীদের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকাকে বাধ্যতামূলক করা এবং শতকরা ৮০% উপস্থিতি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য আবশ্যক করা এবং এটির সফল ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৩. কামিল পাশ শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গবেষণার সুযোগ দেয়া:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোপূর্বে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রীকে যথাক্রমে অনার্স ও মাস্টার্সের সমমান প্রদান করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফাযিল ও কামিল সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীরা এমফিল ও পিএইচডিসহ উচ্চতর গবেষনার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। তাই মাননীয় সরকারের সমীপে আমার সুপারিশ হলো-মাদরাসা হতে কামিল ডিগ্রীধারী বাছাইকৃত যোগ্য শিক্ষার্থীদের এমফিল ও পিএইচডিসহ উচ্চতর গবেষণার সকল সুযোগ প্রদান করা । যাতে করে তারা এ শিক্ষা অর্জনে হীনমন্যতায় না ভোগে; বরং আত্মবিশ্বাস ও উচ্চাশায় বলীয়ান হয়। তাহলে ফাযিল ও কামিল স্তরে যারা তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ে পড়াশোনা করছে তারা নিজেদেরকে উচ্চতর গবেষনার লক্ষে প্রস্তুত করতে উৎসাহী হবে, নিজেদের সে লক্ষে প্রস্তুত করবে এবং ভবিষৎ প্রজন্মও এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষায় অধিক আগ্রহী হবে। এতে তাফসির বিভাগ আরো শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ।

১৪. শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখার ব্যবস্থা করা ও প্রয়োজনীয় প্রনোদনা প্রদান করা:

শিক্ষার্থীদেরতাফসিরুল কুরআনিল কারিমের ওপর লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষনামূলক প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজন। আর এটি তাদের বিষয়কভিত্তিক যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে যেমনি সহায়ক তেমনি জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা মূলক কাজে তাদের আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের লেখনীশৈলীকে শানিত করবে। তাই জাতীয়ভাবে এ ধরনের গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখার ব্যবস্থা করা দরকার। এ ক্ষেত্রে আমার সুপারিশ হলো-

- শিক্ষকদের মাধ্যমে এ জাতীয় প্রবন্ধ লেখতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা ও তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

- বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্রিকা বা সাময়িকীতে তাদের লেখনী প্রকাশের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- গবেষণামূলক লেখাপড়ায় তথ্য কেন্দ্রিক যথাযথ সহযোগিতা পাবার জন্যে সকল মাদরাসায় সমৃদ্ধ লাইব্রেরী স্থাপন করা।
- আর এটিকে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য ছোট আকারের হলেও অর্থনৈতিক প্রনোদনার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

১৫. তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা:

জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সের আয়োজন করা। যাতে তাফসিরুল কুরআনের বাছাইকৃত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাতে অংশগ্রহণ করে নিজেদের যোগ্যতাকে আরো সমৃদ্ধ করতে । পারেপাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাছাইকৃত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা। এতে করে তারা বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানে আরো বেশী দক্ষ হবার সুযোগ পাবে এবং তাফসির পাঠদান ও মূল্যায়নবিষয়ক বিভিন্ন আপডেট তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে ।

১৬. পাঠদানমূলক মডেলক্লাস পর্যবেক্ষনেরব্যবস্থা গ্রহণ করা:

কামিল শ্রেণিতে যে সব শিক্ষার্থী তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ে অধ্যয়ন করছে, তাদের বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদান কেন্দ্রিক কলা-কৌশল শেখার লক্ষে আদর্শ শিক্ষক ও বড় বড় শাইখদের পাঠদানমূলক মডেলক্লাস পর্যবেক্ষন করার ব্যবস্থা রাখা দরকার। পাশাপাশি এ পর্যবেক্ষনের লিখিত প্রতিবেদন তার দায়িত্বশীল শিক্ষকের নিকট জমাদানের বাধ্যবাধকতা রাখা এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটি আমলে নেওয়া প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষানির্ভর লেখাপড়া না করে জ্ঞাননির্ভর পড়াশোনার প্রতি ধাবিত হবে এবং এটি হওয়া অতি আবশ্যক বলে আমি মনে করি।তাই মাননীয় সরকার সমীপে আমার সুপারিশ হলো পাঠদান ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মডেলক্লাস কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করানোর মাধ্যমে এর সফল বাস্তবায়ন করা।

১৭. হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের ব্যবস্থা করা:

পাঠদানের ক্ষেত্রে শুধু পদ্ধতিগত শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখেহাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের ব্যবস্থা করা দরকার। যেমন- শিক্ষার্থী মুখস্থ নির্ভর অনুবাদ বা তাফসির না শিখে যেন সে নিজ থেকে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।ইসলামও প্রায়োগিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। যেমন-

মহানবী(সা.) বলেন: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي 'তোমরা তেমনিভাবে সালাত আদায় কর যেমনিভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ'।[২৬৭]

১৮. তাফসিরের বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্বৃতি, উক্তির প্রভেদ ও দ্বন্দ নিরসনের পদ্ধতি জানা ও জানানোর ব্যবস্থা করা:

শিক্ষার্থীদের তাফসির বিষয়ক প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাফসিরের বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্বৃতি, উক্তির প্রভেদ ও দ্বন্দ নিরসনের পদ্ধতি জানা ও জানানোর ব্যবস্থা করা দরকার। তাই মাননীয় সরকার সমীপে আমার অনুরোধ শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য উক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের যথাযথ নির্দেশনা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

১৯. নাহু ও সরফ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যকার ভীতির পরিবর্তে প্রীতির সঞ্চার হয় এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা:

বর্তমানে মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে যে সব শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে তাদের অনেকের মাঝে নাহু ও সরফ বিষয়ে যথেষ্ট দূর্ভলতা রয়েছে, এমনকি অনেকের মাঝে এ বিষয়ে মারাত্মক ভীতি কাজ করে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যকার এ ভীতি দূর করে উল্লেখিত বিষয়ে তাদের মাঝে আগ্রহ ও প্রীতির সৃষ্টি করা দরকার। আর এটির সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাদরাসার ৩য় শ্রেণি হতে শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে নাহু ও সরফ বিষয়ের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

২০. শিক্ষার্থীদের কুরআনের অনুবাদ করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা:

আমাদের দেশের ফাযিল ও কামিল স্তরের অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে যারা কুরআন মাজিদের সঠিক অনুবাদ করতে সক্ষম নয়। তাই শিক্ষার্থীরা যেন দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে কুরআনের যে অংশটুকু পড়ে তার সঠিক অনুবাদ বুঝতে ও করতে সক্ষম হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কেননা ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে তাফসির বুঝার পূর্ব শর্ত হলো কুরআনুল কারিমের অনুবাদ বুঝা। তাই কুরআনের অনুবাদ বুঝার কাজটি দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে আলিম পর্যন্ত আরো গুরুত্বের সাথে ফলপ্রসূভাবে কার্যকরের ব্যবস্থা নেয়া। যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পঠিত অংশের অনুবাদটুকু সঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং কুরআনের অনুবাদ করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পর্যাযক্রমে অর্জন করতে পারে।

২১. সকল মাদরাসায় সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করা ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা:

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। কেননা এ বই তার পাঠককে অকৃপণহস্তে জ্ঞান বিতরন করে থাকে। তাই সকল মাদরাসায় সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করা ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ও সমৃদ্ধ পাঠাগার নেই। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

২৬৭ সীহুল বুখারী

সরকারের নিকট আমার অনুরোধ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চার সুবিধার্থে সকল মাদরাসায় সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করা ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছি।

২২. সকল মাদরাসায় কম্পিউটার ল্যাবস্থাপন ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা:

তাসিরুল কুরআনসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহসহ নানা বিষয়ে সহজেজানার ক্ষেত্রে বর্তমানে ইন্টারনেট একটি অতি সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই সকল শিক্ষার্থীর আইসিটিবিষয়ক সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশ সরকারও সে লক্ষ্যে আইসিটিকে আলিম পর্যন্ত সিলেবাসভূক্ত করেছে। এ বিষয়ে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের জন্য পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষা অতি প্রয়োজন। কিন্তুআমাদের দেশের অনেক মাদরাসা আছে যেগুলোতে আবশ্যক এ কম্পিউটার ল্যাবের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে আমার সুপারিশ হলো- দেশের সকল মাদরাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ করণের ব্যবস্থা করা।

২৩. মডেল ক্লাস পর্যবেক্ষনোত্তর তার লিখিত প্রতিবেদন দায়িত্বশীল শিক্ষকের নিকট দাখিল করা:

ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের তাফসিরুল কুরআন বিষয়ক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি প্রায়োগিকদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মডেল ক্লাস পর্যবেক্ষনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। যাতে করে একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে পাঠদানের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল সম্পর্কেও অবহিত হতে পারে। তাই তাদের জন্য মডেল ক্লাস পর্যবেক্ষনের পর তার লিখিত প্রতিবেদন দায়িত্বশীল শিক্ষকের নিকট জমাদানের বাধ্যবাধকতা আরোপসহ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা আমলে নেযার ব্যবস্থা কার্যকর করার সুপারিশ করছি।

২৪. শিক্ষার্থীদের লিখনশৈলী বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক মাদরাসা কর্তৃক ম্যাগাজিন বা সাময়িকী প্রকাশের ব্যবস্থা করা:

মানুষের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো বক্তৃতা বা লিখনী। তাফসিরুল কুরআনের জ্ঞান লাভের অন্যতম স্বার্থকতা হলো নিজের জীবনে তা বাস্তবায়নের পাশাপাশি অন্যদের মাঝে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের সঠিক বিতরন করা। আর জ্ঞান বিতরনের অন্যতম মাধ্যম হলো বক্তৃতা বা লিখনী। তাই শিক্ষার্থীদের লিখনশৈলী বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক মাদরাসা কর্তৃক সাময়িকী/ম্যাগাজিন প্রকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আর এটির সঠিক ও কার্যকররূপ দান করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছি।

২৫. মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করা:

ফযিল ও কামিল স্তরে এক শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে, যারা অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে লেখাপড়া ঠিকমত চালিয়ে যেতে পারে না। তাই তারা অসময়ে লেখাপড়া থেকে ছিটকে পড়ে। আবার এক শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে যারা লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন কায়িক পরিশ্রম করেতাদের লোপড়ার খরচ যোগাতে হয়। এতে করে তাদের যেমনি মূল্যবান সময় নষ্ট হয় তেমনি পড়াশোনাও মারাত্বকভাবে ব্যহত হয়। এজাতীয় শিক্ষার্থী হতে গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বাছাই করে সরকারী ও বেসরকারীভাবে বিভিন্ন বৃত্তির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করা গেলে বহু মেধাবী শিক্ষার্থী যেমনি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা অর্জন করে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে তেমনি তাফসিরের শিক্ষাও আরো বেশি সমৃদ্ধ ও গতিশীল হবে।তাই আমার সুপারিশ হলো- গরীব এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা।

৭.২ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত সমস্যা সমাধানে শিক্ষকগণের প্রতি সুপারিশ ঃ

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে 'Education is the backbone of a nation'অর্থাৎ শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । আর সম্মানিত শিক্ষকগণ হলেন সে জাতি গঠনের মূল কারিগর। বাস্তব কারণেই এ কারিগর যত বেশী মেধাবী, দক্ষ ও আন্তরিক হবেন, তাঁর তৈরি জাতি তত বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে। আর এ উন্নতির ক্ষেত্রে সম্মানিত শিক্ষকগণই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাই যাতে করে জাতি একদল উন্নত শিক্ষার্থী পায়, তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের একদল যোগ্য ধারক ও বাহক উপহার পায়, সে লক্ষে ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকগণের সমীপে কতিপয় পরামর্শ / সুপারিশ নিম্নরূপ-

১. আন্তরিকতা ও ইখলাসেরসাথে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা:

যথাযথভাবে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা শিক্ষকদের ওপর এক মহা আমানত। আর পাঠদান ও মূল্যায়নসহ প্রত্যেকটা কাজ সকল প্রকার রাগ ও অনুরাগের উর্ধ্বে থেকে ইনসাফের সাথে সম্পন্ন করা জরুরি। তাই পাঠদানের সময় সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে তাঁর পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা সর্বোপরি মহান রবের নিকট স্বীয় দায়িত্বের বিষয়ে জবাবদিহি করতে এই মানসিকতা নিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। মহানবী (সা.) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.[২৬৮]

'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, নেতা বা শাসক তার প্রজা বা নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, পরিবারের কর্তা ঐ পরিবারের দায়িত্বশীলএবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহে দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, একজন কর্মচারী তার মনিবের সম্পদ রক্ষায় দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[২৬৯]

২৬৮ সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম
২৬৯ সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম

২.তাফসিরুল কুরআন পাঠদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারনা অর্জনপূর্বক শিক্ষার্থীদের তা অবহিত করা:

উদ্দেশ্য বিহীন কোন কাজই কাঙ্ক্ষিত সফলতা বয়ে আনতে পারে না। তাই সম্মানিত শিক্ষকদের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারনা অর্জন ও শিক্ষার্থীদের তা অবহিত করা অতি প্রয়োজন বলে মনে করি। যেমন- তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের অন্যতম কয়েকটি উদ্দেশ্যনিম্নরূপ:

- তাফসির পাঠদানের অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থী বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।

- শিক্ষার্থী তাফসিরকৃত আয়াত/আয়াতসমূহের অর্থ, অন্তর্নিহিত অর্থ ও আয়াতের ইংগিতবহ অর্থ বুঝতে সক্ষম হবে । এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে এ দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হবে।

- শিক্ষার্থী তাফসিরুল কুরআনের পাঠ গ্রহণ শেষে, নিজের ভাষায় অর্জিত পাঠ প্রকাশ করতে বা বুঝাতে সক্ষম হবে।

- শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণ শেষে তাফসিররকৃত আয়াত/আয়াতসমূহের বিধি-বিধান বুঝতে ও হুকুম-আহকাম বের করতে সক্ষম হবে।

- উক্ত পাঠ গ্রহণ শেষে শিক্ষার্থী তাফসিররকৃত আয়াত/আয়াতসমূহ হতে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো বের করতে সক্ষম হবে, প্রজোয্য ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

- তাফসির পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে, চিন্তার প্রখরতা ও প্রসারতা ঘটবে, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন নতুন বিষয় নিজের ভাষায় বুঝতে এবং প্রকাশ করার পদ্ধতি ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

- তাফসিরের পাঠ গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হবে। তারা কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত হবে।

- এ বিষয়ের পাঠ গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে কুরআনের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বৃদ্ধি পাবে, বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করবে, সকল বিষয়ের ওপর কুরঅনকে প্রাধান্য দিতে শিখবে।

- তাফসিরের পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াত সমূহ মুখস্থ করবে এবং শিক্ষক এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।[২৭০]

---

২৭০ ড. ইবরাহীম মুহাম্ম আশশাফেয়ী,*আত তারবিয়া আল ইসলামিয়া ওয়া তুরুকু তাদরিসিহা*,দ্বিতীয় সংস্করন-১৯৮৪,.মাকতাবুত ফালাহ, কুয়েত

৩.শিক্ষার্থীর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত নিশ্চিত করা:

তাফসিরের মূল পরিধি পবিত্র কবুরআন মাজীদকে কেন্দ্র করে। যে কুরআন মাজীদে মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতির করণীয় ও বর্জনীয় সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। যেহেতু তাফসীরের পূর্বেই কুরআন মাজীদের বিষয়টির উপস্থিতি আবশ্যক, তাই শিক্ষার্থীর মাঝে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরী বলে আমি মনে করি। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.[২৭২] "আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে"।[২৭১]

আর তিলাওয়াতের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক) তাফসীরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদান শুরু করার পূর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আয়াত/ আয়াত সমূহ/ সূরা তিলাওয়াত করবেন। আর শিক্ষার্থীরা মনোযোগের সাথে উক্ত তিলাওয়াত শ্রবণ করবে এবং তাজবীদের বিধি- বিধানগুলো সাথে সাথে বুঝার চেষ্টা করবে। শিক্ষক প্রয়োজনে কোন ভাল তিলাওয়াত কারী শিক্ষর্থীর মাধ্যমেও এ তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করতে পারেন। আবার প্রয়োজনে কোন অডিও/ভিডিওর মাধ্যমে কোন বিশিষ্ট ক্বারীর তিলাওয়াত শিক্ষার্থীদের শোনাতে পারেন। তবে এগুলো করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ক্লাস সময়ের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

খ) শিক্ষক পাঠদান কালীন মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের তাজবীদ বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কিত প্রশ্ন করবেন। তাদের তিলাওয়াত শ্রবণকালীন প্রয়োজনীয় সংশোধনী থাকলে সে বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করবেন।

গ)) শিক্ষক বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের গুরুত্বের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বুঝাবেন, যাতে ক্লাসের বাহিরেও তারা এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নিজেদেরকে প্রস্তুত করে, সেজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করবেন। যেমন বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) রলেন:

عنأَبُي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ - رضي الله عنه- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ " : اقْرَءُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِه .[২৭৩]

হযরত আবু উমামা আল-বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, নিশ্চয়ই এই কুরআন তার তার তিলাওয়াতকারীর জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে"।[২৭৪]

ঘ) ভুল তিলাওয়াতের পরিণতি সর্ম্পকে শিক্ষার্থীদের সর্তক করবেন। কেননা ভুল তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনের মুল অর্থের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। যার ফলে ভুল তিলাওয়াত কারীর নামাজ বাতিল হতে

---

২৭১ সূরা আল-মুয্যাম্মিল: ০৪, কুরআনুল *কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন*,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা- ৯৬৩

২৭২ *আল-কুরআনুল কারীম* , সূরা আল-মুয্যাম্মিল: ০৪

২৭৩ *সহীহ মুসলিম*,

২৭৪ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন ওয়া ক্বসরুহা, হাদীস নং-৩৪৩

পারে, তিলাওয়াতের সওয়ার হতে বঞ্চিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, ভুল তিলাওয়াতের কারণে সে গুণাহগার ও হতে পারে।

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ "আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে"।[২৭৫] [২৭৬]

সুতরাং কুরআনের ভুল তিলাওয়াতের ভয়াবহ পরিণতি হতে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে তাদের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে পারদর্শী করতে হবে।

৪. শিক্ষককর্তৃকশিক্ষার্থীদের তাফসিরকৃত আয়াত /আয়াত সমূহের অর্থ যথাযথভাবে বুঝতে সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করা:

শিক্ষর্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট আয়াত বা আয়ত সমূহের অর্থ, আন্তর্নিহিত অর্থ ও ইংগিতবহ অর্থ বুঝবে এমনভাবে প্রস্তুত করা। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকপ্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে আরবি অভিধান ও অন্যান্য মৌলিক তাফসির গ্রন্থের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কিভাবে সহায়তা নিয়ে নিজেকেপ্রস্তুত করবে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিবেন। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলা গাইড, নোট ও সাজেশান ইত্যাদি ব্যবহার হতে নিরুৎসাহিত করবেন। ফলে নিজ চেষ্টায় তাফসির বিষয়ক তার যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জিত হবে তাস্থায়ী এবং কার্যকর রুপ লাভ করবে বলে আশ্বস্ত করবেন। আর শিক্ষার্থী যখন নিজ প্রচেষ্টায় কিংবা শিক্ষকের সহায়তায় এ জাতীয় জ্ঞান লাভ করবে, তখন তার দীর্ঘস্থায়ী সুফল শিক্ষার্থী নিজেও জাতি লাভ করতে সমর্থ হবে ।

৫. শিক্ষার্থীদের কুরআনুল কারিমের অনুবাদ বুঝতে সক্ষম করে তোলা:

শিক্ষার্থীদের তাফসিরুল কুরআনের জ্ঞানার্জনের পূর্বে যে বিষয়টি বুঝা অতি আবশ্যক সেটি হলো কুরআনের অনুবাদ। কেননা একজন শিক্ষার্থীর জন্য কুরআনের অনুবাদ না বুঝে তার তাফসির বুঝা একেবারেই অসম্ভব। অথচ ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ রয়েছে যারা কুরআন মাজীদের অনুবাদ সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম নয়। তাই তাফসির বুঝার বিষয়টি তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও দূরহ হয়ে থাকে। তাই সম্মানিত শিক্ষকদের সমীপে সুপারিশ হলো, শিক্ষার্থীরা যেন কুরআনের অনুবাদ সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আর এ লক্ষ বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

- ১ম শ্রেণি থেকেই শিক্ষার্থীদের কুরআনুল কারিমের শব্দসমূহের সাথে সঠিক ও সহজ প্রক্রিয়ায় পরিচিত করে তোলা।

- ৪র্থ শ্রেণি হতে সহনীয় পর্যায়ে কুরআনের অনুবাদ বুঝতে অভ্যস্থ করে তোলা

---

২৭৫ সূরা যুমার :২৮,*কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,*৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৫৫

২৭৬ *আল-কুরআনুল কারীম* , সূরা যুমার : ২৮

- ৯ম শ্রেণি হতে কুরআনের অনুবাদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা এবং শিক্ষার্থীদের তা বুঝতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো

- আলিম স্তরের শিক্ষার্থীদের এ লক্ষে প্রস্তওত করা যাতে করে তারা নিজেরা বুঝে কুরআনের অনুবাদ করতে পারে

- কুরআনুল কারিমের অনুবাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে মুখস্থনির্ভরতার পরিবর্তে অনুধাবননির্ভরতার দিকে ধাবিত করা, ইত্যাদি।

৬. তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারনা অর্জনপূর্বক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা:

প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতি বা নীতিমালা থাকা আবশ্যক , যাতে উক্ত বিষয়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা যায়। তাই তাফসিরুল কুরআনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদানের ক্ষেত্রে ও নির্ধারিত কিছু পদ্ধতি বা নীতিমালা রয়েছে, সফল ও কার্যকর পাঠদানের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর অনুসরণ অতীব জরুরী। যেমন-

- শিক্ষকের নির্দেশনানুযায়ী শিক্ষার্থী নিজ নিজ পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। শিক্ষকের সহায়তায় সে শব্দের ও বাক্যের অর্থ বুঝতে সচেষ্ট হবে এবং সে শিখনফল বের করতে চেষ্টা করবে।

- তাফসির পাঠদানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টিঅত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুসরণীয়তাহলো, শিক্ষক চেষ্টা করবেন

শিক্ষার্থী যেন"التعلم الذاتي" তথা কিভাবে পাঠ গ্রহণ করবে ও সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবে,সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

- তাফসির পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় হবে মূল বইয়ের ওপর প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় বা বই সংযোজন করা। যাতে শিক্ষার্থীর নিকট আলোচ্য বিষয় সহজবোধ্য ও আর্কষণীয় এবং অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে।

- বাংলাদেশী শিক্ষার্থী যারা তাফসিরের পাঠ গ্রহণ করছে তা তাদের মূল ভাষায় নয়। তাই কুরআনের

তাফসির বুঝার কাজটি তাদের জন্য একেবারে সহজ এবং সাবলীল নাও হতে পারে। তাই তাফসির সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর পূর্বজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মাঝে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৭. শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে যথাযথও কার্যকর ভূমিকা পালন করা:

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমেরে মূল বইসমূহ যেহেতু আরবি ভাষায় রচিত, কুরআানুল কারিম আরবি ভাষায় অবতীর্ণ, তাই কুরআন মাজীদ ও তার তাফসির বুঝার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা অতি আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের বেলায় আরবি ভাষার দক্ষতার অভাব তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আর এটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. আমাদের শিক্ষসার্থীদের মাঝে নাহু,সরফসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সম্মানিত শিক্ষকগণ আরো আন্তরিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। কেননা কুরআন মাজীদের তাফসির বুঝার জন্য উক্ত বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করা অতি আবশ্যক। সেজন্য মাদরাসার ৩য় শ্রেণি হতে নাহু ও সরফকে শিক্ষসার্থীদের সহনীয় পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। তবে এ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিষয়টির প্রতি সজাগ ও সতর্ক থাকা উচিৎ তাহলো, বিষয়টি যেন তাদের জন্য কঠিন না হয়, বরং সহজ ও আকর্ষনীয় হয়। আর শিক্ষকগণই তাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

খ. আরবি ভাষার যে ৪ টি দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাহলো-

(শ্রবন দক্ষতা)مهارة الاستماع-(বলার দক্ষতা)مهارة الكلام- (পড়ার দক্ষতা) مهارة القراة-

(লিখার দক্ষতা)مهارة الكتابة- তাই আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের উক্ত বিষয়গুলোতে যথাযথ দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনে শিক্ষক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা করবেন।

৮. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা:

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুগে যুগে যে সব প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার মহান রবের পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। আর এগুলোর ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়াই বাঞ্চনীয়। তাই আমাদের বর্তমান সময়ে আইসিটিসহ যে সব আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে সম্মানিত শিক্ষকদের সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল হওয়া ও পাঠদানকালীন তার যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন-

- পাঠদানের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রজেক্টরের ব্যবহার করবেন।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাল্টি-মিডিয়া ক্লাসের ব্যবহার করবেন।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অডিও/ ভিডিওর মাধ্যমে ক্লাসের ব্যবস্থা করবেন।
- ইন্টারনেট থেকে তাফসিরবিষয়ক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করবেন এবং তা সংগ্রহের পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।
- ই-বুকের সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শেখানো।
- ইন্টারনেট থেকে তাফসির বিষয়ক মডেল ক্লাস দেখবেন, ডাউনলোড দিবেন যা থেকে সহায়তা নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন, ইত্যাদি।

৯.আরবী মূল তাফসিরগ্রন্থের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনাকরা:

শিক্ষার্থীরাযাতে তাফসির বিষয়ে যথাযথ পারদর্শিতা অর্জনকরতে পারে, সেজন্য পাঠদানকালীন শিক্ষক মূল (আরবী) তাফসির গ্রন্থের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরও এতে উৎসাহিত এবং অভ্যস্থ করবেন। পাশাপাশি মৌলিক তাফসির বইয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন ও

শিক্ষার্থীদের তাতে অভ্যস্থ করবেন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে তাফসির বিল মাসূর জাতীয় বইয়ের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করবেন। যাতে তারা তাফসির বিষয়ে নিজেদের যোগ্যতাকে সঠিক প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি করতে পারে।

১০. পাঠদানকালীন অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা:

পাঠদান পদ্ধতি সমূহের অন্যতম ও অধিক কার্যকর হলো অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি। যেটি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পাঠদান কাজে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান পাঠদান কার্যক্রমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটির যথাযথ বাস্তবায়ন নেই। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের পাঠদান হতে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার লক্ষে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহার করা অতি জরুরী। আর এটির সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছি।

১১. তাফসিরের আনুষঙ্গিক নানা বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষার্থীদের প্রদান করা:

তাফসিরুল কুরআনের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের পূর্বজ্ঞান থাকা আবশ্যক। যেমন- নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতিক, ইলমুল কালাম, ইলমুল মা'য়ানী, ইলমুত তারীখ, ইলমুল ওকায়ঈ, ইলমুল হাইয়াত/জীবনী এবং ইলমুল রিওয়াইয়াহ ও দিরাইয়াহ ইত্যাদি। আর উক্ত বিষয়গুলোর প্রায়োগিক অর্থে শিক্ষাদান করাএকান্ত প্রয়োজন।

১২. শিক্ষকগণের নিজেদের দক্ষতাকে বৃদ্ধিকল্পে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণগ্রহণ করা:

শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মধ্যেঅনেক তফাৎ রয়েছে। ভাল শিক্ষার্থী হলেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। বরং ভাল শিক্ষক হওয়ার জন্য ভাল শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অতি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাই সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি আমার অনুরোধ হলো, তাঁরা যেন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বীয় দক্ষতাকে আরো শানিত করে আরো সঠিক ও কার্যকর প্রক্রিয়ায় তাফসিরুল কুআনিল কারিমের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে এ বিভাগকে আরো শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ করতে নিজেদেরযোগ্যতাকে উজার করে দেন।

১৩.শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা:

বর্তমানে মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ রয়েছে যারা ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হয় না। আবার কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ক্লাস না করে শুধু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে তারা সরাসরি শিক্ষকের তত্বাবধানে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ক তেমনসহযোগিতা ও শিক্ষা লাভ করতে পারে না। ফলে তাফসির বিষয়ক অতি আবশ্যক শিক্ষা হতে তারা বঞ্চিত থাকে। তারা বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন বাংলা গাইড, নোট ও সাজেশনের সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষায় হয়ত পাশ করছে। আর এটি কারো কারো জন্য অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়ে থাকে। কেননাএ জাতীয় শিক্ষার

মাধ্যমে তারা তাফসির বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই আমার প্রস্তাবনা হলো ফযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীদের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকে সে বিষয়টিকে সর্বোচ্চগুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। আর এ ক্ষেত্রে সফলতার জন্য শিক্ষক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। যেমন-

- তাদেরকে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুতের বিষয়টি দরদ দিয়ে বুঝাবেন।
- এটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে তাদেরকেউৎসাহিত করবেন।
- প্রয়োজনে অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা কামনা করবেন।
- প্রয়োজনে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।
- ধারাবাহিক মূলাায়নের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক নম্বর কর্তন করবেন।
- কোন চেষ্টায়ই সফলতা না আসলে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ হতে বিরত রাখবেন, ইত্যাদি।

১৪.তাফসির বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা:

নিজেদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষে শিক্ষকগণ বিভিন্ন গবেষনামূলক প্রবন্ধ লেখবেন, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকেও তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ক বিভিন্ন গবেষনামূলক প্রবন্ধ লেখতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করবেন। ফলে তাদের মাঝে বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা যেমনি বৃদ্ধি পাবে তেমনি লেখনীশৈলী ও শানিত হবে। আর এটিকে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য শিক্ষকগণ মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

১৫. তাফসিরুল কুরআনিলকারিম বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করা:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষকগণ বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যাতে করে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ক আধুনিক নানাহ জ্ঞান ও তথ্যউপাত্ত সম্পর্কে শিক্ষকগণ অবহিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করতে পারেন।

১৬. শিক্ষার্থীদের খুৎবাদানে পারদর্শী হতে সহায়তা করা:

তাফসিরুল কুরআনের একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুৎবাদানে পারদর্শিতা অর্জন করা অতি জরুরী। কেননা তাফসরিের এ শিক্ষা অর্জনের পর একজন শিক্ষার্থী কর্মজীবনে প্রবেশ করে হয়ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করবে, অথবা সাধারণ মানুষের মাঝে কুরআনের বয়ান করবে, কিংবা এ দুটি কাজই সম্পন্ন করবে। আর এর যে কোনটির ক্ষেত্রেই যেমন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান দরকার তেমনি সুন্দর উপস্থাপনা ও আকর্ষনীয় বাচনশৈলীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । কারণ শিক্ষার্থী কিংবা সাধারণ মানুষ যেকোন ক্ষেত্রে তাফসিরুল কুরআনের জ্ঞান বিতরণের জন্য জড়তাহীন, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা অতি আবশ্যক। মহান আল্লাত তা'আলা বলেন:

" قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي "[২৭৭]

" মূসা বলিল, ' হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও। এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও- যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে "।[২৭৮] তাই তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষা হতে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের খুৎবাদানে পারদর্শীতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া অতি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাই এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ ও পারদর্শী করার জন্য শিক্ষক চেষ্টা ও সহযোগিতা করবেন।

১৭. মেধাবীশিক্ষার্থীদের মূল্যায়নপূর্বক বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে আরো সমৃদ্ধ ও বিকশিত হতে সহযোগিতা করা:

একজন শিক্ষক তিনি শুধু একজন শিক্ষকই নন, একাধারে একজন চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী ও সঠিক দিক নির্দেশনা দানকারী। তিনি পাঠদানের সাথে সাথে তাঁর শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবেন, কোন শিক্ষার্থীর মান কেমন, কোন শিক্ষার্থী অতি মেধাবী, কোন শিক্ষার্থী অতি দূর্বল, কোন শিক্ষার্থী অতি দুষ্ট, কোন শিক্ষার্থী শারীরিক বা মানসিক সমস্যাগ্রস্থ ইত্যাদি। সে অনুযায়ী তাদের সঠিক কাউন্সিলিং করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন। পাশাপাশি অতি দূর্বল শিক্ষার্থীদের দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে এবং অতি মেধাবীদের সঠিকভাবে বিকশিত হতে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও প্রচেষ্টা চালাবেন।

১৮.প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা:

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বই এবং রেফারেন্সমূলক বইয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জিত হয়। আর পুঁথিগত এ শিক্ষার পাশাপাশি প্রায়োগিক শিক্ষাদানের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ শিক্ষার প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনে অনেক বেশী। তাই সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি সুপারিশ হলো তাঁা যেন নিজ নিজ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগিক শিক্ষার যথাযথ ব্যবহার করেন। যেমন- ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানকালীন শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট আয়াত/আয়াতসমূহের তাফসির করতে দেয়া, কখনো কখনো তাকে সঠিকভাবে তিলাওয়াত করতে দেয়া, কখনো শিক্ষকের ভূমিকায় তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া, কখনো নির্দিষ্ট

---

২৭৭ *আল-কুরআনুল কারিম*, সূরা তাহা : ২৫-২৮

২৭৮ সূরা তাহা : ২৫-২৮, *কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,*৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৫৫

বিষয়ের ওপর তাকে কুরআন হাদীসের আলোকে বর্ক্তৃতা দিতে বলা আবার কখনো নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের ওপর অ্যাসাইনমেন্ট করতে দেয়া, ইত্যাদি। আর তাকে দেয়া প্রত্যেকটি কাজ শিক্ষক যথাযথ তদারকী ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৯. শিক্ষার্থীর মাঝে কুরআনুল কারিম ও হাদিসের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি করা:

স্বভাবত কারণেই কোন বিষয়ের ভালবাসা যতবেশী থাকে তার প্রতি গুরুত্বও তত বেশী থাকে। তাই শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআনুল কারিম ও হাদীসের প্রতি যথাযথ মুহাব্বত ও গুরুত্ব করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। যাতে করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কুরআন ও হাদীসের সঠিক গুরুত্ব অনুধাবন করে তার প্রতি নিজেদের হৃদয়ে প্রকৃত মুহাব্বত ধারন করে যথাযথ গুরুত্বশীল হয় এবং ইসলামের অন্যতম মূলভিত্তি সঠিকভাবে বুঝতে ও নিজেদের জীবনে তা পালন করতে করতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হয়। তাই সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি পরামর্শ হলো তাঁরা যেন এটির সঠিক ও কার্যকর প্রফিলনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নিজেরা এতে স্বতস্ফূর্ত ভূমিকা পালন করেন।

৭.৩ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত সমস্যা সমাধানেঅভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ ঃ

এ কথাটি সর্বজন স্বীকৃত যে, একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির জন্য ‘শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক’ এই তিন শ্রেণির সমন্বিত প্রয়াস অতি আবশ্যক। তাই অভিভাবকদের শত ব্যস্ততার মাঝেও নিজ সন্তানের বিষয়ে‘ যথাযথ খোঁজ খবর রাখা অতি জরুরি। সে নিয়মিত মাদরাসায় যাচ্ছে কিনা, ঠিকমত পড়াশোনা করছে কিনা, মাদরাসা ও বাসা বা বাড়ির বাহিরে অন্য কোথাও যাচ্ছে কিনা, গেলে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কাদের সাথে মিশছে, কিভাবে তার সময় অতিবাহিত করছে ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কেননা মাদরাসার শিক্ষকদের পক্ষে তার সকল কার্যক্রম ও গতিবিধি তদারকী করা যেমনি সম্ভব নয়, তেমনি সঠিক তদারকীর অভাবে আপনার সন্তান বিপদগামী হয়ে যেতে পারে যা কখনো কাম্য হতে পারে না। তাই তাদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রত্যেক অভিভাবক তার সন্তানের প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখবেন, তাদের প্রয়োজনীয় সাহস, উৎসাহ, সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং এগুলো তাদের অনেক মূল্যবান কাজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। একজন অভিভাবক যদি সচেতনতার সাথে তাঁর দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করেনতাহলে একজন শিক্ষার্থীর জন্য তার পাঠদানগত সমস্যাবলী অপেক্ষাকৃত সহজে অতিক্রম করে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত সমস্যাসমূহ সমাধানে সম্মানিতঅভিভাবকদের প্রতি কতিপয় পরামর্শ নিম্নে পেশ করছি।

১.শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে যথাযথ ভূমিকা পালন করা:

বর্তমানে মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ রয়েছে যারা ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হয় না। আবার কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা শুধু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ফলে সরাসরি শিক্ষকের তত্বাবধানে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ক তেমনসহযোগিতা ও শিক্ষা তারা লাভ করতে পারে না। ফলে তাফসির বিষয়ক অতি আবশ্যক শিক্ষা হতে তারা বঞ্চিত থাকে। তারা বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন বাংলা গাইড, নোট ও সাজেশনের সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষায় হয়ত পাশ করছে। আর এটি কারো কারো জন্য অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়ে থাকে। কেননা এ জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে তারা তাফসির বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই আমার প্রস্তাবনা হলো ফযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীদের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেঅভিভাবকগণ সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে সহযোগিতা করবেন।

২. শিক্ষার্থী তার সময় কিভাবে ব্যয় করে সে বিষয়ে সজাগ থাকা:

সন্তান পিতামাতার জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক এক মহা নিয়ামত। এ সন্তান দুনিয়া ও আখিরাতে যেমনি শান্তি, সম্মান, কল্যাণ ও নাজাতের কারণ হতে পারে, তেমনি অশান্তি, অপমান এবং অকল্যাণের কারণও হতে পারে। এজন্য মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, **رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.** "হেআমাদের প্রতিপালক!আমাদের জন্য"[২৭৯]এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যাহারা হইবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য"।[২৮০] তাই আমাদের সন্তানদের সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। তারা যেন সময়ের সঠিক ব্যবহার করার মাধ্যমে নিজেদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হয় সজাগ ও সতর্ক থাকা।

৩. শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়নে শিক্ষকগণের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা:

লেখাপড়ায় শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত উন্নতি ও সফলতার জন্য একজন সচেতন অভিভাবক হিসেবে শিক্ষকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা খুবই দরকার। এতে শিক্ষার্থীর কোন নীতিবাচক বিষয় থাকলে যেমনি সমাধান করা যায়, তেমনি শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করে তাদের সফলতায় কাজে লাগানো যেতে পারে।তাই সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ হলো তাঁরা যেন স্বীয় সন্তানদের লেখাপড়ার কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়নের লক্ষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং পারস্পরিক শেয়ারিং এর মাধ্যমে তাদের উন্নতিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন।

৪. শিক্ষার্থীর লেখা পড়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর নেয়া:

প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত তার সন্তান বাসা-বাড়িতে ঠিকমত লেখাপড়া করছে কিনা সে বিষয়ে যথাযথ সজাগ ও সতর্ক থাকা। শিক্ষার্থী যেন তার সময়ের সঠিক ব্যবহার করে সে বিষয়ে যথাযথ মনোযোগী হওয়া। কেননা তাঁদের একটু বেখেয়াল ও অসতর্কতার কারণে নিজ সন্তানদের অতি মূল্যবান জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমনকি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যেও নিপতিত হতে পারে। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের প্রতিপরামর্শ হলো তাঁরা যেন নিজেদের সন্তান ঠিকমত লেখাপড়া করছে কিনা, সময়ের সঠিক ব্যবহার করছে কিনা, কোন বিষন্নতা বা মানসিক সমস্যায় ভোগছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ খোঁজ-খবর রাখেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে সর্বদা তাদের পাশে থাকেন।

---

২৭৯ আলকুরআনুল কারীম,সূরা আল-ফুরকান: ৭৪

২৮০ সূরা ফুরকান : ৭৪, ***কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,***৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৫৮৫

৫. বাসা/বাড়ীতে লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা:

লেখাপড়ায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভের জন্য শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা যেমনি জরুরি তেমনি লেখাপড়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা আবশ্যক। কেননা শিক্ষার্থী লেখাপড়ার উপযুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশ না পেলে তার পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে, যেটি শিক্ষার্থীর জীবনে নীতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর এটি কখনোই কোন অভিভাবকের কাম্য হতে পারে না। তাই সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ হলো তাঁরা যেন বাসা/বাড়ীতে নিজ নিজ সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য অনুকূল ও উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করেন। আর তারা যদি মাদরাসার হোস্টেল কিংবা মেসে থাকে সেখানে লেখাপড়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ আছে কিনা সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর নেয়া।

৬. খারাপ সঙ্গ হতে নিজ সন্তানদের দূরে রাখা:

মানুষের জীবনে সঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। ভালো সঙ্গের যেমনি সুফল রয়েছে তেমনি খারাপ সঙ্গের কুফল অবধারিত। এ জন্যই বলা হয় 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। চির শান্তির ধর্ম ইসলামেও এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং অসৎ সঙ্গের পরিণতিসম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।আর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সঙ্গের প্রভাব আরো বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের করণীয় হলো তার সন্তান কোথায় যায়, কার সাথে মিশে, কিভাবে তার সময় অতিবাহিত করে ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অসৎ সঙ্গের পরিণতি সম্পর্কে নিজ সন্তানদের বুঝানো। আর সন্তানরা যেন বাবা মাকে যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের আশ্রয়ের নির্ভরযোগ্য ঠিকানা হিসেবে গণ্য করে সে জন্য প্রয়োজনীয় সাহস ও সহযোগিতা প্রদান করা।

৭. খুৎবাদানে পারদর্শী হতে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা:

তাফসিরুল কুরআনের একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুৎবাদানে পারদর্শিতা অর্জন করা অতি জরুরী। কেননা তাফসরিের এ শিক্ষা অর্জনের পর সে কর্মজীবনে প্রবেশ করে হয়ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করবে, অথবা সাণারণ মানুষের মাঝে কুরআনের বয়ান করবে, কিংবা এ দুটি কাজই সম্পন্ন করবে। আর এর যে কোনটির ক্ষেত্রেই সুন্দর উপস্থাপনা ও আকর্ষনীয় বাচনশৈলীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । কারণ শিক্ষার্থী কিংবা সাধারণ মানুষ বা যেকোন ক্ষেত্রে তাফসিরুল কুরআনের জ্ঞান বিতরণের জন্য জড়তাহীন, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা অতি আবশ্যক। মহান আল্লাত তা'আলা বলেন:

" قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي "[২৮১]

" মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও। এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও- যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে "।[২৮২] তাই তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষা হতে

২৮১ *আল-কুরআনুল কারিম*, সূরা তাহা : ২৫-২৮

কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের খুৎবাদানে পারদর্শীতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া অতি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাই সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ হলো আপনার সন্তানের মাঝে এ যোগ্যতা অর্জিত হওয়ার জন্য শিক্ষকের পাশাপাশি আপনি তাদের প্রয়োজনীয় পপরামর্শ, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করবেন।

৮.গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখতে উৎসাহিত করা:

শিক্ষার্থীদেরতাফসিরুল কুরআনিল কারিমবিষয়ক বিভিন্ন গবেষনামূলক প্রবন্ধ লেখতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা। যাতে করে তাদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং লেখনীশৈলীও শানিত হয়। আর এটিকে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য সম্মানিত অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারেন।

৯. বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান করা:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষকও শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সেমিনার এবঁং কনফারেন্সের আয়োজনকরা হলে সেগুলোতে অংশগ্রহণে তাদের উৎসাহিত করা। যাতে সেখানে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের যোগ্যতাকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারে।

১০. পাঠদানমূলক মডেল ক্লাস পর্যবেনে উৎসাহিত করা:

কামিল শ্রেণিতে যে সব শিক্ষার্থী তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ে অধ্যয়ন করছে, তাদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদান কেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় কলাকৌশল শেখার লক্ষে আদর্শ শিক্ষক ও বড় বড় শাইখদের পাঠদানমূলক মডেল ক্লাস পর্যবেক্ষন তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদানকেন্দ্রিক কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভেরআদর্শ শিক্ষকদের মডেল ক্লাস পর্যবেক্ষনেপ্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

১১. শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধাওমান্য করতে উৎসাহিত করা:

শিক্ষকের যথাযথ সম্মন, শ্রদ্ধা ও মান্য করা সকল শিক্ষার্থীর কর্তব্য। কিন্তু বর্তমান শিক্ষার্থীর একটি অংশ রয়েছে যারা শিক্ষদের যথাযথ সম্মান শ্রদ্ধা ও মান্যতা প্রদর্শন করে না। এতে করে শিক্ষকদের রুহানী নেক দোয়া হতে তারা বঞ্চিত হয়। তাই অভিভাবকদের উচিৎ স্বীয় সন্তানদের শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান শ্রদ্ধা ও মান্যতা প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করা।

---

২৮২ সূরা তাহা : ২৫-২৮, ***কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,***৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৫৫

১২. অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষার্থীদের চিন্তামুক্ত রাখা:

ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যয়ভার অভিভাবকগণ বহন করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একশ্রেণির শিক্ষার্থী আছে যারা অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ঠিকমত লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না। আবার কেউ কেউ নিজে উপার্জন করে তার লেখাপড়ার খরচ চালাতে হয়। এতে করে যেমনিভাবে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, তেমনি লেখাপড়ার স্বাভাবিক গতি মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। তাই অভিভাবকদের উচিত তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে চিন্তামুক্ত রেখে লেখাপড়ায় পরিপূর্ণ মনোযোগী হতে সহযোগিতা করা।

১৩. নীতিবাচক পরিস্থিতিতে তাদেরকে ইতিবাচকভাবে বুঝানো:

শিক্ষার্থীর মাঝে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় পাওয়া গেলে বকাঝকা না করে তাদেরকে ইতিবাচকভাবে দরদ দিয়ে বিষয়টি বুঝানো। যাতে করে এ জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত কাজে তারা নিজেদেরকে আর কখনো জড়ানোর চেষ্টা না করে; বরং তা থেকে নিজেদেরকে সব সময় বাঁচিয়ে রাখতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হয়। আর কখনো পরীক্ষায় খারাপ করলে তাদেরকে বকাঝকা কিংবা হতাশামূলক বক্তব্য না শুনিয়ে সাহস ও উৎসাহ জোগানো এবং আশার বাণী শুনানো। কবির ভাষায় 'একবার না পারিলে দেখ শতবার'। তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে অনুপ্রাণিত করা, এভাবে যে তুমি অবশ্যই সফল হবে, তোমাকে দিয়েই হবে, শুধু তোমার মনোযোগ ও চেষ্টাকে একটু বাড়ালেই চলবে। প্রয়োজনে এ জাতীয় কিছু সফল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ তাদের সামনে পেশ করা যেতে পারে।

১৪. কুরআনের শিক্ষা লাভে তাদেরকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা:

কুরআনুল কারিম ও হাদিসের শিক্ষা হলো একমাত্র শিক্ষা যে শিক্ষাকে ইসলাম ফরয করেছে। মহানবী (সা.) বলেন:

أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "طلَبُ العِلْمِ فَريضةٌ على كلِّ مُسلِمٍ"

' হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয'।[২৮৩] এ প্রসঙ্গে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'বল যাহারা জানে আর যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান ? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে'।[২৮৪]

তাই এ আবশ্যক শিক্ষার্জনে তাদেরকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা। যাতে করে তারা এ শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে এবং তা অর্জনে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হয়।

---

২৮৩ সুনানু ইবনে মাজাহ

২৮৪ সূরা যুমার: ০৯, কুরআনুল ***কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা- ৯৬৩

৭.৪ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানগত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শঃ

পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতার জন্য শিক্ষার্থীর স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক। কেননা পাঠদান কেন্দ্রিক সফলতার জন্য শিক্ষক, অভিভাবকসহ অন্য সকলের প্রচেষ্টা একমাত্র শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের সকল শিক্ষার্থীর করণীয় হবে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা, শিক্ষকগণের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা, নিয়মমাফিক লেখাপড়া করা ও খারাপসঙ্গ হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়ে রাখা।

১. তাফসিরকৃত আয়াত /আয়াতসমূহের অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেঃ শিক্ষর্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট আয়াত বা আয়তসমূহের অর্থ, আন্তর্নিহিত অর্থ ও ইংগিতবহ অর্থ বুঝতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করবে। বিশেষ ক্ষেত্রে আরবি অভিধান ও অন্যান্য মৌলিক তাফসির গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় তা বুঝার চেষ্টা করবে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলা গাইড, নোট ও সাজেশান অবশ্যই পরিহার করবে। ফলে নিজ চেষ্টায় তাফসিরবিষয়ক তার যে জ্ঞান ও দক্ষতা তার অর্জিত হবে তা স্থায়ী এবং কার্যকর রুপ লাভ করবে। যার সুফল শিক্ষার্থী নিজেও জাতি ভোগ করতে সমর্থ হবে ।

২.শিক্ষার্থীর স্বীয় তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোঃ

তাফসিরের মূল পরিধি পবিত্র কুরআন মাজীদকে কেন্দ্র করে। যে কুরআন মাজীদে মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতীরসকল করণীয় ও বর্জনীয় সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। যেহেতু তাফসিরের পূর্বেই কুরআন মাজীদের বিষয়টির উপস্থিতি আবশ্যক , তাই শিক্ষার্থী নিজের মাঝে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের গুণাবলী অর্জন করা জরুরী বলে আমি মনে করি। মহান রাব্বুল আলামীন বলেনঃ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.[২৮৫]"আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে"।[২৮৬] কেননা ভুল তিলাওয়াতের মাধ্যমে অর্থের পরিবর্তনহতে পারে, যাতে করে তিলাওয়াতকারী সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহগার হওয়ার আশংকা থেকে যায়। তাই যে কোন উপায়ে শিক্ষার্থীর বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৩.শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াতসমূহ মুখস্থ করবেঃ

তাফসিরের মূল কিতাব যেহেতু কুরআনুল কারিম। তাই শিক্ষার্থীদের কুরআনুল কারিমের সংশ্লিষ্ট আয়াত/ সূরা মুখস্থ করা তাফসির বুঝা ও করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। কেননা তাফসির করতে গেলে প্রথমেই তাকে সংশ্লিষ্ট আয়াত/আয়াতসমূহের মুখাপেক্ষী হতে হবে। আর উক্ত আয়াতসমূহ মুখস্থ থাকলে তার তাফসির বিষয়ক উক্ত শিক্ষা স্থায়ী/দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং সমাজ তার নিকট হতে অধিক সুফল লাভ করতে পারবে। কেননা কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ।

---

২৮৫ *আল-কুরআনুল কারীম* , সূরা আল-মুযযাম্মিল: ০৪

২৮৬ সূরা আল-মুযযাম্মিল: ০৪, কুরআনুল ***কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা- ৯৬৩

৪. শিক্ষার্থী নিজেরমাঝে কুরআন ও হাদীসের মহব্বত ধারন করা:

এ কুরআন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী, আর রাসূল (সা.) এর হাদীস এ কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তাই শিক্ষার্থীরা নিজেদের হৃদয়ে কুরআন ও হাদীসের যথাযথ মুহাব্বত ধারন করবে, বেশি বেশী কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং সঠিকভাবে কুরআন বুঝতে উৎসাহীত হবে, আর হাদীস যেহেতু কুরআনেরই ব্যাখ্যা, তাই ইহা বুঝতে সচেষ্ট হবে, শরীয়তের এ দুটি মৌলিক স্তম্ভ মানতে অভ্যস্থ হবে এবং কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করতে সচেষ্ট হওয়া অতি আবশ্যক।

৫. আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো:

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমেরে মূল বইসমূহ যেহেতু আরবি ভাষায় রচিত, কুরআানুল কারিম আরবি ভাষায় অবতীর্ণ, তাই কুরআন মাজীদ ও তার তাফসির বুঝার ক্ষেত্রে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের বেলায় আরবি ভাষার প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব রয়েছে। আর এ তাফসির করা ও বুঝার ক্ষেত্রেকিছু বিষয়ের পূর্বজ্ঞান থাকা জরুরী। যেমন-

- নাহুর ও সরফ বিষয়ক জ্ঞান
- অভিধান বিষয়ক জ্ঞান
- ইলমুর রিওয়াইয়াহ ও ইলমুর দিরাইয়াহ বিষয়ক জ্ঞান
- ইলমুত তারিখ বিষয়ক জ্ঞান
- বালাগাত বিষয়ক জ্ঞান
- মানতিক বিষয়ক জ্ঞান
- আকাঈদদ বিষয়ক জ্ঞান, ইত্যাদি।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে যেসব শিক্ষার্থী তাফসির নিয়ে পড়ছে কিংবা পড়তে আগ্রহী তাদের অনেকের মাঝে এজাতীয় জ্ঞানের খুবই অভাব রয়েছে। ফলে তারা তাফসির বুঝার চেয়ে মুখস্থনির্ভরতা বা পরীক্ষা পাশের প্রতি বেশী ধাবিত হচ্ছে। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে-

ক. আমাদের শিক্ষসার্থীরা নিজেদের মাঝে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবে। কেননা কুরআন মাজীদের তাফসীর বুঝার জন্য উক্ত বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন অতি আবশ্যক।

খ. আরবি ভাষার যে ৪ টি দক্ষতা আছে,সে বিষয়গুলোতে যথাযথ দক্ষতা অর্জন করা। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রচলিত পাঠদানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোল্লেখিত ৪টি বিষয়ের মাঝে শেষোক্ত ২টি বিষয়ের তথা পড়া ও লেখার প্রতিই সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়, অপর ২টি বিষয় যথা শোনা ও বলার দক্ষতা অনেকটা উপেক্ষিতই থাকছে। তাই সময়ের জোরদাবী হলো ভাষার ৪টি দক্ষতায় পারদর্শিতা অর্জনের প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালানো। প্রত্যেক শিক্ষার্থী চেষ্টা করবে, সে যেন আরবী শুনে বুঝতে পারে, তার অনুধাবনকৃত বিষয় নিজ ভাষায় আরবীতে প্রকাশ করতে পারে, আরবী ক্বাওয়াইদ অনুসারে বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে এবং সঠিক পদ্ধতিতেলিখতে পারে। আর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জিত হলে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠগ্রহণ তাদের জন্য আরো সহজ, সুগম ও কার্যকররূপ লাভ করবে ।

৬. বেশী বেশী আরবী বলার চর্চা করা:

আরবী ভাষার যে ৪টি দক্ষতা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলোمهارة الكلام বা বলার দক্ষতা। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক ও নিজেদের মাঝে আরবী বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বেশী বেশী আরবী বলার চেষ্টা করবে। আর এ বলার শিক্ষার্থী ক্ষেত্রে ভয় বা লজ্জা পরিহার করে নিয়মিত আরবী বলার চেষ্টা করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভুল হতে পারে কিংবা জড়তা কাজ করতে পারে কিন্তু অব্যাহত এ প্রষ্টোই তাকে একদিন নির্ভুল ও সাবলীল আরবী বলতে অভ্যস্থ করে তুলবে।

৭. আরবি পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী পড়া:

আরবি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন আরবি পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী পড়া দরকার। তাহলে তাদের আরবি ভাষার শব্দ ভান্ডার যেমনি সমৃদ্ধ হবে, তেমনি আধুনিক পরিভাষা সমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জিত হবে। আমাদের দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এ জাতীয় প্রকাশনা পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ইন্টারনেটের কল্যাণে এ জাতীয় পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী পাওয়া ও পড়া এখন একেবারেই সহজ।

৮. আরবি সংবাদ শ্রবণ করা বা দেখা:

আরবী ভাষার যে ৪টি দক্ষতা রয়েছে তার মধ্যে প্রথম সোপান হলো مهارة الاستماع বা শ্রবণ দক্ষতা।তাইআরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের উচিৎ তাদের শিক্ষকদের কথা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা, দেশীয় ও বিদেশী বিভিন্ন আরবি সংবাদপাঠ শোনা, বিভিন্ন শাইখদের অডিও এবং ভিডিও শোনা । আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি সহজেই এ জাতীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯. আরবীমূলবই হতে তাফসিরেরশিক্ষা গ্রহণ করা:

শিক্ষার্থীদেরমাঝে যাতে তাফসিরবিষয়কযথাযথ পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জিত হয়, মূল কিতাব পঠনের ভীতি দূর হয়েপ্রীতি তৈরী হয় সে জন্য তারা বাংলা অনুদিত বইয়ের পরিবর্তে মূল (আরবী) তাফসিরগ্রন্থ হতে তাফসিরের শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে অন্যান্য তাফসিরগ্রন্থ ও অভিধানের সহযোগিতা গ্রহণ করবে, তাতেও বুঝতে সমস্যা হলে সরাসরি শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় তাফসিরের শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারে। যেমন-

- বিশুদ্ধভাবে ইবারত পড়তে শিখবে

- কোন শব্দের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হলে অভিধান বা শিক্ষকের সহায়তায় তা বুঝার চেষ্টা করবে

- নিজেদের মাঝে করআনের অনুবাদ করার যোগ্যতা অর্জিত হবে

- নিজেদের মাঝে করআনের তাফসির করার যোগ্যতা অর্জিত হবে, ইত্যাদি।

১০. শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা:

বর্তমানে মাদরাসা সমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ রয়েছে যারা ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হয় না। আবার কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা শুধু পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। ফলে সারসরি শিক্ষকের তত্বাবধান তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ক তেমনসহযোগিতা ও শিক্ষা তারা লাভ করতে পারে না। ফলে তাফসির বিষয়ক অতি আবশ্যক শিক্ষা হতে তারা বঞ্চিত থাকে। তারা বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন বাংলা গাইড, নোট ও সাজেশনের সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষায় হয়ত পাশ করছে। আর এটি কারো কারো জন্য অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়ে থাকে। কেননা এ জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে তারা তাফসির বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই শিক্ষার্থীর জন্য অতি আবশ্যক হলো ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকা।

১১. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান লাভপূর্বক তার সঠিক ব্যবহার করা:

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুগে যুগে যে সব প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার মহান রবের পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। আর এগুলোর ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়াই বাঞ্চনীয়। তাই আমাদের বর্তমান সময়ে যে সব আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যথাস্থানে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া এখন সময়ের দাবী। তাই শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো তারা এসব আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভপূর্বক তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবে।

১২. গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখা:

শিক্ষার্থীর তাফসিরুল কুরআনিল কারিমবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখতে চেষ্টা করবে। যাতে করে তাদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি পায়; কেননা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখতে গিয়ে তারা বিভিন্ন বই ও উৎসের দ্বারস্থ হবে, বিভিন্নবিষয়ে পড়াশোনা করবে এতে করে তার জ্ঞানের প্রসারতা যেমনি বৃদ্ধি পাবে, তেমনি তার দক্ষতাও শানিত হবে।

১৩. পাঠদানমূলক মডেলক্লাস পর্যবেক্ষন করা:

কামিল শ্রেণিতে যে সব শিক্ষার্থী তাফসিরুল কুরআনিল কারিম বিষয়ে অধ্যয়ন করছে, তাদের বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদান কেন্দ্রিক কলা-কৌশল শেখার লক্ষে আদর্শ শিক্ষক ও বড় বড় শাইখদের পাঠদানমূলক মডেলক্লাস পর্যবেক্ষন করাদরকার। পাশাপাশি এ পর্যবেক্ষনের লিখিত প্রতিবেদন তার দায়িত্বশীল শিক্ষকের নিকট জমাদানের বাধ্যবাধকতা থাকা প্রয়োজন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যেটি প্রভাব বিস্তার করবে। তাই শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ হলো তারা যেন পাঠদানমূলক মডেল ক্লাস পর্যবেক্ষন করে। এতে করে তারা পাঠদানের বিভিন্ন কলাকৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

১৪. পরীক্ষামূলক ক্লাস নেয়া:

কামিল স্তর মাদরাসা শিক্ষার সর্বশেষ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, যেটির সার্টিফিকেট অর্জনের পর একজন শিক্ষার্থী তার কর্মজীবনে প্রবেশ করে। যেখানে পদ্ধতিগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রায়োগিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। যার দরুন আমরা কখনো কখনো দেখি সকল ভালো শিক্ষার্থী ভালো শিক্ষক বা ভালো কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা পদ্ধতিগত শিক্ষা ও প্রায়োগিক শিক্ষার মধ্যে বেশ ফারাক রয়েছে। এজন্যই আমরা দেখি মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনী করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অতএব মানব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে যদি ইন্টারনী করার আবশ্যকতা থাকে, তাহলে ইহকাল ও পরোকালের সাথে, সর্বোপরি সরাসরি মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত যে শিক্ষা, সে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনীর আবশ্যকতা আরো বেশী বলে আমি মনে করি। তাছাড়া বহির্বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এ জাতীয় ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, কর্মজীবনের জন্য যেটি খুব প্রয়োজন।

১৫. খুৎবাদানে পারদর্শীতা অর্জনে চেষ্টা করা:

তাফসিরুল কুরআনের একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুৎবাদানে পারদর্শিতা অর্জন করা অতি জরুরী। কেননা তাফসরিের এ শিক্ষা অর্জনের পর সে কর্মজীবনে প্রবেশ করে হয়ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করবে, অথবা সাণারণ মানুষের মাঝে কুরআনের বয়ান করবে, কিংবা এ দুটি কাজই সম্পন্ন করবে। আর এর যে কোনটির ক্ষেত্রেই সুন্দর উপস্থাপনা ও আকর্ষনীয় বাচনশৈলীর প্রয়োজন । কারণ শিক্ষার্থী কিংবা সাধারণ মানুষ যেকোন ক্ষেত্রে তাফসিরুল কুরআনের জ্ঞান বিতরণের জন্য জড়তাহীন, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা অতি আবশ্যক। মহান আল্লাত তা'আলা বলেন:

" قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي "[২৮৭]

" মূসা বলিল, ' হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও। এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও- যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে "।[২৮৮] তাই তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষা হতে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের খুৎবাদানে পারদর্শীতা অর্জনে চেষ্টা করা অতি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

---

২৮৭ *আল-কুরআনুল কারিম*, সূরা তাহা : ২৫-২৮

২৮৮ সূরা তাহা : ২৫-২৮, *কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,*৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৫৫

১৬.শিক্ষকের পাঠদানকৃত বিষয় মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা:

ক্লাসে শিক্ষক যখন পাঠদান কাজ পরিচালনা করবেন, তখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কর্তব্য হলো মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করা। অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নোট করে রাখা। আর উক্ত পাঠে কোন বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে তা সঠিকভাবে বুঝে নেয়া।

১৭.পঠিতব্যপাঠ ভালভাবে দেখে যাওয়া:

সকল শিক্ষাথীর কর্তব্য হলো পূর্বের ক্লাসের পড়া ভালভাবে পড়ে ও বুঝে যাওয়া। পাশাপাশি পরবর্তী পঠিতব্য বিষয়ও ক্লাসে যাবার পূর্বে দেখে যাওয়া উচিত। আর এ ক্ষেত্রে সে কঠিন ও দূর্বোধ্য বিষয়গুলো নোট করে রাখবে যাতে করে ক্লাসে বুঝার কাজটি সহজ হয়।

১৮.বাড়ির কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা:

শিক্ষক কোন অ্যাসাইনমেন্ট কিংবা কোন বাড়ীর কাজ প্রদান করলে তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্তব্য। এতে করে তার বিয়ষভিত্তিক দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উচিৎবাড়ির কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা।

১৯.ইন্টারনেটের অপব্যবহার হতে নিজেকে মুক্ত রাখা:

ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহার যেমন বহুবিধ উপকারীতা রয়েছে, তেমনি তার নীতিবাচক ব্যবহাররে নানাবিধ অপকারীতা রয়েছে। ইহার ণীতিবাচক ব্যবহারে তেমনি নৈতিক অধপতন ঘটতে পারে, তেমনি লেখাপড়ায়ও মারাত্মক বিঘ্নতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই ইন্টারনেটের নীতিতবাচক ব্যবহার হতে শিক্ষার্থী নিজেদেরকে দূরে রাখা একান্ত জরুরি।

২০. ফেইসবুকের ব্যবহার হতে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত রাখা:

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অন্যতম আবিস্কার হলো ফেইসবুক তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। বর্তমান সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি বিস্ময়করও বটে। ইহার বহুবিধ উপকারীতার বিষয়টি অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। পাশাপাশি ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে এর বেশকিছু নীতিবাচক দিকও রয়েছে। অনেকে এটিকে বর্তমান সময়ের এক নেশাকর বস্তু হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন। কেননা ইহার মাধ্যমে মানুষের যেমনি অফুরন্ত সময় নষ্ট হয়, তেমনি নৈতিক অধ:পতনের আশংকা থাকে। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের ইহার অপব্যবহার হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা জরুরী বলে আমি মনে করি।

২১. শিক্ষকের পাঠদানকৃত বিষয়মনোযোগের সাথে শোনা/লেখা:

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো যথারীতি ক্লাসে উপস্থিত থাকা এবং শিক্ষকের পাঠদান সর্বোচ্চ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা। প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নোট করে রাখা। যাতে করে পরবর্তীতে ভুলে গেলে উক্ত নোট থেকে সহায়তা গ্রহণ করা যায় । আর এ জাতীয় বুঝনির্ভর পাঠগ্রহণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর হতে পারে। তাই পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতার লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের পাঠদানকৃত বিষয়মনোযোগের সাথে শোনা এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নোট করে রাখা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

২২. শিক্ষকগণকে যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও মান্য করা:

শিক্ষকগণ হলেন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও মান্য করা। শিক্ষকগণের ন্যায়সঙ্গত আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ও তাঁদের দু'আ নেয়ার মাধ্যমে নিজের জীবন সফল করার চেষ্টা করা।

২৩. খারাপ সঙ্গ হতে নিজেদেরকে দূরে রাখা:

মানুষের জীবনে সঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। ভালো সঙ্গের যেমনি সুফল রয়েছে তেমনি খারাপ সঙ্গের কুফল অবধারিত। এ জন্যই বলা হয় 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। চির শান্তির ধর্ম ইসলামেও এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং অসৎ সঙ্গের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সঙ্গের প্রভাব আরো বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর করণীয় হলো খারাপ সঙ্গ হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা।

২৪. সর্বদা পিতামাতার অনুগত থাকা:

পিতামাতা হলেন সন্তানের জন্য মহান রবের পক্ষ হতে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। যাঁদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং যাঁদের অসন্তুষ্টিতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। যেমন- রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط " عبدالله بن عمرو عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم : الوالد"

আবদুল্লাহ আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করে বলেন 'পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট, আর পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে তিনি অসন্তুষ্ট'।[২৮৯] তাই তাঁদের আনুগত্যকে এবং তাঁদের সাথে সদাচরন করাকে আল্লাহ তা'আল ফরজ করেছেন। যেমন- তিনি বলেন: **وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا**[২৯০].

'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও 'ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে'।[২৯১] তাই সর্বাবস্থায় তাঁদের সাথে সর্বোত্তম সদাচরন করতে হবে, তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে।

---

২৮৯ ইবনে হিব্বান

২৯০ *আল-কুরআনুল কারিম*, সূরা বনী ইসরাঈলা: ২৩

২৯১ সূরা সূরা বনী ইসরাঈলা: ২৩,অনু:*কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন*,৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪৪০

,

অষ্টম অধ্যায়

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যা সমাধানে কতিপয় সুপারিশ ও পরামর্শ ঃ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধ। কেননা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়, মানুষের মনুষত্ব জাগ্রত হয়, যোগ্য, দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন জাতি তৈরী হয়। আর এ শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো শিক্ষার্থী মূল্যায়ন। আর পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়ন কার্যক্রম যতবেশী নিখুঁত ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবে, ততবেশী যোগ্য, দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন জাতি উপহার তৈরি হবে। আর এটির সঠিক ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে আমার কিছু প্রস্তাবনা বা সুপারিশ নিম্নরূপ।

৮.১ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগতসমস্যা সমাধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট সুপারিশঃ

ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় যে কটি বিভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। কেননা এ মূল্যায়ন কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকরের নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট বোর্ড বা কর্তৃপক্ষই প্রয়োজনীয় ও নীতিনির্ধারনী সিদ্ধান গ্রহণ করে থাকে। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কার্যক্রমকে যথাযথপ্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমার কতিপয়সুপারিশ নিম্নরূপ:

১. প্রচলিত বাংলা নোট,গাইড ও সাজেশনের অবাধ ব্যবহারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা:

ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো বাজারে প্রচলিত সাজেশন হতে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয় এবং শিক্ষার্থীরাও সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। আর এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী তাফসির বুঝার ক্ষেত্রে শুধু নির্ধারিত অংশকেই গুরুত্ব দেয়। বই বা সিলেবাস অনুযায়ী সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে না । যার ফলে শিক্ষার্থীর মাঝে তাফসির কিষয়ক কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হয় না।

আবার এ সকল সাজেশনের আড়ালে কখনো কখনো প্রশ্ন ফাঁসের আশংকাও থেকে যায়। তাছাড়া বাংলা নোট, গাইড ও সাজেশনের লাগামহীন ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জিত হয়না। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমার সুপারিশ হলো- বাজারে প্রচলিত সকর প্রকার নোট, গাইড ও সাজেশনের মুদ্রণ, ব্যবহার ও সরবরাহের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা।

২.সনভিত্তিক আবর্তিত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা:

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে জোড়/ বিজোড় সনের প্রশ্ন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র তৈরী হয়ে থাকে। যেমন- জোড় সন ২০১২,২০১৪,২০১৬ ও ২০১৮ এবং বিজোড় সন ২০১১, ২০১৩, ২০১৫ ও ২০১৭ ইত্যাদি অনুযায়ীই বহুলাংশে প্রশ্নপত্র তৈরী হয় ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। আর এ পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত পড়াশোনার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি। কেননা মূল্যায়নের প্রচলিত এ প্রক্রিয়া কিছু সীমিত প্রশ্নের ওপরই আবর্তিত হচ্ছে। অথচ এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সিলেবাস বা বইকে শামিল করে না যেটি একজন শিক্ষার্থীর জীবনে নীতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। তাই আমার সুপারিশ হলো- উক্ত নিয়মে সীমিত পরিসরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন না করে সামগ্রিক সিলেবাস বা বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকর করা।প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পদ্ধতি থেকে বের হয়ে যেন সামগ্রিক সিলেবাস বা বইকে শামিল করে সে জাতিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শুধু গুটি কতক প্রশ্নের ওপরই যেন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আবর্তিত না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

৩. ফাযিল শ্রেণিতে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা কার্যকর করা:

ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌখিক মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অনার্স ও মাষ্টার্সে এবং মাদরাসা সমূহের কামিল শ্রেণিতে যেমনি মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে তেমনি ফাযিল শ্রেণিতে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাই আমার সুপারিশ হলো- মাদরাসা সমূহের ফাযিল শ্রেণির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা চালু করা এবং কামিল শ্রেণির মৌখিক পরীক্ষাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করা।

৪. প্রশ্নের অবশন বা নির্বাচনের সুযোগকমানো:

প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন নির্বাচনের সুযোগ অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী প্রায় ৫০% প্রশ্ন নির্বাচনের সুযোগ পেয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী যখন দেখতে পায় তার প্রশ্নে প্রায় অর্ধেক প্রশ্ন বেচে পড়ার সুযোগ থাকে, তখন বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী সে সুযোগটিই গ্রহণ করে থাকে। যার দরুন বইয়ের বিরাট অংশ সম্পর্কে তারা অন্ধকারেই থেকে যায়। তাই আমার সুপারিশ হলো- শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্ন নির্বাচনের সুযোগ বা অবশন যেন কমিয়ে যৌক্তিক পর্যায়েনির্ধরন করা হয়।

৫. পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বনশতভাগ বন্ধ করা :

জাতীয় পর্যয়ে প্রচেষ্টার পরও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো শতভাগ নকলমুক্ত হয়নি। শিক্ষার্থীদের একটি অংশ যদিও সংখ্যায় তারা বেশী নয় বিভিন্নভাবে পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বনের চেষ্টা করছে, যার ব্যতিক্রম ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও হয়নি। এতে করে কিছু অযোগ্য শিক্ষার্থীও ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে কর্মজীবনে ভালো চেয়ার দখল করছে। আবার কিছু যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষার্থী তাদের থেকে পিছিয়ে পড়ছে। যার নীতিবাচক প্রভাব ফাযিল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পড়ছে। তাই যে কোন উপায়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শতভাগ নকলমুক্ত করা অতি আবশ্যক বলে আমি মনে করি। মাননীয় সরকারের সমীপে আমার সুপারিশ হলো-আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হতে সকল পরীক্ষায় অসুদপায় যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করার যাবতীয় প্রক্রিয়া বন্ধ করে শতভাগ নকলমুক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকর করা:

বর্তমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ফাযিল ও কামিল স্তরে শুধু বোর্ড পরীক্ষার মাধ্যমেই মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। মাদরসার অভ্যন্তরীন ধারাবাহিক মূল্যায়নের তেমন কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অথচ শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য মাদরাসার অভ্যন্তরীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী। যার ফলে একজন শিক্ষার্থী যেমন নিয়মিত ক্লাসমুখী হবে, তেমনি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হবে। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংযোজনের মাধ্যমে তা যথাযথভাবে কার্যকর করার সুপারিশ করছি:

- শ্রেণি পরীক্ষা
- মাসিক পরীক্ষা
- ইনকোর্স/টিউটোরিয়াল পরীক্ষা
- বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট তৈরী করতে দেয়া
- নির্ধারিত সূরা মুখস্থ করতে দেয়া, নির্দিষ্ট আয়াত/আয়তসমূহের তাফসির করতে দেয়া,

ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাদরাসার অভ্যন্তরীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং এটি বোর্ড/ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায়আমলে নেয়ার মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

৭. যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষাকের মাধ্যমে পাঠদান এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা:

শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার কারীগর, তাই শিক্ষক জাতি যত বেশি যোগ্য, দক্ষ ও নৈতিকতা সম্পন্ন হবেন, তাঁদের তৈরীকৃত শিক্ষার্থী ততবেশীযোগ্য ও দক্ষ হবে। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে আমার সুপরিশ হলো- ফাযিল ও কামিল স্তরে যে সকল সম্মানিত শিক্ষক তাফরিুল কুরআনিল কারিমের মত মহৎ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তাঁরা যেন সর্বোচ্চ দক্ষ, যোগ্য ও নৈতিকতা সম্পন্ন হন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

৮.শিক্ষদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা:

আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে যেমনি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জিত হয়, তেমনি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পাঠদান ও মূল্যায়নেরসকল কলাকৌশল জানা যায়। তাই মাননীয় সরকার সমীপে আমার সুপারিশ হলো, শিক্ষকদের সফল পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাফসির পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানাতে পারেন। আর এটির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও যথায়থভাবে কার্যকর করা দরকার বলে আমি মনে করি।

৯.আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও সঠিক ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা:

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও সঠিক ব্যবহারে পারদর্শী করা দরকার। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় যেন এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সুফল লাভ করা যায়। কেননা আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞানাহরণ করা যেমনি পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ হয়েছে, তেমনি শিক্ষাদান সম্পকৃত কলাকৌশল বা প্রায়োগিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানাও অনেক সহজতর হয়েছে। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও সঠিক ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাএবং শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কাজে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার বলে আমি মনে করি।

১০.মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন নিশ্চিত করা:

সফল ও কার্যকর মূল্যায়নের জন্য মানসম্মত প্রশ্নপত্র তৈরী করা জরুরি। প্রশ্নের মান যত নিখুঁত ও উন্নত হবে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও ততবেশী সফল ও কার্যকর হবে।তাই মাননীয় সরকার সমীপে আমার সুপারিশ হলো- ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুলকুরআনিল কারিম শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে আধুনিক, যুগোপযোগী এবং মানম্মত প্রশ্নপত্র তৈরীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও নিশ্চিত করা। এ জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন।

১১. মূল্যায়নের সকল ক্ষেত্রে যথাযথ আমানতদারীতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা:

শিক্ষার্থী প্রত্যেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর যে সনদপত্র প্রদান করা হয় তাকে অরবীতেشهادةবলা হয়। আর شهادة অর্থ সাক্ষ্য। অতএব সনদপত্র প্রদানের অর্থ দাঁড়ায় পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে অমুক শিক্ষার্থী এ ফলাফলের যোগ্য। তাই প্রশ্নপত্র তৈরী, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল প্রস্তুত করণ ও প্রকাশসহ প্রত্যেক স্তরে যেন শতভাগ আমানতদারীতা রক্ষিত হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। আর এটির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সুপারিশ করছি।

১২. পরীক্ষা গ্রহণকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় আধুনিক উপকরণের ব্যবস্থা করা:

বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া। যেটি যোগ্য শিক্ষার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে বড় ধরণের অন্তরায়। কেননা এতে কখনো কখনো অযোগ্য শিক্ষার্থীও একজন ভালো শিক্ষার্থী হতে ভালো রেজাল্ট অর্জনে এগিয়ে যেতে পারে। আর এটি কোন অবস্থায়ই কাম্য হতে পারে না। তাই আমার প্রস্তাবনা হলো পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় ও আধুনিক উপকরণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এ জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি রোধ করা এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করা।

১৩. পর্যাপ্ত সময়, প্রয়োজনীয় উপকরন ও সুযোগ সুবিধা প্রদানপূর্বক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা:

আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদরাসাসমূহের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়াটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহলো, পরীক্ষা গ্রহণ শেষে খাতা মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকগণ যার যার জন্য নির্দিষ্ট পরিমান পরীক্ষার খাতা বোর্ড/নির্দিষ্ট স্থান হতে গ্রহণ করে নিজেদের বাসায় নিয়ে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করেন। ফাযিল ও কামিল শ্রেণির তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের বেলায়ও একই রীতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু আমার মতে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ঐ পরিমান খাতা একজন পরীক্ষকের জন্য সকল কাজ যেমন- কর্মস্থলের কাজ, পারিবারিক কাজ, সামাজিক কাজসহ অন্যান্য সকল কাজ সম্পন্ন করার পাশাপাশি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা খুবই কঠিন। এবং এ জাতীয় সমস্যার কারণে কখনো কখনো সঠিক মূল্যায়ন কাজ ব্যহত হয়ে থাকে। তাই এ জাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষে আমার কতিপয় প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:

- পরীক্ষার খাতা পরীক্ষকের বাসায় না নিয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা।
- মূল্যায়নকেন্দ্রিক নির্ভুলতা ও দ্রুততার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- মূল্যায়নের জন্য যৌক্তিক সময় প্রদান ও তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা
- মূল্যায়নকাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করারলক্ষে যথোপযুক্ত সম্মানি প্রদানের ব্যবস্থা করা
- তারপরও যাদের নিকট হতে মূল্যায়নকেন্দ্রিক অসঙ্গতি পাওয়া যাবে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।
- নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে উত্তরপত্র মূল্যায়নস্থলে মোবাইলের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য সকলের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা

  কোন শিক্ষার্থী বা অভিভাবক কর্তৃক পরীক্ষার খাতা পুর্ণমূল্যায়নের আবেদন আসলে যথাযথ গুরত্বের সাথে

  তা আমলে নেয়া এবং ইনসাফের সাথে তা কার্যকর করা,ইত্যাদি।

৮.২ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগতসমস্যা সমাধানেশিক্ষকগণের প্রতি সুপারিশ ঃ

ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীদের সঠিক ও কার্যকর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। যেমন- মানসম্মত প্রশ্নপত্র তৈরী করা, নকলমুক্তভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা, আমানতদারীতার সাথে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা ইত্যাদি। আর যোগ্য ও দক্ষ জাতি উপহার দেয়ার জন্য সঠিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যা সমাধানে সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি আমার কিছু সুপারিশ নিম্নে পেশ করছি:

১. বাজারে প্রচলিত বাংলানোট,গাইড ও সাজেশনেরঅবাধ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহীত করা:

ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন বাংলা নোট, গাইড ও সাজেশনের অবাধ ব্যবহার। আর এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী তাফসিরুল কুরআন বুঝার প্রতি গুরুত্বশীল না হয়ে পরীক্ষায় পাশের প্রতি অধিক মনোযোগী হচ্ছে । যার ফলে শিক্ষার্থীর মাঝে তাফসির কিষয়ক কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হয় না। তাইসম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি সুপারিশ হলো তাঁরা যেন শিক্ষার্থীদের বাজারে প্রচলিত বাংলা সাজেশন, নোট ও গাইডের ব্যবহারে নিরুৎসাহীত করেন। পাশাপাশি মূলবই ব্যবহারের প্রতি অধিক মনোযোগী করে গড়ে তোলেন।

২.সনভিত্তিক আবর্তিত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করা:

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে জোড়/ বিজোড় সনের প্রশ্নের আলোকে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়ে থাকে। আর এ পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত পড়াশোনার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি। কেননা মূল্যায়নের প্রচলিত এ প্রক্রিয়া কিছু সীমিত প্রশ্নের ওপরই আবর্তিত হচ্ছে। অথচ এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সিলেবাস বা বইকে শামিল করে না যেটি শিক্ষার্থীর জীবনে নীতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। তাই আমার সুপারিশ হলো- উক্ত নিয়মে সীমিত পরিসরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন না করে সামগ্রিক সিলেবাস বা বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকর করতে সম্মানিত শিক্ষকগণ যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন।

৩.ফাযিল শ্রেণিতে মৌখিক পরীক্ষা চালুকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া:

ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌখিক মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অনার্স ও মাষ্টার্সে এবং মাদরাসা সমূহের কামিল শ্রেণিতে যেমনি মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে তেমনি

ফাযিল শ্রেণিতে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাই আমার সুপারিশ হলো- মাদরাসা সমূহের ফাযিল শ্রেণির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা চালু করণে সম্মানিত শিক্ষকগণ যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

৪.পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্নের অবশন কমানো:

প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন নির্বাচনের সুযোগ অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে ৫০% সুযোগ পেয়ে থাকে। আর একজন শিক্ষার্থী যখন দেখতে পায় তার সম্ভাব্য পরীক্ষার জন্য প্রায় অর্ধেক প্রশ্ন বেচে পড়ার সুযোগ থাকে, তখন বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী সে সুযোগটিই কাজে লাগাতে চায়। যার কারণে তারা সীমিত আকারে প্রশ্ন বাছাই করে পড়ার ফলে বইয়ের বিরাট অংশ সম্পর্কে তারা অন্ধকারেই থেকে যায়। তাই আমার সুপারিশ হলো- শিক্ষার্থী মূল্যায়নের বেলায় প্রশ্ন নির্বাচনের সুযোগ বা অবশন আরো কমানো । এ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৫. মাদরাসার অভ্যন্তরীন ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা:

বর্তমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ফাযিল ও কামিল স্তরে শুধু বোর্ড পরীক্ষার মাধ্যমেই মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। মাদরসার অভ্যন্তরীন ধারাবাহিক মূল্যায়নের তেমন কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অথচ শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য মাদরাসার অভ্যন্তরীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী। যার ফলে একজন শিক্ষার্থী যেমন নিয়মিত ক্লাসমুখী হবে, তেমনি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হবে। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংযোজনের মাধ্যমে তা যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি সুপারিশ করছি:

- শ্রেণি পরীক্ষা
- মাসিক পরীক্ষা
- ইনকোর্স/টিউটোরিয়াল পরীক্ষা
- বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট তৈরী করতে দেয়া
- নির্ধারিত সূরা/আয়াত মুখস্থ করতে দেয়া
- নির্দিষ্ট আয়াত/আয়াতসমূহের তাফসির করতে দেয়া
- নির্ধারিত বিষয়ের ওপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে বক্তব্য/আলোচনা তৈরি করতে দেয়া
- Lesson plan বা পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে দেয়া,ইত্যাদির মাধ্যমে মাদরাসার অভ্যন্তরীনভাবে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এটি কেন্দ্রীয়/ বোর্ড পরীক্ষায় আমলে নেয়ার মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

৬. পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো :

গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরীক্ষা নিশ্চিত হওয়া জরুরি। শিক্ষার্থীদের একটি অংশ যদিও সংখ্যায় তারা বেশী নয় বিভিন্নভাবে পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বন করছে, যার ব্যতিক্রম ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও হয়নি। এতে করে কিছু অযোগ্য শিক্ষার্থীও ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে কর্মজীবনে ভালো চেয়ার দখল করছে। যার ফলে জাতির ওপর তার নীতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তাই যে কোন উপায়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে শতভাগ নকলমুক্ত করা অতি আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সম্মানিত শিক্ষকগণ সচেতনার সাথে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে আমাদের শিক্ষাব্যাবস্থা হতে এ ব্যধি দূর করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। তাই শিক্ষকদের নিকট আমার সুপারিশ হলো তাঁরা যেন এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও কার্য়কর ভূমিকা পালন করেন।

৭.তাফসির পাঠদানবিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা:

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত সহজ, সফল ও কার্যকরhপ লাভ করতে পারে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়নের আধুনিক এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। আর তাফসিরুল কুরআনিল কারিম মূল্যায়নকারী প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য যেটি অত্যাবশ্যক। তাই সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি আমার সুপারিশ হলো- তাঁরা যেন বিষয়ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করেন এবং শিক্ষার্থীদের সফল ও কার্যকর মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন।।

৮.পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা:

সফল ও কার্যকর পাঠদানের পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত তাঁর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। যাতে করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার পূর্বে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করতে পারে।কেননা অনেক সময় পরীক্ষাকেন্দ্রিক মৌলিক পূর্বধারনা ও সঠিক কৌশল অজানা থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই তাদের এজাতীয় প্রতিকুল অবস্থায় যেন পড়তে না হয় সে জন্য সম্মানিত শিক্ষকগণ হলে যাবার পূর্বে ক্লাস চলাকালীনই তাদের পরীক্ষাকেন্দ্রিক সম্যক ধারণা ও কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

৮.৩ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগতসমস্যা সমাধানেঅভিভাকদের প্রতিপরামর্শ ঃ

ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত সফলতার ক্ষেত্রে যেমনি অভিভাবকদের ভুমিকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি সফল ও কার্যকর মূল্যায়নের জন্যও তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সচেতনতার আবশ্যকতা রয়েছে। অভিভাবকগণ নিজ সন্তানের বিষয়ে যতবেশী সজাগ ও সচেতনতার সাথে ভূমিকা পালন করবেন শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ততবেশী সহযোগিতা এবং সফলতা লাভ করবে। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যা সমাধানে সম্মানিত অভিভাকদের প্রতি কতিপয় পরামর্শ নিম্নরুপ।

১.বাজারে প্রচলিত বাংলা নোট,গাইড ও সাজেশন ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহীত করা:

ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন বাংলা নোট, গাইড ও সাজেশনের লাগামহীন ব্যবহার । আর এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী তাফসিরুল কুরআন বুঝার প্রতি গুরুত্বশীল না হয়ে পরীক্ষায় পাশের প্রতি অধিক মনোযোগী হচ্ছে । এ ক্ষেত্রে অনেক অভিভাবকও সহজে তার সন্তানের ভালো ফলাফলের আশায় এজাতীয় নোট,গাইড ও সাজেশন ব্যবহারে সহযোগিতা করেন। যেটি শিক্ষার্থীর মাঝে তাফসির কিষয়ক কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে নীতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।। তাই সম্মানিত অভিভাকদের প্রতি পরামর্শ হলো তাঁরা যেন শিক্ষার্থীদের বাজারে প্রচলিত বাংলা সাজেশন, নোট ও গাইডের ব্যবহারে নিরুৎসাহীত করে মূল বই বা সহায়ক অন্যান্য মৌলিক কিতাব হতে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করেন।

২.শিক্ষার্থী যেন নিয়মিত লেখাপড়ার মাধ্যমে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে সে বিষয়ে সজাগ থাকা:

পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভের জন্য নিয়মমাফিক পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। মহানবী (সা:) এর ভাষায়,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل.

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই ঐ আমলই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যা নিয়মিত করা হয় যদিও তা পরিমানে কম হয়"।[২৯২]তাই নিজ সন্তানের পরীক্ষায় সফলতা লাভের জন্য এবং ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার লক্ষে সকল অভিভাবকের করণীয় হলো তাদের সন্তান যেন নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং কোন ভাবে সময় নষ্ট না করে সে বিষয়ে যথাযথ খেয়াল রাখা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৯২ সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম

৩.পরীক্ষাভীতি দূরিকরণে প্রয়োজনীয় সাহস ও সহযোগিতা প্রদান করা:

অনেক শিক্ষার্থী আছে যাদের মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রিক ব্যাপক ভীতি কাজ করে। যার ফলে অনেক সময় সঠিক উত্তর জানা থাকার পরও তারা পরীক্ষার হলে গিয়ে ভুল করে এলোমেলো করে ফেলে। তাই অভিভাবকগণ তাদের এ বিষয়ে যথাযথ সাহস, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করে তাদের মন থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক ভীতি দূরিকরণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারেন। আর এটি তাদের পরীক্ষাকেন্দ্রিক সফলতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৫.পরীক্ষায় অসদুপায়রোধে ইতিবাচকভূমিকা পালন করা:

পরীক্ষায় কোন কোন শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে নানা ধরনের অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করে। আর এ ক্ষেত্রে কখনো কখনো কোন কোন অভিভাবকও এ জাতীয় গর্হিতকাজে জড়িয়ে পড়েন যেটি কোনভাবেই কাম্য হতে পারেনা। বরং যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন যে চরম অন্যায় ও অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ সেটি নিজ সন্তননদের গুরুত্বের সাথে বুঝানোঅত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। আর যদি এ কাজটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করা হয়, তাহলে তারা যেমনি কাঙ্ক্ষিত নৈতিকশিক্ষা লাভ করবে তেমনি বিষয়ভিত্তিক যোগত্য ও দক্ষতা অর্জনে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হবে।যেটি দেশ ও জাতির কল্যাণের সার্থে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে স্বতস্ফূর্তভাবে বাস্তবায়িত হওয়া সময়ের দাবী। তাই সম্মানিত অভিভাকদের প্রতি পরামর্শ হলো- তাঁরা যেন নিজ নিজ সন্তানদের এ জাতীয় অনৈতিক কাজে জড়ানো থেকে দুরে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

৬.শিক্ষার্থীর নৈতিক ও চারিত্রিক বিষয়ের প্রতি সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা:

প্রত্যেক সুসন্তান বাবা,মা ও জাতির জন্য যেমনি এক মহা নেয়ামত, তেমনি প্রত্যেক চরিত্রহীন ও অনৈতিকতা সম্পন্ন সন্তান বাবা,মা ও জাতির জন্য এক মহা বোঝা বা অভিশাপ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। প্রবাদ আছে"Money is lost nothing is lost, Health is lost something is lost but Character is lost everything is lost ".তাই প্রত্যেক অভিভাবকের করণীয় হলো নিজ সন্তানের নৈতিক বিষয়য়ে সর্বোচ্চ সর্তক ও সজাগ থাকা এবং সৎ চরিত্রের গুণাবলী অর্জিত হতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল মাজীদে ইরশাদ করেন:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا .[২৯৩]

"তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য তো রাসূলুল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ"।[২৯৪]

---

২৯৩ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল আহযাব: ২১

২৯৪ সূরা আল আহযাব : ২১, *কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,*৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৬৭৯

৭.ইন্টারনেট ও মোবাইলের অপব্যবহার হতে তাদেরকে মুক্ত রাখা:

ইন্টারনেট ও মোবাইল আধুনিককালের বিস্ময়কর এক মহা আবিষ্কার, যার বহুবিধ উপকারীতার বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত।কিন্তু ইহার নীতিবাচক ব্যবহারে নানাবিধ অপকারীতা রয়েছে। বিশেষকরে কিশোর ও তরুণদের জন্য ইহার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী। কেননা তারা তখন ইমোশনাল পিরিয়ড অতিক্রম করে। আর এ অবস্থায় ইন্টরনেটের নীতিবাচক দিকগুলো হতে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রন করে চলা অনেকাংশে তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তারা নানাহ অনৈতিক বিষয়ে জড়িয়ে বিপদগামী হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ডাক্তারদের মতানুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সীদেরজন্য বর্তমানে প্রচলিত স্মার্টফোন ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তাই সকল অভিভাবকের উচিৎ স্বীয় সন্তানদের অনাগত ভবিষ্যতের বিষয়টি মাথায় রেখে তাদেরকে ইন্টারনেট ও মোবাইলের অপব্যবহার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা। বিশেষ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজন হলে অভিভাবকগণ তাদের সঠিক ব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

৮.খারাপসঙ্গ হতে নিজ সন্তানদের দূরে রাখা:

প্রবাদ আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। বিভিন্ন অপসংস্কৃতির ছয়লাবে বর্তমান সমাজের কিশোর ও তরুণদের অনেকে সমাজের নানা অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলছে। অনেকে অভিভাবকদের চোখের আড়ালে বিভিন্ন নেশাজাতীয় জিনিস গ্রহণসহ বিভিন্নভাবে বিপদগামী হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন কিশোর গ্যাং এর উদ্ভব হচ্ছে। যার ফলে বহুলাংশে তারা বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজে নিপতিত হচ্ছে, যেটি শিক্ষার্থী ও অভিভাবক কারো জন্যই কাম্য হতে পারে না। তাই প্রত্যেক ভাভিভাবকের উচিত তার সন্তান যেন সমাজের খারাপ সঙ্গের সাথে মিশে তাদের সোনালী জীবন ধ্বংস না করে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সজাগ ও সতর্ক থাকা।

৯.তাদের আচার আচরণও গতিবিধিরপ্রতি বিশেষ নজর রাখা:

সন্তান বাবা মায়ের জন্য দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ট ও অতি প্রিয় সম্পদ। আল্লাহ তায়ালার ভাষায়,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. [২৯৫]

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হইয়াছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁহার নিকটই রহিয়াছে উত্তম আশ্রয়স্থল"। [২৯৬]তাই এ মূল্যবান সম্পদ যেন নিজেদের অসতর্কতার কারণে বিনষ্ট না হয়, সে জন্য প্রত্যেক অভিভবকের উচিত নিজ নিজ সন্তানের চলাফেরা ও গতিবিধির ওপর বিশেষ সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখা। তারা যেন কোভাবেই তাদের সময় নষ্ট না করে, খারাপ সঙ্গের সাথে না মিশে, কোন রকম মানসিক সমস্যা বা বিষন্নতায় নিপতিত হলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা। আর তারা যেন কোভাবেই বিপদগামী না হয়, সে বিষয়েও যথাযথ সতর্ক থাকা।

---

২৯৫ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল ইমরান : ১৪

২৯৬ সূরা আল ইমরান : ১৪, ***কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,***৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৭

১০.তাদেরকে পরীক্ষানির্ভর লেখাপড়ার পরিবর্তে জ্ঞাননির্ভর লেখাপড়ায় অভ্যস্থ করা:

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করা যেমনি সকল শিক্ষার্থীর ঐকান্তিক বাসনা তেমনি অভিভাবকদেরও লালিত স্বপ্ন। তাই সকল শিক্ষার্থী যেমনি যে কোন উপায়ে ভালো ফলাফল অর্জনে মরিয়া হয়ে ওঠে, তেমনি অভিভাবকদেরও দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। আর এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য শুরু থেকেই জ্ঞাননির্ভর লেখাপড়ার পরিবর্তে পরীক্ষানির্ভর পড়াশোনায় অধিক মনোযোগী হয়ে পড়ে। আর প্রচলিত এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট লাভ করলেও বিষয়ভিত্তিক কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জিত হয়না। তাই সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ হলো- তাঁরা যেন স্বীয় সন্তানদের জ্ঞাননির্ভর পড়াশোনায় অভ্যস্থ হতে উৎসাহিত করেন।

১১.শিক্ষকদের নির্দেশনা যাতে সঠিকভাবে অনুসরণ করে সে বিষয়ে খেয়াল রাখা:

লেখাপড়া ও নৈতিকতাবিষয়ক শিক্ষকের নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা এটি তাদের জীবনে সফলতা আনয়নের অন্যতম চাবিকাঠি। কিন্তু এক শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে যারা শিক্ষকের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে না, যার নীতিবাচক প্রভাব তাদের জীবনে পড়ছে। তাই সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ হলো- তাঁরা যেনো নিজ সন্তানদের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সঠিক প্রতিপালনে যথাযথ ভুমিকা পালন করেন।

১২.শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ক্ষেত্রে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের সহযোগিতা গ্রহণ করা:

শিক্ষার্থীর জীবনে যোগ্য, দক্ষ ও ভালো শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ও সুদুর প্রসারী। তাই প্রত্যেক অভিভাবক তার সন্তানের জন্য শিক্ষক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আগে চিন্তা করবেন, প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর নিয়ে সন্তানকে তার নিকট দিবেন এবং তার পরও সন্তান কি শিখছে, তার অগ্রগতি কেমন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর রাখবেন। অভিভাবকগণ যদি সচেতনতার সাথে এ কাজটি করেন তাহলে তাদের সন্তানদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক সফলতা লাভ অনেকাংশে সহজতর হবে বলে আমি মনে করি।

১৩.কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত না হলে বকাঝকা না করে তাদের প্রয়োজনীয়সাহস ও উৎসাহ যোগানো:

কখনো কখনো দেখা যায় যে, কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল অর্জন করলে সে ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ তাদেরকে অতিমাত্রায় বকাঝকা করেন, ভৎসনা করেন এমনকি বিভিন্ন ধরনের শাস্তি তাদেরকে প্রদান করেন। অথচ এমতাবস্থায় অভিভাবকের করণীয় হবে বকাঝকা না কওে বরং তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহস, উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা। কেননা ঐসময়টাতে সে এমনিতেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। অতি বকাবকি করলে হীতে বিপরীত হতে পারে। তাই অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ হলো- তারা যেন এ কঠিন সময়ে শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সাহস ও সহযোগীতার জোগান দিয়ে তাদেরকে পরবর্তী পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেন।

৮.৪ ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ ঃ

যাদেরকে কেন্দ্র করে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয় তারা হলো শিক্ষার্থী। ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের ক্ষেত্রেও একই রীতি প্রযোজ্য। আর এ জন্য শিক্ষার্থী যতবেশী আন্তরিক ও সচেষ্ট হবে এবং নৈতিকতাবোধে সমৃদ্ধ হবে মূল্যায়ন কার্যক্রম ততবেশী উন্নত ও শক্তিশালী হবে। মহান রবের ভাষায়,[২৯৭] وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. "আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে"।[২৯৮] তাই ফাযিল ও কামিলও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের প্রতি কতিপয় পরামর্শ নিম্নে পেশ করা হলো।

১.প্রচলিত বাংলা নোট, গাইড ও সাজেশনের ব্যবহার হতে নিজেদেরকে মুক্ত রাখা:

ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো বাজারে প্রচলিত বাংলা নোট, গাইড ও সাজেশনের লাগামহীন ব্যবহার । কেননা এতে করে বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থীমূল কিতাব বুঝার প্রচেষ্টা হতে নিজেদেরকে দূরে রাখে বলে তাদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জিত হয় না। বরং তারা ঐসব নোট, গাইড হতে মুখস্থনির্ভর জ্ঞানের মাধ্যমে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। ফলে তাফসির বিষয়ক সঠিক ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান হতে তারা বঞ্চিত থাকে। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়নগত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের বাজারে প্রচলিত বাংলা নোট, গাইড ও সাজেশনের ব্যবহার হতে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে মূল কিতাবের মাধ্যমে জ্ঞানাহরণে অভ্যস্থ হওয়া আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

২. পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বন হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা:

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন একটি মারাত্মক অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ এবং চরম নৈতিকতা পরিপন্থী। সকল শিক্ষার্থীকে এ জাতীয় গর্হিত কাজ হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা অপরিহার্য। বিশেষ করে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের শিক্ষার্থীদের এ ধরণের নৈতিকতা পরিপন্থী কাজ হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা জরুরি। আর এ জাতীয় অনৈতিক কাজ দূরিকরণে শিক্ষার্থীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩. শিক্ষকের পাঠদান মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা:

ক্লাসে শিক্ষক যখন পাঠদান কাজ পরিচালনা করেন, তখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কর্তব্য হলো মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করা। অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নোট করে রাখা। আর উক্তপাঠে কোন বিষয় বুঝতে

---

২৯৭ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আন নাজম: ৩৯

২৯৮ সূরা আন নাজম : ৩৯, *কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইফাবা,*৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃ.-৮৮৩

অসুবিধা হলে শিক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে তা বুঝে নেয়া। আর শিক্ষার্থী যখন নির্ধারিত বিষয় ভালোভাবে বুঝবে, হৃদয়ঙ্গম করবে তখন পরীক্ষাকেন্দ্রিক কোন ভয়-ভীতি তার মাঝে কাজ করবেনা এবং পরীক্ষায় পাশের জন্য সে কোন অনৈতিক চিন্তা-ভাবনা করবে না। ফলে এটি মূল্যায়নকেন্দ্রিক ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।

৪. শিক্ষকগণের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াসহ নৈতিক বিষয়ে যে সব নির্দেশনা প্রদান করেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর করণীয় হলো সে নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা। কেননা শিক্ষক এমন জাতি যাঁরা সর্বদা নি:স্বার্থভাবে শিক্ষার্থীদের কল্যাণ কামনা করে থাকেন। আর দুনিয়াতে একমাত্র পিতা-মাতা এবং শিক্ষক এ দুই শ্রেণির মানুষ যাঁরা সব সময় ঈর্ষাহীনভাবে প্রত্যাশা করেন তাঁদের অনুজ তথা সন্তান ও শিক্ষার্থীরা যেন তাঁদের চেয়ে অনেক বড় হয়। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকগণের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে তাহলে মূল্যায়নকেন্দ্রিক অনেক সমস্যার সমাধান হবে এবং ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে বলে আমি মনে করি।

৫. মাতাপিতার যথাযথ আনুগত্য করা:

পিতামাতা হলেন সন্তানের জন্য দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত এবং সবচেয়ে আপনজন ও হিতাকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ইবাদতের পরই সন্তানের জন্য মাতাপিতার আনুগত্যকে ফরয করেছেন। তিনি বলেন: **وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.**[২৯৯] 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন যে তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও 'ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে'।[৩০০] তাই সর্বাবস্থায় তাঁদের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে এবং আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই তাঁদের অবাধ্যাচারণ করা যাবে না, তবে তা যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূলের (সা.) আদেশের পরিপন্থী হয় সেটি ব্যতীত। কেননা রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন'আল্লাহর অবাধ্যাচারণ হয় এমন কোন বিষয়ে সৃষ্টির কারো আনুগত্য করা যাবে না'।

৬.নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা:

নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হওয়া শিক্ষার্থীর অন্যতম কর্তব্য। এতে করে শিক্ষার্থী সরাসরি শিক্ষক কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক ও নৈতিক বিষয়ে জ্ঞানাহরন করতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা নিজেরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেও অনেক বিষয়ে জানার সুযোগ থাকে। আর এটি তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে অতি সহায়কহবে এবং পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে।

---

২৯৯ আল কুরআনুল কারিম, সূরা বনী ইসরাইল: ২৩

৩০০ সূরা বনী ইসরাঈল :২৩, অনু: ***কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইফাবা,***৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃ.-৪৪০

৬. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও তার সঠিক ব্যবহারে নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলা:

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আবিস্কার পরম করুণাময়ের পক্ষ হতে মানবজাতীর জন্য এক মহা নেয়ামত। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের আধুনিক এসব তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও ব্যবহারে নিজেদেরকে যোগ্য করে তোলা আবশ্যক। আর এর ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদেরকে তাফসিরুল কুরআন বিষয়ক মৌলিক ও আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা সময়ের দাবী। যাতে করে ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়ন কেন্দ্রিক সমস্যাবলী সহজে সমাধান করা যায়।

৭. নিয়মিত লেখাপড়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে পরীক্ষার জন্যে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে গড়ে তোলা:

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্যতম কর্তব্য হলো, নিয়মিত লেখাপড়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে পরীক্ষার জন্যে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে গড়ে তোলা। যদি একজন শিক্ষার্থী একাজটি সঠিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে তাহলে পরীক্ষা কেন্দ্রিক তার কোন সমস্যা হবার আশংকা নেই। তাই ইসলাম নিয়মানুবর্তীতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। যেমন মহানবী (সা:) নিয়মানুবর্তীতার গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل.

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই ঐ আমলই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যা নিয়মিত করা হয় যদিও তা পরিমানে কম হয়"।[৩০১]তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য যে বিষয়টির প্রতিপালন অত্যন্ত জরুরি তাহলো নিয়মিত লেখাপড়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে পরীক্ষার জন্যে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে গড়ে তোলা। আর এটি তাদের পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা অতি সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

৮. সময়ের অপচয় না করে তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা:

প্রবাদ আছে- 'Time and Tide waits for none' অর্থাৎ সময় ও নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করেনা।সময় মানব জীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মহান রবের পক্ষ হতে এক মহা নেয়ামত। যেটির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা সময়ের কসম করেছেন। অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা বেহুদা অনেক সময় নষ্ট করে নিজেদের জীবনমারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে যার ব্যতিক্রম নেই ফাযিল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। আর এটির ক্রমাগত নীতিবাচক প্রভাব পড়ছে তাদের সফলতায়। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো এ মহামুল্যবান সময় নষ্ট না করে তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য সচেষ্ট হওয়া। সময় নষ্ট করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়:

৩০১ সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম

إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. "সময় নষ্ট করা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক; কেননা মৃত্যু মানুষকে দুনিয়া ও তার অধিবাসী হতে বিচ্ছিন্ন করে। আর সময় নষ্ট করা মানুষকে আল্লাহ এবং পরকাল হতে বিচ্ছিন্ন করে"। [৩০২] তাই রাসূল (সা.) বলেন: **عن بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه : " اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ".** 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে নসীহত করে বলেন: ' তোমরা পাঁচটি জিনিস হারানোর পূর্বে তার মূল্যায়ন কর, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে,অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে,দরিদ্রতার পূর্বে স্বচ্ছলাকে, ব্যস্ততারপূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে'।[৩০৩]

৯. বাড়ির কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা:

শিক্ষক কোন সূরা/আয়াত মুখস্থ করতে দিলে, অ্যাসাইনমেন্ট বা যে কোন ধরনের বাড়ীর কাজ প্রদান করলে তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অতি আবশ্যক কাজ। কেননা এতে তার বিয়ষভিত্তিক দক্ষতা যেমনি বৃদ্ধি পাবে তেমনি পরীক্ষায় সফলতা লাভ তার জন্য অধিকতর সহজ হবে। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য এটির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা অতীব আবশ্যক।

১০. ইন্টারনেটের নীতিবাচক ব্যবহার হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা:

ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহার যেমনি বহুবিধ উপকারীতা রয়েছে, তেমনি তার নীতিবাচক ব্যবহাররে নানাবিধ অপকারীতা রয়েছে। কেননা সেগুলোর নীতিবাচক ব্যবহারে যেমনি নৈতিক অধ:পতন ডেকে পারে তেমনি তার জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হতে পারে। তাই ইন্টারনেটের নীতিতবাচক ব্যবহার হতে নিজেদেরকে দূরে রাখা অতি জরুরী।

১১. Facebook তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি অতিআসক্তি হতে নিজেদেরকে মুক্ত রাখা:

Facebookতথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যেমনি বহুবিধ উপকারীতা রয়েছে,ইহা বর্তমান সমাজের এক মারাত্মক ব্যধির নামও যার মাধ্যমে মানুষের অফুরন্ত সময় নষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে নৈতিক অধ:পতনের আশংকাও থেকে যায়। তাই ফাযিল ও কামিল স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য Facebookএর অপব্যবহার হতে নিজেদেরকে মুক্ত রাখা অতীব জরুরি।

১২. খারাপ সঙ্গ হতে নিজেদেরকে দূরে রাখা:

সঙ্গের প্রভাব মানুষের জীবনে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ভালো সঙ্গের কারণে যেমনি ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে তেমনি খারাপ সঙ্গের কারণে নীতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।রাসূল (সা.) এর ভাষায়:

---

৩০২ ইবনুল কাইয়ূম আল জাওযী (রহ.), মাজমাউল হুদা ওয়াল ফুরকান

৩০৩ আবু আবদুল্লাহ হাকেম নিসাপুরি, আল মুসতাদরাক: ৪/৩৪১, হাদীস নং- ৭৮৪৬

وعن أَبي موسى الأَشعَرِيِّ : أَن النَّبِيَّ قَالَ :إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طيِّبَةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً.[৩০৪]

আবু মুসা আল আশ'য়ারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহারণ মিসক বা সুগন্ধি বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের মত। আতর বিক্রতাদের থেকে তুমি রেহায় পাবে না, হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রান পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে, না হয় তুমি তার দূর্গন্ধ পাবে।[৩০৫] তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর করণীয় হলো খারাপ সঙ্গ হতে নিজেদেরকে দূরে রাখা।

১৩. পরীক্ষানির্ভর লেখাপড়ার পরিবর্তে জ্ঞাননির্ভর লেখাপড়ায় অভ্যস্থ হওয়া:

জ্ঞানার্জন হলো মানবজীবনের জন্য মুখ্য বিষয়। এর মাধ্যমেই মানুষের মনুষত্ব জাগ্রত হয়, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য শিখতে পারে, মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানতে পারে এবং নিজের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলোবুঝতে পারে, আল্লাহকে ভয় করে নিজের জীবন পরিচালনা করে। তাই তাদের প্রশংসায় আল্লহা তা'আলা বলেন:

"قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ"[৩০৬] ' বল, যাহারা জানে আর যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান?'[৩০৭]আর এ জ্ঞানার্জন যাচাই পদ্ধতির নাম হলো পরীক্ষা বা মুল্যায়ন যেটি শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ের মাধ্যম। এ পরীক্ষা বা মুল্যায়নের বিষয়টি শিক্ষার্থীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জ্ঞানার্জনের বিষয়টি তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হবার পাশাপাশি জ্ঞাননির্ভর লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী ও সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক বলে আমি মনে করি। যার মাধ্যম একজন শিক্ষার্থীর মাঝে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জিত হবার পাশাপাশি পরীক্ষায়ও ভালো ফলাফর অর্জিত হবে। আর এ জাতীয় জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূল (সা.) বলেন:

مَن يُرِدِ الله به خيرًا يُفقِّهْه في الدين 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বুৎপত্তি দান করেন'।[৩০৮]

---

৩০৪ সহীহুল বুখারী, খ.৪,হা.নং ৩৬৩

৩০৫ সহীহুল বুখারী,বাবু ফিল আতার ওয়া বায়ীল মিসক, কিতাবুল বুয়ূ,খ.৪, হাদীস নং- ৩৬৩, ইফা বাংলাদেশ, প্র-২০০৩

৩০৬ কুরআনুল কারীম, সূরা যুমার: ০৯

৩০৭ সূরা যুমার: ৯, ***কুরআনুল কারীম মাঝারি সাইজ, ইফাবা,***৫২তম সংস্করণ, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৭৫২

৩০৮ সহীহুল বুখারী

উপসংহার

দুনিয়ার একমাত্র বিশুদ্ধ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিম যা পরম করুণাময়, মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মহানবী (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হয়। ইহার বিশুদ্ধতার ঘোষণায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, : الم . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.[৩০৯] 'আলিফ্-লাম মীম, ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ'।[৩১০] আর এটি এমন গ্রন্থ যাতে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশনা রয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার ভাষায়, 'এতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে'।[৩১১] এ মহাগ্রন্থ নাযিলের অন্যতম উদ্দেশ্য মানুষের ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন শান্তি ও মুক্তি সাধনা। কেননা মহান স্রষ্টা মানবজাতিসহ সকল সৃষ্টিকে শুধু শুধু সৃষ্টি করেননি; বরং তার পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন- তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি জ্বিন ও ইনসানকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি'।[৩১২] আর ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিধি-বিধান সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তা'আল বলেন: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.[৩১৩] 'রাসূল তোমাদেরকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক'।[৩১৪] তাই আল-কুরআনুল কারিম পড়া, তার মর্মার্থ বুঝা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সকলের জন্য আবশ্যক।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন একমাত্র গ্রন্থ যে গ্রন্থ তিলাওয়াতের মাধ্যমেও সাওয়াব অর্জিত হয়। মহানবী (সা.) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ".[৩১৫]

"এ কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ"। ''যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ তিলাওয়াত করবে তার জন্য ১০টি সাওয়াব, আমি একথা বলিনা যে, 'আলিফ্-লাম মীম' একটি হরফ, বরং আলিফ্ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ"। তবে পরম করুণাময়ের পক্ষ হতে অবতীর্ণ বিস্ময়কর এ গ্রন্থ শুধু তিলাওয়াতের জন্যই নাযিল হয়নি; তার মর্মার্থ অনুধাবন ও যথাযথ

---

৩০৯ আল কুরআনুল কারীম, সূরা বাকারা:১-২

৩১০ সূরা বাকারা:১-২, অনুবাদক: ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ),ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৪২৮

৩১১ আল কুরআনুল কারীম, সূরা নাহল: ৮৯

৩১২ আল কুরআনুল কারীম, সূরা জারিয়াত: ৫৬

৩১৩ আল কুরআনুল কারীম, সূরা হাশর: ০৭

৩১৪ সূরা হাশর: ০৭, অনুবাদক: ***কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ),ইসলামিক ফাউন্ডেশন***,৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা, বাংলাদেশ,পৃষ্টা-৯১০

৩১৫ ইমাম বুখারী, ফী তারিখিল কাবীর, খ.১, পৃ.২১৬, তিরমিযি (৫/১৭৫, নং-২৯১০), বায়হাকী (২/৩৪২, নং-১৯৩৮). মিশকাত-২১৩৭

অনুসরণকে আবশ্যক করা হয়েছে। ইমাম শাওকানী (রহ.) বলেন, এ কুরআন বুঝা ব্যতীত শুধু তিলাওয়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়নি; বরং তার অর্থ ও তাফসির বা ব্যখ্যা বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য নাযিল হয়েছে।[৩১৬] যেমন আল্লাহ তা'আলার ভাষায়: [৩১৭] كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ আর এ কুরআন সঠিকভাবে বুঝার জন্য তার তাফসির বুঝা অত্যাবশ্যক। তাফসির হলো কুরআনুল কারিমের ব্যখ্যা যা ধারণা প্রসূত জ্ঞান দ্বারা করা যায় না বরং তার জন্য নিশ্চিত এবং সঠিক জ্ঞান ও ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা বলেন: [৩১৮] وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. "যে বিষয়ে তোমার সঠিক জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি কিছু বলবে না"। তাই এ তাফসির কখনো কুরআন দ্বারা, কখনো হাদিস দ্বারা এবং কখনো সাহাবা (রা.) গণের উক্তি বা ব্যাখ্যার দ্বারা হতে পারে। মহানবী (সা:) এর সময় তিনি স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দের তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদান করতেন। সাহাবাগণ কোন আয়াতের মর্মার্থ বা ব্যাখ্যা বুঝতে অসমর্থ হলে সরাসরি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করে তা জেনে নিতেন। তাঁর পাঠশালা হতে শিক্ষা নিয়ে তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সে শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাবে'য়ীগণ এবং তাবে-তাবে'য়ীগণ (রহ.) তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদান কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাই তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদান মহানবী (সা:) এর আমল থেকে শুরু হয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.), তাবে'য়ীন ও তাবে তাবে'য়ীন (র.) পর্যন্ত এ ধারা চলমান ছিল । তারপর পর্যায়ক্রমে একাডেমিক শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসাসমূহের ফাযিল ও কামিল স্তরে এ বিষয়ের পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে ইসলামী শরীয়ার মূল এ স্তম্ভটির পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম এখনো কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছায়নি বলে আমরা এ বিষয়ের পাঠদানের কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত সফলতা লাভ করতে পারছি না।

তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের পাঠদান কার্যক্রম হতে কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ ও যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য সঠিক পদ্ধতির পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের অনুসরণ অতিব জরুরি। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় কিছু গবেষণাকর্ম থাকলেও বাংলা ভাষায় আমার জানামতে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক এ বিষয়ের পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সফল ও কার্যকরভাবে সম্পাদনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে "ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি: সমীক্ষা ও সুপারিশ (The Method of

৩১৬ খালিদ ইবন আব্দুল করীম আল-লাহিম, মাফতিহু তাদাববুরিল কুরআন ফীল হাইয়াত, পৃ.১৪
৩১৭ আল কুরআনুল কারীম, সূরা সোয়াদ: ২৯
৩১৮ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল ইসরা: ১৭

Teaching and Evaluation of Tafsirul Quranil Karim in Fazil and Kamil level: Circumspection and Recommendation)" শীর্ষক আমার এ অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনা করেছি। উক্ত গবেষণার ১ম অধ্যায়ে আল-কুরআনুল কারিম ও তাফসিরের পরিচয়, ২য় অধ্যায়ে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের আদর্শ পাঠদান পদ্ধতি, ৩য় অধ্যায়ে ফাযিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান অবস্থা, ৪র্থ অধ্যায়ে কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানের বর্তমান অবস্থা, ৫ম অধ্যায়ে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং বর্তমানে ফাযিল ও কামিল স্তরে প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর পরিচালিত সমীক্ষার প্রতিবেদন, ৭ম অধ্যায়ে ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদানগত সমস্যাসমূহ সমাধানে আমার কতিপয় সুপারিশ ও পরামর্শ এবং ৮ম অধ্যায়ে ফাযিল ও কামিল স্তরে তাফসিরুল কুরআনিল কারিম মূল্যায়নগত সমস্যাসমূহ সমাধানে কতিপয় সুপারিশ ও পরামর্শ সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে।

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি এ অভিসন্দর্ভে বলিষ্ট তথ্যউপাত্তের ভিত্তিতে যে বিষয়গুলো বর্ণনা করেছি, আমার গবেষণালব্ধ যে মতামত, অভিক্ষা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করেছি, ফাযিল ও কামিল স্তরের তাফসিরুল কুরআনিল কারিম পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে সেটির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে, উক্ত পাঠদান এবং মূল্যায়ন কার্যক্রমে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে ইনশা আল্লাহ। আর এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী আশানুরূপ সুফল লাভে ধন্য হবে এবং দেশ ও জাতি অপেক্ষাকৃত অধিক উপকৃত হবে । মহান মহীয়ান আমার এ কাজটিকে সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন যা সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন: **عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.** হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: 'মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তার আমলের সকল দ্বারসমূহ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি ব্যতীত, আর তা হলো- সদকায়ে জারিয়াহ , উপকারী জ্ঞান এবং এমন নেক সন্তান যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার জন্য দু'আ করে'।[৩১৯]

পরিশেষে পরম করুণাময় ও মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা তাঁর ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনের জন্য নিবেদিত অধমের এ চেষ্টাটুকু কবুল করে সার্থকতায় রূপান্তরিত করুন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন স্যারসহ এ গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। আমীন!

৩১৯ সহীহ মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

المراجع والمصادر (গ্রন্থপঞ্জি):

১. *আল কুরআনুল কারিম*

২. কুরআনুল কারীম (মাঝারি সাইজ), ***অনুবাদক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, ৫২তম সংস্করন, ৫৭তম মুদ্রণ (উন্নয়ন), ফেব্রুয়ারী-২০১৭, ঢাকা

৩.***সহীহুল বুখারী,***আবু'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম ইবন আল-মুগীরা আল-জু'ফী আল-বুখারী (রহ.),**(ভারত, মুকতার অ্যান্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ২০০১).**

৪.আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ,***সহীহ মুসলিম***

৫.আহমদ ইবনে শুয়াইব আননাসাই, ***সুনানু নাসা'ঈ***

৬. ইমাম আবু দাউদ সিজিসতানী,***সুনানু আবু দাউদ***

৭.আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আলকাযুয়ীনী, ***ইবন মাজাহ***

৮. আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযি, ***সুনানুত তিরমিযি***

৯. ***তাফসিরুল কুরআনিল আজীম,*** আল ইমাম আল-হাফেজ আবিল ফিদা ইসমাইল ইবন কাছির আল-কুরাইশী আদ্‌দামেশকী, আল মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, প্রকাশ: ২০০২ খ্রি.

১০. ***ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস,*** তিন বছর মেয়াদী ফাযিল বিএ/বিএসএস/বিএসসি/বিবিএস পাস কোর্স

১১. শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মদনী (রহ:), ***নেছাবে তা'লীম,*** সংস্করণ: ৩য়, প্রকাশ: ২০০০ খ্রি.

১২. ***জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০,*** শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রকাশনায়: জাতীয় শিকাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রকাশকাল: ২০১১, পুর্ণমুদ্রণ-২০১২

১৩. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.), ***কুরআন তাফসীরের মূলনীতি***, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা: মাওলানা সফিউল্লাহ ফু'আদ, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১ম সংস্করণ: ২০০৫ খ্রি.

১৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়াারী,***তাফসীরুল কুরআনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,*** প্রথম প্রকাশ-২০০২, প্রকাশনায়-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

১৫. ড. মরিস বুকাইলী, ***বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান***

১৬. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ***কুরআন পরিচিতি***

১৭. মুফতি উবায়দুল্লাহ, ***কুরআন সংকলনের ইতিহাস,*** প্রকাশনায়: **দারুল কিতাব, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২য় সংস্করণ: ২০০০ খ্রি.**

১৮. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ***গবেষণার ধারণাপত্র,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২য় প্রকাশ: ২০১৪ খ্রি.

১৯. ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, গষেণা পদ্ধতি ও সামাজিক পরিসংখ্যান (Research Methodology & Social Statistics), আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

২০.ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ***রাসূলুল্লাহর (সা.) শিক্ষাদান পদ্ধতি,*** বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, প্রকাশ: ২০১১

২১. আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (র.), ***আল-মানার***

২২. মুহাম্মদ আলী সাবুনী, ***আত তিবিয়ান ফী উলুমিল কুরআন***, দামেস্ক, মাকতাবাতুল গাজ্জালী, ১৪০, হি/১৯৮১ খ্রী.

২৩.***আততাফসীর আত-তাবারী***

২৪.আবুলায়স সমরকান্দী, ***বাহরুল উলুম,*** বৈরুত কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৩ হি/১৯৯৯ খ্রী.

২৫. ড. সুবহি আসসালিহ, ***মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন***, দারুল ইলমি লিল মালায়ান, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬৫, বৈরুত

২৬. ইবনে তাইমিয়া, ***মুকাদ্দামাতু ফী উসূলীত তাফসীর***, তাহকীক আদানান

২৭. ***মুসনাদে ইমাম আহমাদ***

২৮.আবুল হাসান আল ওয়াহিদী, ***আসবাবুন নুযুল***,কায়রো: শারিকাতু মুস্তফা আল বারী আল হালাবী, ১৩৮৭ হি./১৯৬৮ খৃ.

২৯. ড. মুহাম্মদ সিবাগ, ***লামহাত ফি উলুমিল কুরআন,*** বৈরুত: আল মাকতাবাতুল ইসলাম, পৃ: ১২৩

৩০.যারকানী,***আর বুরহান ফী উলুমুল কুরআন***

৩১. হাজ্জী খলীফা,***কাশফুয যুনুন***

৩২. ইবনে হাজার আসকালানী, ***আল ইসতিয়াব***, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৫ হি. /১৯৯৫

৩৩. ইবনুল আসীর, ***উসূলুল গাবা***

৩৪. ইবন হাজার আসকালানী, ***তাহযীবুত তাহযীব***, বৈরুত: দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী

৩৫. তাফসীরে সমরকান্দী, ***মুকাদ্দামাতুত তাহকীক***, পৃ: ২৪

৩৬. শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ার আলম আন নুবালা, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১০৪৬হি, ৩খ. পৃ: ৩৩৭, কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ: ৩৩

৩৭. ড. গোল্ড যিহর, ***আল মাযাহিবুল ইসলামিয়া ফী তাফসীরিল কুরআানিল কারীম***, (কায়রো, ১৯৪৪ইং)

৩৮. ***তাফসীরুল কুরতুবী***

৩৯. বদরুদ্দীন আল আইনী, ***উমদাতুল কারী বি শারহি সহীহিল বুখারী***

৪০.আসকালানী, ***ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী***

৪১. ইবন তাইমিয়া, ***মাজমু'আয়ে ফাতাওয়া***

৪২.ইবনুল কায়্যিম, ***ইলমুল মু'ওয়াক্কিঈন***, ১ম. পৃ: ৬১ আরো দ্র. সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ: ২১৩

৪৩. ইবন হাজার আসকালানী, ***তাহযীবুত তাহযীব***

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. আবু শাহাবা, *আল ইসরাঈলিয়াত ও মুওদুআত*

৪৫. ইবন খাল্লিকান

৪৬. ইবন সা'দ, *তাবকাতুল কুবরা*

৪৭. শায়খ মুস্তফা আল মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী*

৪৮. সাইয়্যিদ মুহাম্মদ সাফতী, *আল মুহাদারাতু ফিত তাফসীরিল মাউদু'ঈ*

৪৯. ইবনুল কাইয়ূম আল জাওযী (রহ.), *মাজমাউল হুদা ওয়াল ফুরকান*

৫০.ড. মোহাম্মদ ইউছুফ,*আরবি ভাষায় দক্ষতা শিক্ষাদান পদ্ধতি*, নূন ওয়ান কুলাম পাবলিকেশন্স, প্রকাশ: মার্চ ২০০৮

৫১. মো. আবদুল কাদের মিয়া, *শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন*, এ. কে প্রকাশনী, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ-২০১১

৫২. মো. আহসান হাবিব, *শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন,* মিতা ট্রেডার্স, ৪র্থ প্রকাশ-২০১৬

৫৩. সামীম মোহাম্মদ আফজাল, *আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ-২০১৪

৫৪. ড. মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, *ব্যবহারিক আরবি ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি*, মিল্লাত পাবলিকেশন্স

৫৫. শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.), অনুবাদ: মাওলানা আবদুল আলীম, আদর্শ শিক্ষক মহানবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), মাকতাবাতুল হেরা, ঢাকা, প্রকাশ: ২০১৭ খ্রি.

৫৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান(আল-মু'জামুল ওয়া'ফী), রিয়াদ প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ-২০১১

৫৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান,আরবী-বাংলা ব্যাবহারিক অভিধান,রিয়াদ প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ-২০০৩

৫৮. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, প্রকাশক: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা: লি:, ২৩তম সংস্করণ-১৯৯৯

59 .إبراهيم محمد الشافعي, ***التربية الإسلامية وطرق تدريسها***, ***مكتبة الفلاح***, الكويت, ط/2: 1984م

60.شيخ الإسلام جلا الدين السيوطي (رح.), ***الاتقان في علوم القران***

61. الدكتور محمد حسين الذهبي, ***التفسير والمفسرون***, ن: مكتبة وهبة, القاهرة, ط/8: 2003م

62. أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشري,***الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل***, دار المعرفة, بيروت,

63. للإمام ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر السيرازي البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التاويل , دار المعرفة, بيروت, لبنان

64 . شاه ولي الله محدث الدهلوي (رح.), ***الفوز الكبير في أصول التفسي***

Dhaka University Institutional Repository

65 . صالح سالم باقارش وعبد الله محمود السبحي, ***أصول التربية العامة والإسلامية***, ن: دار الأندلس للنشر والتوزيع بحائل, ط/4: 2006م

66. مناع خليل القطان, ***مباحث في علوم القران***, ن: مؤسسة الرسالة, بيروت, ط/35-1998م

67. أ.د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي, ***أصول التفسير ومناهجه***, ط/1-2013م, الرياض

68 . د. مساعد بن سليمان الطيار, ***فصول في أصول التفسير***, ن: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع, ط/3-1438 الهجري

69 . د. مساعد بن سليمان الطيار, ***التحرير في أصول التفسير***, ن: مركز الدراسات والمعلومات القرانية بمعهد الإمام الشاطبي, جدة, ط/2-2017م

70. د. عبد الرحمن بن فوزان, ***دروس في الثقافة الإسلامية***, ط/1428 الهجري

71 . دكتور عبد الله بن عقيل العقيل, ***التربية الإسلامية مفهوماتها, خصائصا, مصادرها, أصولها, تطبيقاتها, مربوها***, مكتبة الرشيد, ط/4: 2014م

72. الأستاذ الدكتور محمد شحات الخطيب وغيره, ***أصول التربية الإسلامية***, ن: دار الخريجي للنشر والتوزيع, ط/2: 1420 الهجري

73. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, ***البرهان في علوم القران***, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة

74. ابن قيم الجوزية, ***التبيان في أقسام القران***,تحقيق: طه يوسغ شاهين,دار الكتب العلمية-1402 الهجري

75 . الأستاذ الدكتور حسن جعفر الخليفة و الدكتور كمال الدين محمد هاشم, ***فصول في تدريس التربية الإسلامية***, ن: مكتبة الرشد, ط/7: 2015م

76. الدكتور محمد علي الخولي, ***أساليب تدريس اللغة العربية***, ن: دار الفلاح للنشر والتوزيع, ط: 2000م

77. محمد بن عبد الله الدويش, ***المدرس ومهارات التوجيه***, ن: دار الوطن للنشر, ط/4: 2000م

78 . الدكتور عبد الرحيم يعقوب (فيروز), ***تيسير الوصول إلى علم الأصول***, مكتبة العبيكان, ط/1: 2003م

Dhaka University Institutional Repository

79 . الإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي, تفسير ابن كثير المسمى ***تفسير القران العظيم***, المكتبة العصرية للطباعة والنشر, لبنان, بيروت, ط- 2015م

80 . محمد فؤاد عبد الباقي, اللؤلؤ والمجان, ج/1, دار الثريا للنشر

81. أحمد محمد شاكر, الباعث الحثيث, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض, ط/1- 1995

82. أ.د حسن عبد الغني أبو غدة وغيره, الإسلام وبناء المجتمع, مكتبة الرشدو الرياض, ط/1 – 2005م

83. صفي الرحمن المباركفوري, الرحيق المختوم, دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع, ط/4- 2001م

84. هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تحقيق وتعليق: عبد القادر شيبة الحمد, مكتبة العبيكان, ط/2-2005م

85. الدكتور عبد الكريم زيدان , ***المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية***, مؤسسة الرسالة, ط/6. 1999م

86. د. محمد عبد الخالق محمد, ***اختبارات اللغة***, عمادة شؤون المكتبات, جامعة الملك سعود, الرياض, ط/2- 1996م

87. عدنان حسن باحارت, ***طرق تدريس مواد التربية الإسلامية***, الناشر: دار المجمع, جدة, ط/ الأولى: 1993م

88. ***مجلة الهداية***, تيونيسية, العدد: 3- 1402 الهجري

89. محمد عبد الرءوف الشيخ،***الجانب الثقافي في كتب تعليم اللغة العربية للأجانب في المستوى الأول*** ، رسالة ماجستير،كلية التربية ، جامعة طنطا .

90. محمد مستفيض الرحمن،***القران الكريم والكتب السماوية الاخرى***، المجلة العربية، تصدرمن قسم العربية ,جامعة داكا, المجلد الخامس، العدد: 6, يونيو 2000م.

91 . دكتور محمد روح الأمين، ***الطريقة النموذجية لتدريس القران*** *الكريم : دراسة تحليلية وتطبيقية*،المجلة العربية، تصدرمن قسم العربية،جامعة داكا، المجلد -15، العدد: 6

92. رشدي أحمد طعيمة ***"اهتمامات الأجانب نحو الثقافة العربية الإسلامية"***، مجلة دراسات تربوية، رابطة التربية الحديثة بمصر، الجزء الثالث،يونيو .

Dhaka University Institutional Repository

93. هكتر هامرلي،***النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العملية*** ترجمة - دكتورراشد بن عبد الرحمن الدويش،مكتبة الملك فهد الوطنية-1415 الهجري

94. الدكتور طه حسين الدليمي، الدكتور زينب حسن نجم الشمري، ***أساليب تدريس التربية الإسلامية***، الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 2003م

95. تفسير العشر الاخير من القران الكريم ، للشيخ الدكتور محمد بن سليمان الأشقر

96. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية والإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، ط/2، دار العلم، دهلي

97.Hector Marcel Hammerly, Simon Fraser University,***An Integrated theory of Language Teaching and its Practical Conseouences,*** V/2, Second Language Publications, Canada

98.Yasir Qadhi. ***Quranic Sciences***. University of Toronto, Scarborough Campus, March 2008.

99. Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*

100.Robert Britton, ***The Last of the Prophets***, (Worthing: Churchman Publishing,1990).

101. Luis Lamya, ***The cultural Atlas of Islam***, London

102. R.A NICHOLSON, ***LITTERARY HISTORY OF THE ARABS***(CAMBRIDGE: THE UNIVERSITY PRESS, 1962)

103. A S Hornby, ***Oxford Advanced Learner`s Dictionary***, Edi:8th, Pub.OXFORD Univerxity Press

104. Latifur Rahman, ***Bangla Academy Bengali-English Dictionary,*** Edi:31th- 2014, Pub.Bangla Academy

105. Dr. Islam Mohammad Hashanat, ***Ovidan Oxford Advanced Learner`s Dictionary,***Pub. Sahitya Sambher, Edi: 3rd – 2014

106. Benjamin S. Bloom (ed.) Taxonamy) of Education objectives, Handbook 1, Cognotive Domain (New York) David Mckay Co., Inc., 1956